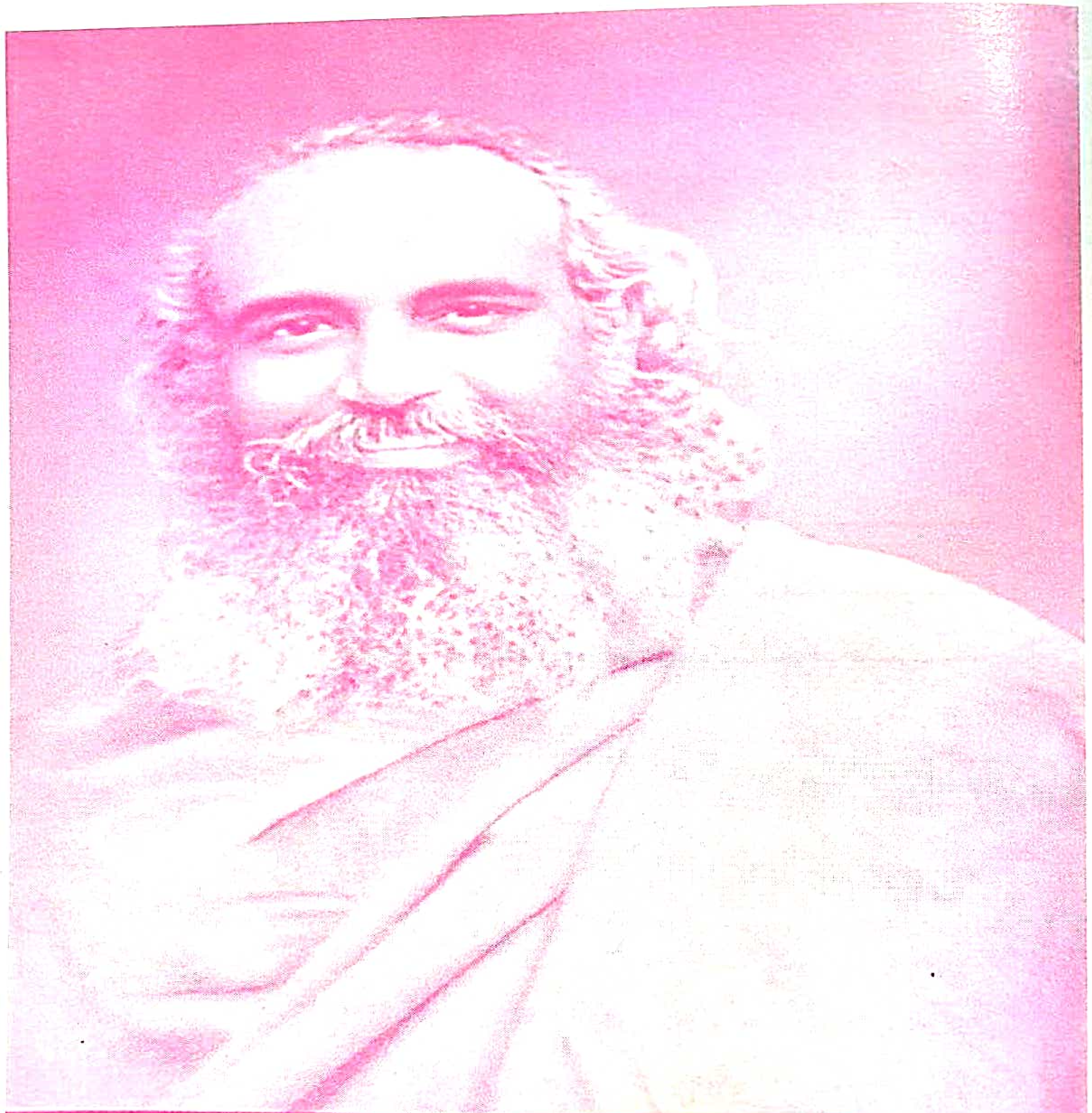
ধৃতং প্রেমা

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব

চতুর্দ্দশ খণ্ড



অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর
শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব

ওঁ

ধৃতং প্রেম্না

(চতুর্দ্দশ খণ্ড)

—ঃ*ঃ—

(১)

ওঁ-শ্রীগুরু

বারাণসী
১৫ই আশ্বিন, ১৩৬৭

পরম কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার বিজয়ার স্নেহ ও আশিস জানিও।

আশা করি, তুমি আমার পূর্ব্বপত্রখানা পাইয়াছ।

তোমাদের দুই জনের মধ্যে যে কারণেই মনোমালিন্য ঘটিয়া থাকুক, তাহা এক ব্যবসায়ীর সহিত অপর সরিকের কলহ। ইহার মাঝখানে কেহই যেন কখনো আমাকে বা মণ্ডলীকে টানিয়া না আনে, ইহা আমি চাহি। সংসারে অর্থ ও স্বার্থ দুইটী বিষম বস্তু। এই দুইটীর পূরণ হইলে যেমন অসাধারণ প্রতিপত্তি ও নেতৃত্ব পাওয়া যায়, তেমন আবার পূরণ না হইলে নানা অশান্তির সৃষ্টি

হইয়া থাকে। বিশেষ করিয়া আমাদের দেশে ত' দেখিতেছি যে অনেকেই নিজের প্রকৃত স্বার্থ কিসে রক্ষিত হইবে, তাহার দিকে নজর কম থাকার দরুণ কারবারের অংশীদারের সহিত অকারণে ও সামান্য কারণে তুমুল কলহ ও মনোমালিন্যের সৃষ্টি করিয়া থাকে। ইহার মধ্যে হয়ত বারো আনাই স্রেফ ভুল-বুঝা-বুঝি থাকে। পরস্পরে মুখামুখি বসিয়া আলোচনা দ্বারা মীমাংসা করিলে হয়ত সম্বন্ধচ্ছেদ আদির তিক্ততা সৃষ্টই হইত না।

কিন্তু যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে। ইহার জের টানিয়া জীবনকে দুঃখময় ভাবিবার প্রয়োজন নাই। চেষ্টা কর, যাহাতে নিজভুজবীর্য্যে সকল দেনা শোধ করিয়া উন্নত মস্তকে দাঁড়াইতে পার। সদ্‌বুদ্ধি লইয়া যাহারা চলে, ভগবান্ তাহাদের সহায় হন, এই মহাবাক্যে বিশ্বাস রাখিও।

যদিও তুমি স্বস্থানে থাক না, তবু যখন যখন আসিবে, তখন তখন স্থানীয় মণ্ডলীটীর সহিত কার্য্যকর যোগাযোগ রাখিতে চেষ্টা করিও। মণ্ডলীর প্রতি ইহা তোমার অনুগ্রহ নহে, মণ্ডলীর সহিত তুমি যুক্ত থাকিতে পারাতে তোমারই কিছু কৃতিত্ব ও পুণ্য সঞ্চিত হইতেছে, এই ভাব নিয়া চলিও। তাহাতে অন্তরের অনেক বেদনা প্রশমিত হইয়া যাইবে। প্রায় প্রত্যেক মণ্ডলীতেই অনেক অসাধারণ হৃদয়বান্ পুরুষ বা নারীরা থাকেন, যাঁহারা যোগ্য ব্যক্তিদের পরিচালনা বা সদুপদেশের মাত্র প্রতীক্ষা করেন। নিজেকে নেতা না ভাবিয়া সেবক ভাবিতে পারিলে এমন ছেলেমেয়েদের মধ্যে

তোমার মত লোকের দ্বারা নূতন উদ্দীপনা সৃষ্টি হওয়া সম্ভব।

মণ্ডলীর ভিতরে কাহারওই ব্যক্তিগত রোষক্ষোভকে প্রশ্রয় দেওয়া চলিবে না। মণ্ডলীর ভিতরে চিন্তাধারা প্রবাহিত হইবে সকলের ব্যক্তিত্বের উর্দ্ধে এক সামগ্রিক আদর্শের দিকে তাকাইয়া। ভাল ভাল কথা কহিতে পারিলেই মণ্ডলীকে কিছু দেওয়া হইল, তাহা নহে। জ্ঞানদান অপেক্ষাও আদর্শ দান অনেক বড় কথা। আদর্শ সহজে অন্তরের গ্রাহ্য হয়, কার্য্যে প্রকৃত দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহার রূপরেখা অংশতঃও যদি ফুটিয়া ওঠে। কেবল কথায় মানুষের মনকে তাহাদের সাধারণ বিষয়ি-বুদ্ধি হইতে টানিয়া আনা যায় না। আদর্শের টান বড় বিরাট শক্তিধর টান। কথা বরং আমরা কমই কহিলাম, লোককে ইহা ভাল, ইহা মন্দ, এই উপদেশ আমরা বরং কমই দিলাম, এই কাজটা এই ভাবে না করিয়া ঐ ভাবে করিলে ভাল হইত, এইরূপ সমালোচনা আমরা বরং কমই করিলাম, কিন্তু সকলের মনে আদর্শবাদিতার আমেজ ডাকিয়া আনিলাম,—ইহাতেই আমরা বেশী কাজ করিতে পারিব।

আমি জীবন ভরিয়া অনেক কথা কহিয়াছি। কয় জনে সেই কথায় কর্ণপাত করিয়াছে? যাহারা একখানা পত্র পাইবার জন্য ছয় মাস ধরিয়া ধর্ণা দিয়া পড়িয়া থাকে, তাহারাও অনেকে পত্র-লিখিত বিষয় সমূহকে যোগ্য সমাদর দেয় না, ইহা ত' আমি আক্‌ছার দেখিয়া আসিতেছি। কিন্তু তবু কথা বলিয়া যাই, এই ভরসায়, যে, এই কথা কেবলই কথা নহে, এই কথার পশ্চাতে

আমার শত-অসম্পূর্ণ হইলেও একটা জীবন আছে। যাহা আমি করি না, তেমন কথা আমি বলি না বা তেমন কথা না বলিয়া যাহাতে থাকা যায়, তাহার চেষ্টা আমি করি। ইহার ফলে হাজার কথাকে যাহারা অমান্য করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে কেহ হয়ত অতি অল্প দামী একটা কথাকেই নিজ জীবনে রূপ দিবার জন্য আগ্রহী হয়, চেষ্টা করে। আমার দামী দামী কথা যে মাঠে মারা গেল, তার জন্য এই কারণেই আমার-গুরুতর শোক কিছু হয় না।

আমার বহু বৎসরের অতীত জীবন তুমি জানো। যখন আমাকে কেহই চিনিত না, সেই দিন তোমরা আমাকে দেখিয়াছ। আবার যেই দিন আমাকে তোমাদেরই সহরটীতে তিন লক্ষ লোক একত্র হইয়া সম্বর্ধনা করিলেন, সেই দিনও আমাকে দেখিয়াছ। তোমার কি কখনো মনে হইয়াছে যে, উপদেষ্টার আসন অধিকার করিয়া আমি তোমাদিগকে নিজের ইচ্ছাধীন একপাল ভেড়ায় পরিণত করিবার জন্য উদ্দাম যৌবনকে আজ বার্ধক্যের সীমায় ঠেলিয়া আনিয়াছি? আমি নেতা হইতে চাহি নাই, তোমাদের ভিতরে নেতৃত্ব-বিকাশ করিতে চাহিয়াছি। কিন্তু অহংকে না মারিতে পারিলে যোগ্য নেতা হওয়া যায় না। অহং না মরিলে পদাধিকার লইয়া কাড়াকাড়ি খাওয়াখাওয়ি হয়। অহংকে না মারিতে পারিলে অন্যের সামান্য সমালোচনা অসহ্য বিবেচিত হয়। রাজনীতিক নেতাদের মধ্যে দেখিয়াছি সুরেন্দ্রনাথ আর সুভাষচন্দ্রকে। ইঁহাদের

কেহ জীবনে কখনো নিন্দায় বিচলিত হইতে দেখে নাই। শিক্ষাক্ষেত্রে দেখিয়াছি স্যার আশুতোষকে। ইনিও নিন্দাকে গ্রাহ্য করিতেন না। ধর্ম্মক্ষেত্রে প্রায় সকল নেতারাই অক্রোধ ও ক্ষমাশীল। তোমাদের ভিতরে সেই ক্ষমা ও সেই প্রেম কেন আসিবে না? ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২)

ওঁ শ্রীগুরু বারাণসী

১৫ই আশ্বিন, ১৩৬৭

পরম কল্যাণভাজনেষু ঃ—

স্নেহের বাবা–, আমার শুভ বিজয়ার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার অনেক পত্রই পাইতেছি এবং তোমাকে গত কালও একখানা পত্র লিখিয়াছি। এখান হইতে তুমি এত দূরে আছ এবং নানা রাজনৈতিক পরিবর্ত্তনের ফলে এই সাধারণ দূরত্ব এমন এক দুর্ল্লংঘ্য দূরত্বে পরিণত হইয়াছে যে, শত ইচ্ছা থাকিলেও তোমার আপদে বিপদে তোমাকে সহায়তা করিবার জন্য একমাত্র সদিচ্ছা ও আশীর্ব্বাদ প্রেরণ করা ছাড়া আর কিছুই করিতে পারি না। গুরুর আশীর্ব্বাদে যদি বিশ্বাস কর, তাহা হইলে ইহাতেই তোমার মনে কতক শান্তি আসা সম্ভব। আশীর্ব্বাদ শুধুই একটা মুখের

কথা নহে, অন্তর হইতে যেই আশীর্ব্বাদের জন্ম, তাহার ফল আছেই আছে। গুরুর দুইটা রূপ আছে। একটা তাঁহার মৃন্ময় রূপ, যাহার দরুণ তিনি অন্য সকল মানুষের ন্যায়ই মরণশীল, জরাধীন ও প্রকৃতির হাতের ক্রীড়নক। এই রূপে তিনি সর্ব্বদা চেষ্টিত থাকেন যাহাতে তাঁহার জীবনের সাত্ত্বিকতা ও মধুরতা দ্বারা নিয়ত তিনি শিষ্যের মনে প্রবোধ, সান্ত্বনা ও বিশ্বাস জাগাইয়া রাখিতে পারেন। অন্য রূপে তিনি চিন্ময়, সর্ব্বশক্তিমান্, অন্তর্য্যামী ও শাশ্বত। এই রূপটী একান্ত সাধক ব্যক্তিরই চোখে পড়ে এবং সেই ভাগ্যবান্ ব্যক্তি নিজ প্রত্যক্ষ দিব্য দর্শনের মধ্য দিয়া নিয়ত দিব্য গুরুর আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়া সর্ব্বদা বিগতভী ও নির্ম্মল থাকেন। তুমি তোমার ভাব অনুযায়ী লাভ করিবে, ইহাই ত' সনাতনী রীতি। ভাবের উচ্চতা ও শুদ্ধতার দ্বারা যতটুকু পার, নিজের লাভ তুলিয়া নিতে চেষ্টা কর বাবা।

তুমি নিত্য নূতন পরিস্থিতিতে পড়িয়া অনেক সময়ে যে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িতেছ, তাহা আমি বুঝিতেছি। কিন্তু বিহ্বল হইলে ত' চলিবে না। যাহা কঠিন, তাহা করিবার জন্যই ত' তোমরা আমার শিষ্য হইয়াছ। যাহা সহজ, সরল, জলবত্তরল, তাহা ত' সকলেই করিতে পারে। তোমরা কঠিন কঠোর অসম্ভব রকমের কাজগুলি করিবে বলিয়াই ধরাধামে আসিয়াছ। মনের সাহস কখনও হারাইও না। ভগবানকে বিশ্বাস কর। তিনি নিয়ত সাহস যোগাইবেন।

স্থানীয় অবস্থা বুঝিয়া সদ্বুদ্ধিতে যখন যাহা ভাল মনে কর, তাহা করিবে। মনে যদি অকপট সদিচ্ছা থাকে, তাহা হইলে ভগবান্ সামান্য ভুলত্রুটির মধ্য দিয়াও পরিণামে মঙ্গলবিধানই করিবেন।

সদুদ্দেশ্য নিয়া যাহা করিবে, তাহার সমর্থন আমি সর্ব্বদাই করিব। বুঝিবার ভুলে কোনও ত্রুটি হইলে তাহার ক্ষমা সর্ব্বদাই আছে। আর আমি কড়া মেজাজের লোক হইলেও আমার ক্ষমাশীলতাও প্রসিদ্ধ।

যখনই যে কাজ কর, স্থানীয় বিশিষ্ট সজ্জনদের পরামর্শ লইয়া করিও। স্থানীয় লোকদের মধ্যে দুই চারি জন লোক এমন নিশ্চয়ই পাওয়া যাইবে, যাঁহারা সদুদ্দেশ্যপ্রণোদিত কাজ সমর্থন করেন। জগতের সকল লোককেই অবিশ্বাস করিও না। মানুষের মধ্যে ভগবান্ বাস করেন, দয়া করিয়া তিনি কাহারও কাহারও ভিতরে একটু বিশেষ ভাবে বিকশিত হন। তাঁহারাই জগতে সৎলোক বলিয়া পরিগণিত হন। তুমি তেমন সাধু সজ্জনদের সঙ্গ করিও। তাঁহাদের পরামর্শ লইয়া কাজ করিও।

সৎকাজ করাই যথেষ্ট নহে, তুমি যে সৎকাজই করিতেছ, সেই বিশ্বাসটী লোকের মনে প্রবিষ্ট হওয়া চাই। অনেক দেশের ক্ষমতাধিকারী রাজনৈতিক নেতারা মনে করিয়া থাকেন যে তাঁহারা জনসাধারণের মঙ্গলের জন্যই কাজ করিতেছেন। কিন্তু এই

ধারণাটী লোকেরও মনে জাগরিত হওয়া প্রয়োজন যে সত্যিই নেতারা লোকের উপকারই করিতেছেন। তুমি হয়ত সৎকাজই করিতেছ, কিন্তু লোকে যেন বৃথা ভুল না বোঝে। লোকের মনে এই ধারণা জন্মান তোমার কাজের সুবিধার জন্যই প্রয়োজন যে, তুমি অসৎ কাজ করিতে পার না। তোমার কাজ হইতে লোকে যেন তোমার সম্পর্কে সর্ব্বদাই ভাল ধারণা করিতে পারে। নতুবা নিত্য বিরোধিতার সহিত সংগ্রাম করিয়া তুমি কত কাল চলিতে পারিবে? তোমার ত' দেখিতেছি, প্রতিপদে লোকের সঙ্গে কলহ করিয়া আশ্রম চালাইতে হইতেছে।

তোমার পত্রে জানিলাম যে, কেহ কেহ তোমার বিরুদ্ধে এমন কথা প্রচার করিতেছে, যাহা তোমার সাধুতার সম্পর্কে কটাক্ষপূর্ণ। তাহারা নাকি কহিতেছে যে তুমি আশ্রমের আয় গোপনে নিজের দেশে পাঠাইতেছ, তোমার পৈতৃক বাড়ীতে জমাইতেছ। এই জাতীয় অভিযোগ আমার কাছেও কেহ কেহ করিতে চেষ্টা করিয়াছে বলিয়া আমার মনে পড়ে কিন্তু আমি এই জাতীয় অভিযোগ বা অপবাদে কখনও কর্ণপাতও করি না। লোকের কাছে কেহ কাহাকেও খাটো করিতে চাহিলে সেই সকল কথাবার্ত্তায় আমি কদাচ আমল দেই না। তুমি যদি সৎ থাক, তাহা হইলে লোকে তোমাকে মিথ্যা নিন্দা করিলে কিছুই যায় আসে না। সকল লোকেই বিনা প্রমাণে কথা বিশ্বাস করে না। আমিও তাহাদের মধ্যেই অন্যতম। তবে তোমাক সতর্ক থাকিতে হইবে

যেন তোমার আচরণে কখনও পাপ বা অপরাধ প্রবেশ করিতে না পারে। বাহিরে গুরুসেবার অভিনয় করিয়া অতীতে কেহ কেহ পকেট ভারী করিয়াছে, ইহা সত্য। তাই তোমার সাবধানে চলা ভাল। তুমি আশ্রমের প্রতিটি পয়সার হিসাব রাখিবে, প্রয়োজন হইলে যেন তোমার নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করিতে পার। মিথ্যা সর্ব্বাবস্থাতেই মিথ্যা, তবু তুমি মিথ্যা অপবাদ সৃষ্টির কোনও সুযোগ রাখিও না। নিজে নিষ্পাপ হইয়া চল। নিজে নিজেকে সকল দুষ্কার্য্য হইতে সতর্ক প্রহরা দিয়া রাখ। নিজেকে নিজে নির্দ্দোষ রাখিবার জন্য আপ্রাণ যত্ন নাও।

যাহারা তোমার অনিষ্ট-সাধনে চেষ্টিত রহিয়াছে, তাহাদের সম্পর্কেও সাবধান থাকিও। কিন্তু একটা কথা মনে রাখিও যে, আজ তাহারা আচরণে যাহাই হউক, স্বরূপতর তাহারা তোমার ভ্রাতা ও বান্ধব। অপকারীর আচরণ হইতেও যাহাতে কতকটা উপকার সংগ্রহ করা যায়, তাহার দিকে সর্ব্বদা সজাগ দৃষ্টি রাখিও। কঠিন দুঃখের মধ্য দিয়া তুমি দিনাতিপাত করিতেছ, এই কারণেই এই কার্য্য তোমার পক্ষে সম্ভব। যে দুঃখ পায় নাই, জীবনে সে কিছুই পায় নাই। দুঃখ তোমার স্পর্শমণি হইয়াছে, ইহা যেদিন দেখিব, সেদিন বুঝিব যে ভগবানের পূর্ণ করুণার তুমি অধিকারী হইয়াছ। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩)

ওঁ শ্রীগুরু

বারাণসী
১৫ই আশ্বিন, ১৩৬৭

পরমকল্যাণভাজিনীসু ঃ—

স্নেহের মা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

সমাজে বাস করিতে হইলে সমাজের লোকের শ্রদ্ধা ও অশ্রদ্ধা দেখিয়া চলা প্রয়োজন হয়। কেননা, তুমি কেবল তোমারই ভবিষ্যতের নিয়ামক নহ, তোমার আচরণের দ্বারা ভাবী কালের নরনারীদের মনেও প্রভাব সৃষ্ট হইবে। সৎপ্রভাব সুফল প্রসব করে, অসৎ প্রভাব কুফল দেয়। যে কাজ সমাজের বিজ্ঞ ব্যক্তিরা দোষণীয় মনে করেন, তাহা করিবার আগে শতবার সংযত হইয়া চিন্তা করিয়া চলা উচিত। সমাজের সহিত কেবলই বিরোধ করিয়া কেহ অগ্রগতি লাভ করিতে পারে না। ইহা কেবল সামাজিক উন্নতির সম্পর্কেই সত্য নহে, ধর্ম্ম-সম্পর্কিত ব্যাপারেও ইহা কতক সত্য। তোমরা সমাজের সহিত নিষ্প্রয়োজনীয় বিরোধে মত্ত হইও না।

মানুষকে জোর করিয়া বা তাহার উপরে জবরদস্তি খাটাইয়া ঈশ্বরে ভক্তিমান্ করা যায় না। ভক্তি অন্তরের জিনিষ, তাহা ভক্তিমানের অন্তরের পরশ লাগিয়া জাগরিত হয়। তোমরা

নিজেরা গভীরভাবে ঈশ্বরপ্রেমে প্রমত্ত হও, ইহার ছোঁয়া লাগিয়া হাজার মানুষ আপনি প্রেমিক হইবে। প্রেম শিখাইবার জন্য বিদ্যালয়ের দরকার হয় না, বৃন্দাবন, কাশী বা নবদ্বীপে গিয়া উপাধিও অর্জ্জন করার প্রয়োজন নাই, আবশ্যক হইতেছে প্রেমিকের প্রাণের পরশ।

তোমরা গরীব বলিয়া তোমাদের কোনও সৎ বা মহৎ কাজ আটক হইয়া থাকিবে, এই ধারণা মন হইতে দূর করিয়া দাও। গরীবরাও ভগবানের করুণা হইতে বঞ্চিত হয় না। সত্য চেষ্টা সত্য ফল প্রসব করে।

আমাকে অনেকে নিন্দা করে বলিয়া তাহাদের সহিত ঝগড়া করিও না। নিন্দকেরা আমার বান্ধব। নতুবা কারণে অকারণে বারবার আমার নামোচ্চারণ করিতেন না। আমার ত্রুটি দেখিয়া যাঁহারা তাহা নিয়া আলোচনা করেন, তাঁহারা আমাকে অতি মহৎ ও অসাধারণ পুরুষ রূপে দেখিতে চাহেন। তাঁহাদের নিন্দার ভিতরে আমি আমার প্রতি তাঁহাদের প্রচ্ছন্ন স্নেহের পরিচয় পাইতেছি। শুনিতে ভাল না লাগিলে তুমি বরং স্থানত্যাগ করিও, কিন্তু কেহ আমার নিন্দা করিতেছে বলিয়াই তাহাকে অসম্মান করিও না বা অকথা কহিও না।

স্বামী, পুত্র, পুত্রবধূ, পৌত্র আদি বহু পরিজন লইয়া সংসার করিতেছ। সেই সংসারে অটুট শান্তি রাখিয়া চলিবার চেষ্টা করিবে।

দুঃখের দিনে একে অন্যকে সহানুভূতি দিয়া পরম সঙ্কটেও বাঁচাইয়া রাখে। ইহাই প্রকৃত সভ্য সংসারের রীতি। নিজ পরিবারস্থ মানুষগুলির প্রতি, নিজ পাড়ার লোকদের প্রতি, নিজ গ্রামের জনগণের প্রতি এবং স্বদেশবাসী মাত্রের প্রতি তোমাদের অফুরন্ত প্রীতির ধারা প্রবাহিত হওয়া চাই। এই প্রীতিতে যেন এক কণা না থাকে দুর্ব্বলতা, না থাকে কলুষের লেশ, না থাকে ভান বা অভিনয়। তাহা হইলেই দেখিবে, বিশ্বের সকলকে ভালবাসিবার যোগ্যতা তোমার আসিয়া যাইতেছে। বিশ্বকে ছাড়া তুমি নও, তোমাকে ছাড়াও বিশ্ব নহে।

তোমাদের ওখানে একটা আশ্রম করিবার বিষয়ে তুমি অনেক দিন ধরিয়াই ভাবিতেছ। আমি বলি, আশ্রম করিবার দিকে এখন ঝোঁক দিও না। এখন কেবল চেষ্টা কর যে, যাহারা তোমার সহধর্ম্মী বা তোমার সহিত সমাদর্শসম্পন্ন হইয়াছে, তাহারা নিয়মিত একটী স্থানে সাপ্তাহিক সমবেত উপাসনায় যোগদান করে কিনা এবং পরস্পর পরস্পরের সম্পর্কে সর্ব্বপ্রকার মিথ্যা ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়া চলিতে চেষ্টা করে কিনা। এই দুইটী কাজ যদি করিতে পার, তাহা হইলে এমন স্থানে আশ্রম প্রতিষ্ঠা একটা অতি সাধারণ কাজ হইয়া দাঁড়াইবে। জমি কিনিলেও আশ্রম হয় না, মন্দির গড়িলেও আশ্রম হয় না। এই জন্যই বহু বৎসর পূর্ব্বে পুপুন্‌কীর দুর্ভিক্ষদমনের আয়োজনে সাধনার সমস্ত অর্থ

ব্যয় করিবার কালে আমি বলিয়াছিলাম যে, আশ্রম গড়িতে চাহি মানুষের মনে; ইঁট-কাঠ-পাথরের মন্দির ও আশ্রম ভারতে লক্ষ লক্ষ আছে এবং তাহার মধ্যে অনেকগুলিতে চামচিকার বাসা হইয়াছে।

তোমাদের যে সকল গুরুভাই ও ভগিনী সাধনা করে না, তাহাদিগকে আমার লিখিত সাহিত্যের সহিত বিশেষভাবে পরিচিত করিবার চেষ্টা করিবে। এই একটা কাজ করিতে পারিলে তোমরা অনেক অবহেল-পরায়ণ মনে নূতন উদ্দীপনার সৃষ্টি করিতে পারিবে। কেহ কেহ সঙ্গদোষে আবশ্যকীয় নিষ্ঠা হারাইয়াছে। তাহাদের মনে সদ্ভাব জাগাইবারও ইহাই প্রধান উপায়।

সহরের নিকটবর্ত্তী গ্রামের ছোটছোট ছেলেমেয়েদের মধ্যে কাজ করিবার চেষ্টা তোমরা আগে দেখ। এখন যাহারা শিশু, দশ বিশ বৎসর পরে তাহারা সমাজের বড় বড় কল্যাণকর্ম্মী হইবে, এই আশা রাখিয়াই কাজে হাত দিবে। যাহাকে দেখিবে, তাহাকেই বলিবে, সে যেন বড় হইবার জন্য চেষ্টা পায়। আকাশে অনেক ঘনঘটা দেখা যাইতেছে, তাহা সত্ত্বেও যে আজিকার দুগ্ধপোষ্য বালক-বালিকাদের মধ্য হইতে অনেক পতিতোদ্ধারকারী মহাপুরুষ আবির্ভূত হইবেন, এই আশার বাণী ও পরমাশ্বাস ঘরে ঘরে বিলাইয়া চল। প্রেম সহকারে এই কাজটী করিবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

(৪)

ওঁ শ্রীগুরু

বারাণসী
১৫ই আশ্বিন, ১৩৬৭

পরমকল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—তোমরা সকলে আমার বিজয়ার শুভাশীর্ব্বাদ জানিও।

আমি আলাদা করিয়া সকলকে পত্র দিতে পারিলাম না। তাহাদের সকলকে এই পত্রেই আশিস ও স্নেহ জানাইতেছি।

ত্রিপুরার পার্ব্বত্য স্থানগুলিতে আমার আবার শীঘ্রই যাইবার প্রবল ইচ্ছা। আসামেও যাইবার জন্য প্রাণটা ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। এদিকে মঙ্গলবাঁধকে নিয়া বিশেষ ভাবে বিব্রতও আছি। কবে যে কোথায় যাইতে পারি, তাহা স্থির করা যাইতেছে না। যেদিনই যাই, তোমাদের সকলকে দেখিবার জন্য প্রাণ আমার সত্যই বড় ব্যাকুল হইয়াছে।

পূর্ব্ববঙ্গের অনেক স্থানের বড় সরস মনগুলি সব একদা উদ্বাস্তু হইয়া ত্রিপুরায় প্রবেশ করিয়াছিল। বারো তের বৎসর কাল ত' দেখিতে না দেখিতে চলিয়া গেল। কিন্তু তাহাদের মধ্যে অনেকেই এখনো সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই, দুই চারিটী লোক ছাড়া কেহই এমন বলিতে পারিবে না যে আগের চেয়ে সুখে আছে। সকলের এই ব্যাপক দুঃখ আমার হৃদয়ে বারংবার

ঘাত-প্রতিঘাত সৃষ্টি করিতেছে। একদা এই নিদারুণ অবস্থা যে হইবে, তাহা পঁচিশ ত্রিশ বৎসর আগেই আমি অনুমান করিয়াছিলাম এবং সাবধানবাণী ছাপার হরফে বারংবার উচ্চারণও করিয়াছিলাম। কিন্তু আমি নিজেই এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতে পারি নাই। আমার হাজার তালের কাজের মধ্যে হঠাৎ কোনও একটা বিষয়ে অসাধারণ গুরুত্ব দিয়া আত্মনিয়োগ সহজ কথাও ছিল না। কিন্তু এখন অসংখ্য মানুষের ঘোর দুর্দ্দশা ও নৈতিক তথা মানসিক অবনতি দেখিয়া প্রাণে একটী নিমেষের জন্যও স্বস্তি পাইতেছি না।

রাজনৈতিক মানুষেরা সরল মানুষের সহজবিশ্বাসপ্রবণ মনকে লইয়া নানা রাজ্যে নানা খেলা খেলিতেছে। ইহাদের আচরণ দেখিয়া অনেক সময়ে মনে হয় যে ইহারা নিজেরাও জানে না যে ইহারা কি করিতে চাহে। কেবল সাময়িক একটা সাধারণ সুযোগ ও প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য হাজার হাজার মানুষের রক্তাক্ত দেহের উপর দিয়া ইহাদের কূটনীতির রথ ছুটিয়া চলিয়াছে। এই সময়ে অসহায় ফেরুপালের মতনই কি জনসাধারণ পড়িয়া পড়িয়া মার খাইবে?

এই প্রশ্ন আজ হাজার হাজার মনে জাগিয়াছে। এই প্রশ্ন আগামী কাল লক্ষ লক্ষ লোকের মনে জাগিবে। আমি ভবিষ্যতের অধিকতর রক্তাক্ত ছবি দেখিতে পাইতেছি। তাই আমি তোমাদের প্রতি জনকে বারংবার জানাইতেছি যে, তোমরা কেহ আর সময়

নষ্ট করিও না। হিংসার বদলে হিংসাকে লেলাইয়া দিয়া পৃথিবীর এই অরাজকতাকে আরও বাড়াইয়া তুলিবার পথ আমাদের নয়, কিন্তু কিছু না করিয়াই বা আমরা বসিয়া থাকি কি করিয়া? সুতরাং এই দুর্য্যোগে আমাদের প্রতি জনকে বিশেষ একটী কাজে নামিতে হইবে।

সে কাজটী হইতেছে মানুষমাত্রেরই মনে দুর্জ্জয় ঈশ্বর-বিশ্বাস প্রতিষ্ঠা করা।

তোমরা প্রতি জনে চিন্তা কর, কি করিয়া এই অসামান্য কাজটী সমাপন করিতে হইবে। এই মাত্র তোমার একটী ভগিনীকে পত্র লিখিয়াছি যে জোর-জবরদস্তি করিয়া মানুষকে ভক্তিমান্ করা যায় না। বিশ্বাস সম্পর্কেও তাহাই কথা। জোর-জবরদস্তি করিয়া মানুষকে ঈশ্বরে বিশ্বাসী করা যায় না। অথচ ঈশ্বরে বিশ্বাসই বর্ত্তমান সঙ্কটের একমাত্র প্রতীকার।

এস আজ আমরা প্রতি জনে চিন্তা আরম্ভ করি, কোনও প্রকার নূতন কুসংস্কার সৃষ্টি না করিয়া, মানুষের জন্য কোনও নূতন দাসত্বের নিগড় না গড়িয়া, মানুষকে স্বাধীন ও সহজ থাকিতে দিয়া কি ভাবে আমরা তাহাদের প্রাণে প্রাণে পরমেশ্বরে বিশ্বাস জাগ্রত করিব। প্রায়োজন হইলে এই কাজে আমাদের প্রাণও পরিত্যাগ করিতে হইতে পারে, কিন্তু তাহার জন্য আমাদের প্রস্তুতই থাকিতে হইবে। মরণকে দেখিয়া ভয় পাইয়া গেলে চলিবে না। জগতে অনেক ঈশ্বরবিশ্বাসী কেবল তাঁহাদের বিশ্বাসেরই

জন্য প্রাণ দিয়াছেন এবং বিশ্বাসের বলে মৃত্যুর মাঝেও অমৃত আহরণ করিয়াছেন। আমাদিগকে তাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে হইবে।

বড় দুঃসময় বাবা, বড়ই দুঃসময়। আজ কূপমণ্ডুকের মতন নিজের গৃহকোণে নিজের তুচ্ছতা দিয়া নিজেকে ঢাকিয়া রাখিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। দুইটী একটী প্রাণে হইলেও আজ সাড়া জাগাইতে হইবে। আমরা প্রতি জনে যদি এই ভাবে কিছু কিছু কাজ করি, তবে হঠাৎ এক দিন দেখা যাইবে যে যাহা কল্পনায়ও ছিল না, তাহাই সম্ভব হইয়াছে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫)

ওঁ শ্রীগুরু বারাণসী

১৭ই আশ্বিন, ১৩৬৭

পরমকল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা বিজয়ার স্নেহ ও আশিস নিও।

এখন এমন সময় আসিয়াছে, যখন দলগত-রাজনীতির চর্চ্চাকারীদের কবল হইতে কিশোর-কিশোরীদের রক্ষা করা আবশ্যক। এই সকল দলের নেতাদের ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষাই

নানা আদর্শবাদিতার বোলচালে প্রচ্ছাদিত হইয়া চারিদিকে বিষম বিভ্রান্তি সৃষ্টি করিতেছে এবং ইহাদের প্ররোচনায় কিশোর ও বালকের দল নানা অঞ্চলে নানা অনুচিত কার্য্য করিয়া মনে মনে আত্মপ্রসাদ অর্জ্জন করিবার চেষ্টা করিতেছে যে, তাহারা নিজ দেশকে, নিজ জাতিকে, নিজ সম্প্রদায়কে অসাধারণ এক মহিমমণ্ডিত ভবিষ্যৎ উপহার দিতেছে।

তোমরা এখনই কিশোর ও কিশোরীদের মধ্যে চরিত্র-আন্দোলন সুরু করিয়া দাও। হাজার হাজার সহকর্ম্মী এখন তোমরা পাইবে না বটে, এবং দেশের যুবজনের মনের জমিতে অবাঞ্ছনীয় আগাছার উৎপত্তি ইতিমধ্যে এমন ভাবে হইয়া রহিয়াছে যে, তোমাদের পক্ষে কাঁটায় ঘেরা ঝাড়-জঙ্গল অতিক্রম করিয়া তাহাদের মনের কাছে গিয়া দাঁড়ান অতীব কঠিন কাজ হইবে। তবু কর্ত্তব্য কর্ত্তব্যই, কর্ত্তব্যকে ফেলিয়া রাখা চলে না। একটী দুইটী করিয়া সহকর্ম্মী জুটাইতে জুটাইতে তোমরা শেষে দেখিবে যে, তোমাদের সহকর্ম্মীরা সংখ্যায় নিতান্ত লঘু নহে। চাই কেবল ধৈর্য্য আর প্রতীক্ষা করিয়া যাইবার শক্তি।

এদেশে অনেক পুণ্যশ্লোক পুরুষ ইহার আগেও চরিত্র-আন্দোলন বারংবার পরিচালন করিয়া যাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। এক এক জনের অভিজ্ঞতা এক এক রকমের হইয়াছে। কেহ কেহ চরিত্র-আন্দোলনকে শেষে নিজ নিজ ধর্ম্মসংঘের শিষ্য-বৃদ্ধির চেষ্টায় নিয়া ফেলিয়া দিয়াছেন। ইহার ফলে চরিত্র-আন্দোলন

তাঁহার সংঘের অনুবর্ত্তীদের সংখ্যাই বাড়াইয়াছে, অন্য সুফল ইহা হইতে অধিক পাওয়া যায় নাই। ইহা আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। সুতরাং তোমরা এই চরিত্র-আন্দোলন পরিচালন করিবার কালে এই কথাটী ভুলিয়া যাইও যে, তোমরা আমার শিষ্য এবং আমাকে জনসমাজে প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য কোনও চেষ্টার তোমাদের প্রয়োজন আছে। আর, যতই চেষ্টা কর না কেন, জীবৎ-কালে মহতেরও প্রতিষ্ঠা হয় না, আমি ত' কোন্ ছার অতি সামান্য একটী নগণ্য লোক। মহতেরা মরিয়া গেলে তাঁহাদের জীবৎকালের একটু মিষ্টি হাসি, একটু হাঁচি বা কাসিরও কত সুমধুর আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা হইয়া থাকে। কারণ তখন যে-কোনও ব্যাপার হইতে যে-কোনও তত্ত্ব নিষ্কাষণের জন্য কল্পনার অফুরন্ত উদ্দাম স্বাধীনতা থাকে, কোনও ব্যাখ্যারই জ্বলন্ত বাস্তবের সম্মুখে পড়িয়া ম্রিয়মান হইবার সম্ভাবনা নাই। এই জন্যই আমরা বিগত মহাপুরুষদের সম্পর্কে অতীব সহজে প্রশংসায় অতিশয় উচ্ছ্বসিত হই। ভাগ্যে থাকিলে আমার মরণের পরে আমার সম্পর্কে তদ্রূপ শতপল্লবিত আলোচনার সুযোগ বা দুর্য্যোগ তোমাদের অনেক হইবে। আমার জীবৎ-কালে আমাকে সম্মানিত, পরিচিত বা প্রসিদ্ধিসম্পন্ন করিবার জন্য তোমরা কোনও চেষ্টায়ই নামিও না। আমাকে প্রচার করিলে আমার দল বাড়িতে পারে কিন্তু দেশ, জাতি বা জগতের তাহাতে বল বাড়িল কৈ? সমস্ত দেশ ও সমগ্র পৃথিবীর যাহাতে বল বাড়ে, তাহাই তোমাদের লক্ষ্য হউক। আমি স্বীকৃত বা

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

সম্মানিত হইলাম কিনা, ইহা যেন তোমাদের পুরুষকারের জগতের বাহিরে থাকে। আমি যখন তোমাদের গুরু, তখন তোমাদের মনের একটা নির্দ্দিষ্ট স্থানে ততকাল আমার একটা আসন চিরস্থিরই থাকিবে, যতকাল তোমরা সাধন করিবে বা সাধনে রুচিমান্ থাকিবে। কিন্তু অপর সর্ব্বসাধারণের মনে আমার কোনও স্থান হইল কিনা, ইহা মোটেই কোনও বিবেচ্য বিষয় নহে।

সকলের সহিত মিলনের প্রয়োজন যেখানে অতীব জরুরী, সেখানে ব্যক্তিত্বের তাগিদকে দাবাইয়া রাখিতে হয়। একদা বাংলার এক প্রাতঃস্মরণীয় দাতা জীবনের শেষ যামে আর্থিক দুরবস্থাতে পড়িয়াও বাঙ্গালীদের দ্বারা পরিচালিত সংস্থা, আশ্রম ও মঠ আদির মধ্যে একটা সর্ব্বতোভদ্র মিলন সাধনের জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন। তিনি উপায়ের অনুসন্ধান করিতেছিলেন। তাঁহার ধারণা ছিল যে, বাঙ্গালী সাধুরা যেই সকল সংস্থা করিয়াছেন, তাহা প্রধানতঃ লোক-কল্যাণকেই প্রাধান্য দিয়া থাকে বিধায় ইহাদের মিলনের একটা মনঃক্ষেত্র তৈরী হওয়া খুবই বাঞ্ছনীয়। অনেক প্রতিষ্ঠানই নিজ নিজ মতামত দিয়াছিলেন। আমি বলিয়াছিলাম যে, প্রতি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পারস্পরিক কর্ম্মি-বিনিময়ের দ্বারা সকল প্রতিষ্ঠানের সহিত সকল প্রতিষ্ঠানের সহজ আত্মীয়তার সৃষ্টি হইতে পারে। কিন্তু আমার এই সাধুপ্রস্তাব তাঁহাদের মনঃপূত হয় নাই, যাঁহারা মনে করিয়াছিলেন যে, একমাত্র তাঁহারাই দেশ ও জনসমাজের সেবা করিবেন, অন্য কোনও

প্রতিষ্ঠানের তাহাতে প্রবেশাধিকার নাই। একজন পুণ্যবান্ দাতা ও ধীমান্ চিন্তানায়কের বৃদ্ধকালে এই কথা ভাবিয়াই শেষ দীর্ঘ নিঃশ্বাসটী ফেলিতে হইয়াছিল যে, তিনি মনস্বী বাঙ্গালী জাতির সাধুদের মধ্যে একতা প্রতিষ্ঠা করিয়া যাইতে পারিলেন না। সংঘ-নেতাদের তীব্র ব্যক্তিত্ব-বোধ এক সংঘের সহিত অন্য সংঘের স্বাভাবিক আত্মীয়তাকে দূরে ঠেলিয়া রাখিতেছে। তোমরা দেখিয়া শিখিও, ঠেকিয়া শিখিতে যাইও না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬)

ওঁ শ্রীগুরু বারাণসী

১৫ই আশ্বিন, ১৩৬৭

পরমকল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা,—তোমরা সকলে আমার বিজয়ার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও। সকলকে জানাইও।

তোমাদের ওখানে অখণ্ড সম্মেলন করা সম্পর্কে যেই দুইটী আপত্তি বিশেষ প্রবল হইয়াছে, আমি যতটুকু জানি, তাহার একটী হইতেছে এই যে, ইহাতে যে ব্যয় আবশ্যক, তাহা করিবার সামুহিক রুচি তোমাদের ওখানে নাই, ব্যয়টা হয়ত একটা বা দুইটা লোকের স্কন্ধে পড়িবে, এবং বর্ত্তমান সময়ে তাহা নিশ্চয়ই তাহাদের পক্ষে

অতিশয় গুরুভার হইবে। আমি মনে করি যে, ইহার একটা সহজ মীমাংসা এই ভাবে করা যাইতে পারে যে, আমরা আশ্রম হইতে এই ব্যয়ের একটা মোটা অংশের দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত, কারণ যেখানে যেখানেই একটা করিয়া সফল সম্মেলন হইতেছে, সেখানে সেখানেই তোমাদের অনেকের মনে সৎকার্য্য করিবার জন্য একটা নূতন উৎসাহের আলোকপাত লক্ষ্য করা যাইতেছে। যেখানে দায়-সারা গোছের সম্মেলন হয় বা বক্তারা কেবল বক্তৃতা দিতে আসেন এবং ভাল ভাল ভাষণ দেওয়াটাই সম্মেলনের সাফল্যের প্রধান পরিচয় হইয়া থাকে, সেখানকার কথা অবশ্য আলাদা। সেখানে বক্তারা বিরাট চিত্ততৃপ্তি ও আত্মপ্রসাদ অর্জ্জন করিয়া গেলেও শ্রোতাদের মনে সেই অমৃতভাষণাবলির রেশ অতি সামান্য সময়ই থাকে। ইহার প্রমাণ তোমাদের জেলাটাতে দুই এক স্থানে তোমরা হয়ত পাইয়াছ।

অন্য আপত্তিটি কতকটা কল্পনামূলক এবং আনুমানিক। দেশে শান্তি নাই, মানুষ মানুষকে অনায়াসে উৎপীড়ন করিয়া যাইতেছে, ন্যায়ের শাসনদণ্ড উৎপীড়ককে রুখিবার জন্য সক্রিয় বা প্রকৃতই ইচ্ছুক, এমন আশ্বাস বা ধারণা অনেক মানুষের মনেই নাই। এমন একটা দৃষ্টান্তের মুখে সকল স্থানের সকল দল-সংগঠনকারীরাই মনে মনে ভাবিতে বসিয়া গিয়াছে যে, যে যেখানে পারি, বলপ্রয়োগ করিয়া প্রতিবেশীদের বিতাড়িত করিব এবং সম্ভব

হইলে তাহাদের সম্পদ-লুণ্ঠন ও রমণী-নির্য্যাতন করিয়া নিজেদের সম্মান, সম্পদ ও আত্মবিশ্বাস বাড়াইব। এইরূপ আবহাওয়া অনেক স্থানেই অকারণে দাঙ্গাহ্যাঙ্গামা বাঁধিয়া যাইবার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছে ও রাখিতেছে বলিয়া তোমরা আশঙ্কা করিতেছ এবং এমন সময়ে যে-কোনও ব্যাপারেই একটা অতি সদ্‌বুদ্ধি-প্রণোদিত আলোচনা-সভার অনুষ্ঠান করিলেও তাহার ফলে স্থানীয় শান্তি ব্যাহত হইতে পারে বলিয়া তোমরা উদ্বিগ্ন হইয়াছ।

আমি কিন্তু মনে করিতেছি যে, অবস্থা এত শোচনীয় হইয়া থাকিলে তোমাদের নিষ্ক্রিয় হইয়া বসিয়া থাকিবার মধ্যে কোনও সার্থকতা নাই। দুর্ঘটনাবলি যদি ঝড়ের বেগে ছুটিয়া আসিতেই থাকে, বিদ্যুতের বেগে তোমাদের তাহার প্রতিকারের উপায় নির্ধারণের জন্য ছুটিতে হইবে। বজ্রের শক্তি লইয়া যদি অশান্তি পাঁয়তারা সুরু করিয়া থাকে, অ্যাটমবোমের শক্তি লইয়া তোমাদিগকে কুইক মার্চ, ডাবল মার্চ্চ করিতে হইবে। ঘটনার অধীন না হইয়া ঘটনাকে আয়ত্তে আনিবার চেষ্টাই ত' সঙ্গত। বিগত দশ বরো বৎসরে যে সকল নারকীয় দৃশ্য আমরা দেখিলাম, তাহা যে-কোনও স্বাধীন দেশের ইতিহাসের পৃষ্ঠাকে ধিক্কারে পরিপূর্ণ করিত। কিন্তু এই দেশে নিজ স্বার্থের বাহিরে জননেতাদের দৃষ্টি নাই, তাঁহারা অন্যায়কে নিন্দা করিবেন নিজেদের প্রয়োজন বুঝিয়া, অন্য সময়ে অতি নিন্দনীয় ব্যাপারেও চুপ মারিয়া থাকিয়া

লোকপ্রিয়তা বা প্রভুর সম্মান রক্ষার চেষ্টা করিবেন। এমতাবস্থায় তোমাদের মন হইতে ভয়ভাবনা যত ত্বরিত দূর হয়, ততই মঙ্গল।

ব্রিটিশ ত্রিপুরার মোচাগড়া আশ্রমের কথাটী মনে কর। কি ছিল আমার সহায়, কি ছিল আমার সম্বল? কিন্তু আট দশ হাজার আততায়ী আশ্রমটীকে ঘেরাও করিয়া ফেলিয়াছিল। আমি কি সেদিন গুণ্ডামির কাছে মাথা নত করিয়াছিলাম? আমি কি আমার কর্ত্তব্য করিয়া যাইবার জন্য মৃত্যু-সম্ভাবনাকেও অগ্রাহ্য করি নাই? এ গুলি ত' কাল্পনিক কথা নহে, তোমরা স্বচক্ষে সেই সকল লোমহর্ষক ঘটনাগুলি দেখিয়াছ। আমি মনে করি, আমার জীবনে এমন দৃষ্টান্ত সমূহ স্বচক্ষে দেখিবার পরে তোমাদের মনে কোনও সৎ ও কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পর্কে ভয়ভীতি থাকা উচিত নহে। সর্ব্বজাতি ও সর্ব্ববর্ণের প্রতি প্রীতি লইয়া, এমন কি উদ্যত আততায়ীকেও তোমার সহোদর ভ্রাতা জানিয়া, মন হইতে সকল প্রকার ঈর্ষ্যা-বিদ্বেষের কলুষ দূর করিয়া দিয়া তোমরা তোমাদের যে-কোনও উপস্থিত কর্ত্তব্য সাহসের সহিত করিয়া যাইবে, স্বরূপানন্দ-সন্তানের কাছে ইহাই জগতের দাবী। আমরা প্রেমের পসরা সাজাইয়া মানবজাতির সহিত সাক্ষাৎ করিতে বাহির হইয়াছি, আমাদের মনে ক্ষুদ্রতার অভিশাপ ও গণ্ডীবদ্ধ স্বার্থপরতার পাপ নাই। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৭)

ওঁ শ্রীগুরু

বারাণসী
১৬ই আশ্বিন, ১৩৬৭

পরমকল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা,—তোমরা সকলে আমার বিজয়ার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও। সকলকে জানাইও।

এই সঙ্গে অপর যে পত্রের অনুলিপি পাঠাইলাম, তাহা হইতে আপাততঃ তোমাদের যাহা আশু কর্ত্তব্য, তদ্বিষয়ে বিশেষ নির্দ্দেশ পাইবে। আশা করি সকল ভ্রাতা ও ভগিনীদের সহযোগে তোমাদের এই সামূহিক কর্ত্তব্য তোমরা অনায়াসে সুচারুরূপে পালন করিতে পারিবে। আমাদের সম্মেলনগুলির সহিত রাজনীতির কোনও সম্পর্কই নাই, আমরা সম্পূর্ণরূপে ও নির্ভেজাল ধার্ম্মিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনই চালাইয়া আসিতেছি। কিন্তু সম্প্রতি চারিদিকে যে অবিশ্বাসের আবহাওয়া সৃষ্ট হইয়াছে, তাহাতে তোমাদের এই সহজ-সরল, স্বাভাবিক ও নির্ব্বিরোধ প্রয়াসকে একটা রাজনৈতিক, সাম্প্রদায়িক বা প্রাদেশিকতাদোষদুষ্ট বিরোধ-আন্দোলন বলিয়া অপব্যাখ্যা করিবার লোকের হয়ত অভাব হইবে না। একটা জাতির চরিত্রবল কমিয়া গেলে তাহাদের মধ্য হইতে অনেক স্বজাতিদ্রোহীর জন্ম হয়, যাহারা দুইটী টুকরা রুটির অবাস্তব লোভে নিজের জাতি সম্পর্কে

মিথ্যা ঘটনা তৈরী করিয়া প্রচার করে বা নিজেরাই অনুচিত অবস্থার সৃষ্টি করিয়া নিজের জাতির উপরে দোষারোপ করিবার পথ উন্মুক্ত করিয়া দেয়। এই সকল কারণে তোমাদের আজ সকল ছোট-বড় কাজকেই অতি সাবধানে সাম্প্রদায়িকতা, প্রাদেশিকতা ও জাতিবৈর হইতে দূরে রাখিতে হইবে।

আমরা একটা অকল্পনীয় যুগে আসিয়া উপনীত হইলাম। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে আমরা যাহাকে আমাদের ধ্যানের ভারত বলিয়া জানিয়াছিলাম, আজ কিন্তু তাহার অস্তিত্ব নাই। যে শান্ত সুন্দর পবিত্র ভারতকে ধ্যান-নয়নের সম্মুখে রাখিয়া দেশের প্রথম শহিদের দল ললাটে রক্ততিলক পরিয়াছিল, সেই ভারত আজ বহু দূরে। অকারণে দল, জাতি ও সম্প্রদায়ের মনে তিক্ততার সৃষ্টি করা হইতেছে এবং অসন্তুষ্ট মানুষেরা যুক্তির সীমা লঙ্ঘন করিয়া নানা ঘটনাবলি সৃষ্টি করিয়া দেশের শান্তি ও সহজ সাবলীলতাকে বিনাশ করিতেছে। এইরূপ অস্বস্তিকর পরিবেশ একটা দেশের নৈতিক ও রাজনৈতিক স্বাস্থ্যের পক্ষে অতীব বিপজ্জনক। এখন আমাদের প্রতিজনকে ইহার প্রতীকার খুঁজিতে হইবে। মানুষকে কেন আমরা এমন পাপকথা উচ্চারণ করিতে সুযোগ দিলাম যে, ইহা অপেক্ষা ইংরাজ-রাজত্বই ভাল ছিল?

আমি এই বিষয়ে গভীর ভাবে চিন্তা করিতেছি। এখন একমাত্র পন্থা হইতেছে যুবজনসমাজে যাইয়া নির্দ্দলীয় চারিত্রিক নীতির

প্রবর্ত্তন করা। রাজনৈতিক নেতারা পঞ্চাশটা বছর ধরিয়াই ত' যুবকদের নিয়া দাবাখেলা খেলিলেন, ধুরন্ধর নেতাদের হাতে পড়িয়া কেহ উঠিল কেহ ডুবিল, ইহাদের মৃত কঙ্কালের উপরে নানা বিচক্ষণ ব্যক্তির অবিসম্বাদিত নেতৃত্ব গড়িয়া উঠিল। আজ আবার এই সকল যুবকদেরই মাতা-ভগিনীরা সর্ব্বদা দুঃখে আতঙ্কে কাঁপিয়া দিন কাটাইতেছে, ইহাদেরই পিতা ও ভ্রাতারা যে-কোনও গুণ্ডাদলের সংঘবদ্ধ আক্রমণে তটস্থ হইয়া রহিয়াছে। আজ আবার নূতন করিয়া যুবকদের মধ্যে চরিত্রের আন্দোলন উপস্থিত করিতে হইবে।

রাজনীতির রঙ্গ ও দলীয়-তাণ্ডব অনেক দেখা গিয়াছে। ইহার পরে যুবকদের এই শিক্ষা হওয়া উচিত যে, এ দেশের নেতৃত্বের মধ্যেই হয়ত চরিত্রের বনিয়াদ শক্ত নহে, তাই নেতারা এক আদর্শের কথা বলিয়া অন্য আদর্শের দিকে অনায়াসে দলভুক্ত কর্ম্মীদিগকে পরিচালিত করিতে সাহস পাইতেছে। এই সাহস তাহাদের এমন দুঃসাহসে পরিণত হইয়াছে যে, তাহারা নিজ নিজ নেতৃত্ব ব্যবহার করিয়া শান্তিপূর্ণ অধিবাসীদের ধনপ্রাণ হরণেও প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে উত্তেজনা দিয়া বেড়াইতে পারে। সুতরাং সকল প্রকার দলগত রাজনীতি হইতে যুবক-সমাজের মন ও মুখকে ফিরাইয়া আনিয়া নিজ নিজ চরিত্র-গঠনের দুর্লভ সাধনায় তাহাদিগকে নিয়োজিত করাই বর্ত্তমান সঙ্কটে সর্ব্বপ্রধান

কাজ। তোমরা আবার নূতন করিয়া কাণে কাণে আমার সেই পুরাতনী বাণী শুনাও,—"ব্রহ্মচর্য্য কর এবং করাও"। তোমরা আবার শতবর্ষ পরের ভারতবর্ষের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ কর। তোমরা আবার ঘরে ঘরে গিয়া বীর্য্যের বাণী শুনাইয়া বল যে, আমাদের কাহারও জীবন কোনও দলের জন্য নহে, কোনও নির্দ্দিষ্ট ক্ষুদ্র গণ্ডীর জন্য নহে, সমগ্র দেশের ও সমগ্র মানব-জাতির জন্য। মুখে মুখে বিশ্বপ্রেমের বুলি আওড়াইয়া যাহারা কেবল পাকে-প্রকারে নানা কৌশলে রাজকীয় ক্ষমতার অন্যায় ও পক্ষপাতমূলক ব্যবহারের দ্বারা একশ্রেণীর লোকের উপরে অন্য শ্রেণীর লোকের চিরস্থায়ী প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়া রামরাজ্য স্থাপনের দুঃস্বপ্ন দেখিতেছে, তাহাদের আচরণের ও আদর্শের তোমরা অনুসরণ করিও না। ইতিহাসে অমর হইবার জন্য ইহারা যে নিন্দিত প্রয়াস করিয়া যাইতেছে, তাহা ইহাদের স্মৃতি ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে মুছিয়া ফেলিবারই এক অজ্ঞাত আয়োজন। তোমরা বর্ত্তমান দেখিয়া বিভীষিকাগ্রস্ত হইও না। ভারতবর্ষকে চরিত্রের মহিমায় আমরা তিন শত বৎসর পরে হইলেও নিজ মহনীয়ত্বে প্রতিষ্ঠিত করিব। কেননা, তাহা কেবল ভারতেরই কল্যাণ করিবে না, তাহা জগতেরও কল্যাণ করিবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৮)

ওঁ শ্রীগুরু

বারাণসী

২০শে আশ্বিন, ১৩৬৭

পরমকল্যাণভাজনেষু ঃ—

স্নেহের বাবা,—তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

এই সেই বিজয়ার দিন ত' নিশ্চয়ই তোমাদের ওখানকার সকল পরিচিত অপরিচিত লোকদের সহিত আলিঙ্গন দিয়া অতীতের সকল গ্লানি ভুলিয়া যাইবার চেষ্টা করিয়া আসিয়াছ। মুসলমানের ঈদ আর হিন্দুর বিজয়া এই একটী অদ্ভুত ব্যাপারে একেবারেই অপরাজেয়। কেহ কাহারও শত্রু থাকিবে না, কেহ কাহারও সহিত অতীত তিক্ততার কথা স্মরণ করিয়া আর কোনও অসুন্দর আচরণ করিবে না, তাহার ইহা পবিত্র সঙ্কল্প। বড়ই সুখের কথা যে, তোমরা সেই সঙ্কল্পকে কতক হইলেও কার্য্যে পরিণত করিয়া থাক।

এই প্রসঙ্গে তোমাকে একটী বিশেষ ঘটনার দিকে দৃষ্টি দিতে বলিতেছি। ব্যবসায়সূত্রে একজন অতি অন্তরঙ্গ বন্ধুর সহিত তোমার মনোভঙ্গ হইয়াছিল এবং তুমি নিজেকে তাঁহার সংশ্রব হইতে দূরে সরাইয়া নিতে বাধ্য বলিয়া মনে করিয়া সত্য সত্যই আলাদা হইয়া গিয়াছিলে। তোমার বন্ধু কিন্তু মনে করিয়াছিলেন

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

যে, তুমি তাঁহাকে সর্ব্বস্বান্ত করিয়া দিয়া আসিয়াছ। তোমার তরফ হইতে ইহা ভাবা গিয়াছিল যে, তোমার বন্ধুই তোমাকে সহস্র প্রকারে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছেন।

কিন্তু বিজয়া দশমী পার হইল, এখন তোমাদের মনের মধ্য হইতে অতীতের সকল অসুন্দর ভাব দূর করিয়া দিতে হইবে। তোমাদের দুজনকেই স্থানীয় লোকেরা বিশেষ মান্য করিয়া থাকে। তোমাদের দুইজনের অনেক আচরণ লোকেরা অন্ধের মতন অনুসরণ করে। তাহারা মনে করে, অমুকে যখন তমুক কাজ করিয়াছেন, তখন ইহা সভ্যজন-সম্মত ও সুরুচির পরিচায়কই হইবে বোধ হয়। এমতাবস্থায় তোমরা যদি তোমাদের অতীত কলহ ভুলিয়া গিয়া সর্ব্বদা সর্ব্ব ব্যাপারে ভালবাসা ও সম্মানের দৃষ্টান্ত স্থাপন করিতে পার, তাহা হইলে স্থানীয় অনেক লোকের মধ্য হইতে গ্রাম্যজন-সুলভ কোন্দলপ্রিয়তা ম্রিয়মান হইয়া যাইবে। যাহাদিগকে লোকে অনুকরণীয় মনে করে, তাহাদের আচরণ সত্য সত্যই অনুকরণের যোগ্য হওয়া উচিত।

কতকগুলি ক্ষেত্র আছে, যেখানে কাহারও ব্যবসায়িক অসন্তোষ বা পারিবারিক আন্দোলনকে প্রবেশ করিতে দেওয়া উচিত নহে। যেমন স্বদেশের হিতকার্য্যে অথবা ভগবানের প্রতি প্রীতিবর্দ্ধক অনুষ্ঠানে। যেমন, লোকহিতকর ব্যাপারে ও সমগ্র সমাজের কুশল যাহাতে নির্ভরশীল, এমন কাজে। এই সকলের

মধ্যে কাহারও ব্যক্তিগত মনোমালিন্যকে কোনও প্রকারেই যুক্ত হইতে দেওয়া উচিত নহে।

ভদ্রতার কতকগুলি বিশেষ লক্ষণ আছে। সেই সকল লক্ষণে কেহ ঊন হইলে তাহাকে সুজন বা সজ্জন বলিয়া আখ্যা দেওয়া চলিতে পারে না। যেখানে সর্ব্বসাধারণের বা সম্প্রদায়ের সকলের ভালমন্দ লইয়া আলোচনা বা চেষ্টা-উদ্যম চলিতেছে, সেখানে তোমার আর আমার ব্যক্তিগত লাভক্ষতির বা মানাপমানের প্রশ্ন একেবারেই চাপিয়া যাওয়া উচিত। ইহার ফলে দুই বিবদমান ব্যক্তিও একটী সাধারণ কাজে একত্র আত্মনিয়োগ করিতে পারে।

নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যে প্রায়শঃই এই অভিমান দেখা যায় যে, আমাকে যখন সভাপতি করিল না, করিল অমুককে, তখন এই কাজ তাহাদের দলের লোকেরাই করুক, আমাকে না হইলেও তাহাদের কাজ আটক থাকিবে না। দুঃখের বিষয় এই যে, সকল প্রভাবশালী ব্যক্তিকেই একটী দল পুষিতে দেখা যায়। ইহার পরিবর্ত্তন আবশ্যক। আমি করিব শ্রম আর যশ হইবে অমুকের, এই জাতীয় মনোভাব আত্মকেন্দ্রিকতারই ফল। সর্ব্বশক্তি দিয়া সমাজকে সেবা করিবার বাধা যেখানে আত্মসম্মানের ভ্রান্ত ধারণা, সেখানে ইহাকে বিসর্জ্জন দেওয়াই উচিত। যেখানে কাজ করিতে গেলে প্রতিপদে কেবল সঙ্কীর্ণচেতাদের ষড়যন্ত্রের মধ্য দিয়াই পদক্ষেপ করিতে হইবে, সুতরাং স্বচ্ছন্দগতিতে পথ চলা যাইবে না, কেবল তেমন স্থানেই নিজেকে দূরে সরাইয়া রাখিবার

বা অন্যকে সবলে সরাইয়া দিয়া নিজে কর্ম্মের পুরোভাগে আসিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা বিধিসঙ্গত ও স্বচ্ছ বিবেকের অনুমোদিত হইতে পারে।

তোমরা পরমপ্রেমভরে পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতার সম্ভাবনার কথা আবার বিবেচনা করিয়া দেখ, ইহাই আমি চাহি। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৯)

ওঁ শ্রীগুরু   বারাণসী
৩রা কার্ত্তিক, ১৩৬৭

পরমকল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা,—তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমাদের ঐক্য ও একাগ্রতা বর্দ্ধিত হউক।

তোমাদের জীবন মহৎ হউক, লক্ষ্য বিশাল হউক।

তোমাদের জীবন মহত্তম আদর্শের সেবায় লাগুক।

তোমাদের ত্যাগ এবং পবিত্রতা জগতে অতুলন হউক। নিজেদিগকে কখনও ক্ষুদ্র-শক্তি মনে করিও না। শত জনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তি মিলিয়া অতি বিরাট কাজ হয়।

আমি প্রত্যেককে ঈশ্বর-বিশ্বাসী হইতে বলিতেছি। ভগবানই তোমাদের বল হউন।

তোমাদের প্রাণ নিয়ত ভগবৎ-প্রেমে পূর্ণ থাকুক।

তোমাদের জীবন সহস্র ঘুমন্তের ঘুম ভাঙ্গানোর কাজে লাগুক, নিয়ত এই আশীর্ব্বাদ করি।

তোমাদের জীবন জগতের কাজে লাগুক, নিয়ত এই আশীর্ব্বাদ করিতেছি। তোমরা আমার কত প্রিয়, তাহা তোমরা জাননা।

তোমরা চারিদিকে প্রাণে প্রাণে নূতন প্রেরণা নব-জাগরণ আনয়ন কর।

দিনগুলি আর রাতগুলি কেবল তোমাদের জন্য প্রার্থনায় কাটাইতেছি। এত মনোযোগ দিয়া ভগবানকে আর কখনও ডাকি নাই; ডাকিয়া থাকিলেও আমার মনে নাই। তোমরা ভগবানের শক্তিতে নির্ভর করিয়া তাঁহার ইচ্ছাকে নিজ নিজ জীবনে গ্রহণ কর, ফুটাইয়া তোল।

নানারূপ ক্ষয়-ক্ষতির মধ্যেও ঈশ্বরে বিশ্বাস ক্ষণকালের জন্য হারাইও না। যাহা তোমার নষ্ট হইয়াছে, তাহার দশ গুণ তুমি ভগবানের দয়ায় ফিরিয়া পাইবে।

প্রাণভরা সাহস নিয়া চল। ভগবানে বিশ্বাস কর। ভগবানে নির্ভর করিয়া যে চলিতে পারে, তার চেয়ে শক্তিমান জগতে

আর কেহ নাই। ভগবানের মঙ্গল ইচ্ছায় বিশ্বাস করিবার সামর্থ্যই মহাশক্তির প্রকৃত উৎস এবং যথার্থ মূলধন।

তোমরা আত্মহারা হইও না। ভগবানে বিশ্বাস রাখিও। ভগবানের নামে বিশ্বাস রাখিও। ভগবানে নির্ভরকে সকল বলের উৎস জানিও।

অপমান লাঞ্ছনা, ক্ষয় ক্ষতি ও ক্লেশ সবই ভুলিয়া যাও। ভবিষ্যৎকে গড়িবার দায়িত্ব তোমার নিজ হাতে। নিজের সর্ব্বশক্তি ঈশ্বরে সমর্পণ করিয়া ঈশ্বরীয় শক্তির অধিকারী হও। সকল দুর্ব্বলতা ও দুঃখ মন হইতে দূর করিয়া দাও।

পৃথিবীতে দরিদ্র বা দুর্ব্বল বলিয়া নিজেকে হেয় জ্ঞান করিও না। ঈশ্বরে যার বিশ্বাস আছে, সেই ধনী, সেই সবল। তোমরা ঈশ্বরে বিশ্বাসী হও।

একা কত করিবে? দেবতারা কেহ একা মহিষাসুরকে দমন করিতে পারিলেন না বলিয়াই ত' সকলের শক্তি এক করিয়া দশভুজার আবির্ভাব সম্ভব করিলেন। পরিস্থিতি যতই প্রতিকূল হউক, তোমাদের সকলের শক্তিই আস্তে আস্তে সহযোগাবদ্ধ হউক। বিপদের মধ্যেও কত জনে কত জনের জন্য কত কিছু করিতেছে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(১০)

ওঁ শ্রীগুরু

বারাণসী
৩রা কার্ত্তিক, ১৩৬৭

পরমকল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা,—তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তুমি জীবিকার্জ্জনের নূতন একটী পথ ধরিয়াছ জানিয়া সুখী হইলাম। এই রাস্তায় অর্থাগম ভাল হয় কিন্তু নিজে খাটিতে হয়। পরের উপরে ভার দিলে অনেক অপ্রত্যাশিত ক্ষতি ঘটিয়া থাকে। আশা করি, অপাত্রে বিশ্বাস ন্যস্ত করিয়া ঠকিবে না। পরের অনিষ্ট না করিয়া যে-কোনও সৎপথে অর্থার্জ্জন-চেষ্টা নিশ্চিতই প্রশংসনীয়।

সরকারী আইন-কানুন ও তাহার প্রয়োজন নিত্য নূতন করিয়া পরিবর্ত্তিত হইতেছে। ইহার ফলে মানুষের মনে একটা অস্বস্তির সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু তজ্জন্য তুমি চিন্তা করিও না। তোমার যাহা ন্যায্য অধিকার, তাহার দাবী ধর্ম্মপথে থাকিয়া উপযুক্ত ভাবে চালাইয়া যাও। পরিণামে সত্যের জয় হইবে।

আমি এখন ভ্রমণ-তালিকা করা সম্পর্কে সুস্থির ভাবে কিছু ভাবিতে পারিতেছি না। মনে হয়, মাঝে মাঝে এদিক সেদিক ভ্রমণ করিয়া ভাষণ দিয়া বার বার বারাণসী বা পুপুন্কী ফিরিতে

হইবে। তোমাদের অঞ্চলে কখন ভ্রমণ-তালিকা হইবে, তাহার স্থিরতা নাই। তবে তোমরা মনে প্রাণে প্রস্তুত হইলে কত দিন আমি দূরে থাকিতে পারিব? আমার ওখানে যাওয়াটা খুব বড় কথা নহে, তোমাদের প্রাণের আসন প্রস্তুত হওয়াই বড় কথা।

যেখানে কলহ নাই, আত্মদ্বন্দ্ব নাই, আছে প্রেম, মমতা আর সমত্ববোধ, কে সেখানে যাইবার জন্য প্রলুব্ধ না হইবে?

গ্রামে কতগুলি বিচ্ছেদ-হেতু জন্মিয়াছে, সব একে একে দূর কর। এইটী তোমার সুমহৎ কর্ত্তব্য বলিয়া জানিবে। যেখানে ক্ষমতা নিয়া প্রতিযোগিতা, সেখানে যোগ্য ব্যক্তিকে ক্ষমতা অর্পণ করিয়া নিজে বরং তার অনুগত হইয়া চল। বিবেক বিসর্জ্জন না দিয়া যতটা নত হওয়া যায়, তাহা হও। যেখানে সামাজিক সমস্যা জট পাকাইয়াছে, সেখানে সকলকে একত্র মিলিত হইয়া প্রেমসহকারে সমাধান অন্বেষণে নিয়োজিত কর। যেখানে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অসঙ্গতি, অসামঞ্জস্য ও অপ্রেম, সেখানে প্রেমময় মিলনের পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়া গৃহ মধুময় কর। নিজেকে প্রাধান্য না দিয়া প্রাধান্য দাও লোকের কুশলকে, সমাজের মঙ্গলকে, অনাবিল মিলন-সম্ভাবনাগুলিকে। কলহের অভ্যাস মানুষের আচরণ হইতে সমূলে উৎপাটিত করিয়া তুলিয়া দাও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১১)

ওঁ শ্রীগুরু বারাণসী

৩রা কার্ত্তিক, ১৩৬৭

পরমকল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা,—প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

মনটাকে ক্ষুদ্র ঐ গ্রামটার বাহিরে ঠেলিয়া নিয়া যাও। গ্রামের কোনও পরিবারের কোনও জটিলতায় নিজেকে জড়াইও না। সমগ্র দেশের দিকে তাকাও। প্রতি ঘরে যাইয়া অমৃতের বাণী ছড়াও।

কত তৃষিত পরাণ একটু আশার কথা, একটু আশ্বাসের বাণী শুনিবার জন্য কত যুগ ধরিয়া প্রতীক্ষায় আছে। গ্রামে গ্রামে গেলে তাহাদের সহিত পরিচয় হইবে। তাহাদিগকে সত্য, শিব, সুন্দরের মধুময়ী গাথা শুনাইয়া অনুপ্রাণিত করিতে গিয়া দেখিবে প্রতিদিন নিজে কত শুচি, শুদ্ধ, সরস হইতেছ। জীবন বৃথাই চলিয়া যাইতেছে। কাজ কতটুকু করিয়াছ? আর সময় নষ্ট করিও না। প্রকৃত কাজে লাগ।

মানুষের মনে নিত্য নূতন কুসংস্কার প্রবেশ করাইয়া দেওয়ার নামই ধর্ম্ম প্রচার নহে। যাহা প্রচারে মানুষের মন উদার হয়, সহিষ্ণু হয়, ক্ষমাশীল, পরদোষে অরুচিগ্রস্ত হয়, নিজদোষ

সংশোধনে উদ্যত হয়, তাহা প্রচারের নামই ধর্ম্মপ্রচার। তোমরা তাহা কর মা।

বর্ত্তমান কালের অনেক সমাজকর্ম্মী এক সঙ্গে অনেকগুলি প্রাদেশিক ভাষা শিখিয়া সমভাবে সমানে অনেক প্রদেশে কল্যাণ-কর্ম্ম পরিচালন করিতেছেন। কিন্তু প্রত্যেক প্রদেশবাসীরা নিজেরাই যদি কর্ম্মী হইয়া নিজ নিজ দেশের জনসমাজের মধ্যে প্রবেশ করে, তাহা হইলে খুব করিয়া অনেকগুলি ভাষা না শিখিলেও চলিতে পারে। নিজ নিজ মাতৃভাষায় লোকে যেমন ভাবে কাজ করিতে পারে, শত শিখিলেও, অপর ভাষায় তেমন ভাবে কাজ কদাচিৎই সম্ভব হয়। আমি উড়িয়া, আসামিয়া, তেলেগু, তামিল সব ভাষা শিখিয়া নিজেই সব প্রদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া কাজ করিয়া যাইব, ইহা নিশ্চয়ই প্রার্থনীয়, কিন্তু তার চেয়েও সহজ হয়, যদি তোমরা কাজে নাম। তোমরা নিজ নিজ প্রদেশবাসীদের ভিতরে জগতের উদারতম চিন্তার প্রসারে অবিলম্বে আত্মনিয়োগ কর। অতুলন প্রেম আর অনুপম স্নেহ লইয়া মানুষের মনের ভিতরে প্রবেশ কর। ভালবাসিয়া যাহার কাণে দুইটী কথা প্রবেশ করাইবে, সে-ই নিজের অজ্ঞাতসারে তোমার আপন হইয়া যাইবে। সকলকে ভগবানের বাণী শুনাও, সকলকে আপন কর। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(১২) *

ওঁ শ্রীগুরু পুপুন্‌কী
২রা আশ্বিন, ১৩৬৮

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা,—প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার পত্রে যে সুগভীর প্রেম পরিব্যক্ত হইয়াছে, তাহা প্রগাঢ় হউক, এই আশীর্ব্বাদ করি। যত জনের স্নেহ ও আদর, তাহাদের স্নেহদৃষ্টি দ্বারাই আসে। গায়ে জড়াইয়া ধরিলে বা ওষ্ঠে চুম্বন করিলেই আদর হয়, তাহা নহে। যোগিজনেরা তাহাদের প্রসন্ন দৃষ্টি দ্বারা বিশ্বের সকলকে পরম স্নেহ ও নিবিড় আদর প্রদর্শন করেন। এই কথাটী বিশ্বাস করিও। দিন কয়েক আগে আমেরিকা হইতে এক তরুণ দম্পতী বারাণসী আশ্রমে আসিয়াছিলেন। আমি মৌনী ছিলাম এবং লিখিয়াও একমাত্র স্বাগত-জ্ঞাপন ব্যতীত আর কিছু করি নাই। কিন্তু আমার দৃষ্টির সম্মুখে কিছু কাল বসিবার পরে তাঁহারা আপনা আপনি অনুভব করিতে লাগিলেন যে, আমি স্নেহশীল, আমি প্রেমিক। যাইবার

---

* বাংলা ১৩৬৭-র ৩রা কার্ত্তিকের পরে এবং ১৩৬৮-র ২রা আশ্বিনের আগে যে সব পত্র লিখিত হইয়াছে, প্রধানতঃ তাহার সারাংশ দিয়া "পথের সন্ধান" হইয়াছে। সেই সকল পত্রের নকল রাখা যায় নাই।

সম্পাদক।

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

কালে তাহারা দুইজনে কতবার যে, "We are charmed. We are gratified'—আমরা মুগ্ধ, আমরা কৃতার্থ" বলিতে বলিতে বিদায় নিলেন, তাহা স্নেহময়কে জিজ্ঞাসা করিলে জানিতে পারিবে। প্রকৃত স্নেহ ও তজ্জাতীয় পবিত্র বস্তু, যাহা দেহস্পর্শের প্রতীক্ষা রাখে না, তবু সর্ব্বাঙ্গ ও সর্ব্বমন মধুস্বাদে ভরিয়া দেয়। যোগীর চক্ষুতে অমৃত আছে, সেই চক্ষু হইতে কেবল মদনভস্মকারী অগ্নিই নির্গত হয় না, অমৃতত্বদানকারী সুধাও বহির্গত হয়। সাধন কর, তবে ইহা বুঝিবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৩)

হরি ওঁ

পুপুন্‌কী

৪ঠা আশ্বিন, ১৩৬৮

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা,—প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

যাহার মননে রহিয়াছে প্রভুপদে আত্মদান, সে নিজেকে প্রাণপ্রভুর মনের মতন করিয়া গড়িয়া লইতে চেষ্টা করে। সহস্র সহস্র কুমারী মেয়ের আজ কেবল কৌমার্য্যের মহান্ আলেখ্যটীকে লোক-চক্ষে দেদীপ্যমান করিয়া দিবার জন্যই সেবাব্রত গ্রহণের

প্রয়োজন। কিন্তু সহসা এই-জাতীয় সঙ্কল্প করা ঠিক নহে। শরীর ও মনে এমন প্রবণতা কাহারও কাহারও থাকে, যাহার-দরুণ তাহাদের জীবনসঙ্গীরূপে পতি গ্রহণের প্রয়োজন পড়ে। সেই প্রয়োজনের দাবীকে শুদ্ধ, স্বস্থ, সুন্দর রূপান্তর দিবার যাহাদের সামর্থ্য বা সুযোগ নাই, তাহাদের পক্ষে বিবাহিত হওয়া প্রয়োজন। আবার বিবাহ করিবার পরে মতিচ্ছন্ন স্বামীর সংসর্গ অনেকের পক্ষে পরম দুঃখেরও কারণ ঘটিয়া থাকে, এরূপ দৃষ্টান্ত প্রায় প্রত্যেকের হাতের কাছে রহিয়াছে। এইজন্যই সর্ব্বাগ্রে তোমাদিগকে পরপ্রভুর প্রেমাশ্রয়ী হইতে আমি উপদেশ দেই। ভগবানের প্রেমে যাহার মন মজিয়াছে, তাহার অমঙ্গল কোথাও নাই। তোমরা নামের সেবার মধ্যে দিয়া নিত্যমধুর পরমস্বাদু প্রেমের আস্বাদনে সমর্থ হও, এই আর্শীর্ব্বাদ করি। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৪)

হরি ওঁ

পুপুন্‌কী

৪ঠা আশ্বিন, ১৩৬৮

পরমকল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা,—প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

শিলচরে তুমি আমার সঙ্গে একান্তে দেখা করিবার সহস্র

চেষ্টা করিয়াছিলে কিন্তু আমি সময় দিতে পারি নাই। একে ত' লোকের ভিড়, তদুপরি কন্যা হইলেও মেয়েদের আমি একাকিনী আমার কাছে আসিতে দেই না। ইহা আমার কাজের একটা সাধারণ শৃঙ্খলা। বিদায়কালে অন্য দশ জনের চেয়ে তোমার মুখে আমি গভীরতর বেদনার ছায়া দেখিয়াছি। বিবাহ করিয়া তুমি সুখী হও নাই, স্বামীকে যাহা চাহিয়াছিলে তাহা পাও নাই। বিবাহিত জীবনগুলির ইহা এক অদ্ভুত ট্র্যাজেডি। কিন্তু মা, হতাশ হইয়া যাইও না। পতিরা পত্নীর একমুখিনী সেবা, একাগ্র প্রেম ও একান্ত আনুগত্য দাবী করে কিন্তু নিজেদের মনকে বহুমুখী, আচরণকে নিষ্ঠাহীন ও বাক্যকে অসংযত করিতে কুণ্ঠা বোধ করে না। এই অবস্থায় নিজের দুর্ভাগ্যকে এক কথায় মানিয়া না নিয়া নিজের সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক উভয়বিধ যোগ্যতা বাড়াইবার দিকে লক্ষ্য দেওয়া প্রয়োজন হয়। তুমি আবার পড়া আরম্ভ করিতে পার? নিজ যোগ্যতা বাড়াইবার যতগুলি পথ শিলংএ খোলা আছে, তাহার সুযোগ নিবার অধ্যবসায়ে নামিতে পার? স্বামিসোহাগের লোভ আপাততঃ পরিহার করিয়া নিজেকে যোগ্যতার পরমোৎকর্ষে নিয়া যাইবার চেষ্টা করিতে পার? ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৫)

হরি ওঁ

পুপুন্কী

৪ঠা আশ্বিন, ১৩৬৮

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা,—তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও। আমার স্নেহ, ভালবাসা, আশীর্ব্বাদ সবই প্রাণভরা, মনভরা। এককণা করিয়া দিয়া আমি প্রাণে সুখ পাই না। যাহাকেই স্নেহ দেই, পুরা স্নেহ দেই। সমুদ্র-তুল্য বিশাল স্নেহাম্বুধি আমার উথলিয়া উঠে, যখন আমি মনে ভাবি যে, আমার সন্তানেরা জগতের বুকে মানুষের মত বিচরণ করিবার জন্য প্রয়োজন হইলে প্রাণও দিবে। জীবনের উচ্চ আদর্শ হইতে কখনও ভ্রষ্ট হইও না, আমার এই নির্দ্দেশ সর্ব্বদা মনে রাখিও। মরীচিকা দিকে দিকে, প্রলোভন পদে পদে,—তবু তোমরা কখনও ব্রতভ্রষ্ট হইও না। কুমারীর জীবন দেবীর জীবন, পশুর জীবন নহে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৬)

হরি ওঁ

পুপুন্কী

৪ঠা আশ্বিন, ১৩৬৮

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা,—প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

সঙ্গীয় পত্রগুলিতে যাহাকে যাহা লিখিলাম, তাহা পাঠ করিও

এবং মর্ম্ম অবধারণ করিতে চেষ্টা করিও। অনেকগুলি পত্র এক সাথে দিলাম, যথাপাত্রে দ্রুত বিতরণ করিয়া দিও। পত্র বিতরণ উপলক্ষেও যে তোমাদের পারস্পরিক দেখাশুনা হইবে, ইহাকে সমাজের কুশলে রূপান্তরিত করিতে চেষ্টা করিও। জনসমাজের কল্যাণ ব্যতীত তোমাদের জীবনের আর যে কোনও সার্থকতা নাই, এই কথাটী নিয়ত ধ্যানে রাখিও। লক্ষ লক্ষ শিষ্য দিয়া আমি সম্প্রদায়-পরিপুষ্টি করিতে চাহি না, আমি চাহি বিনীত-হৃদয় সাধক এবং অভিমান-বর্জ্জিত জন-সেবক। আমি নিজে যাহা হইতে আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছি, তোমাদিগকে আমি তাহাই হইতে দেখিতে চাহি। আবাল্য আমি আদর্শের অনুসরণে চেষ্টিত রহিয়াছি, আকৈশোর আমি কিশোর সমাজে ত্যাগ ও ব্রহ্মচর্য্যের ভাব পরিপুষ্ট করিতে শ্রম করিয়াছি আযৌবন আমি অগ্নিগোলককে ক্রীড়াকন্দুক করিয়া চলিয়াছি, জনগণকল্যাণে নিজের হৃৎপিণ্ড ছিঁড়িয়া দিয়া শোণিত-তর্পণ করিবার প্রয়াস পাইয়াছি, আর বর্ষীয়ান এই ক্লান্ত শরীর লইয়া জাতিগঠনের সুমহান্ স্বপ্নে বিভোর হইয়া প্রতিটি মুহূর্ত্ত ব্যয় করিবার চেষ্টা করিতেছি। তোমাদের জীবনে আমার জীবন বিকশিত হইয়া উঠুক, ইহা আমি চাই। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৭)

হরি ওঁ **পুপুন্কী**

৪ঠা আশ্বিন, ১৩৬৮

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা,—প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

কোথাও কোথাও আমাদের কাজ অনেকটা হুজুগ-ঘেঁষা হইয়া যাইতেছে। ইহা লক্ষ্য করিয়া হুজুগের প্রতি নেশা পরিহারের প্রয়োজনীয়তার দিকে আমি তোমাদের সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাহি।

আমি আকৈশোর কিশোর-সমাজে ব্রহ্মচর্য্যের বাণী ছড়াইয়াছি। পত্রে পত্রে আমি কত লক্ষ তরুণের মর্ম্মদেশে উন্নত জীবন-যাপনের অরুণরশ্মি ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছি, তাহার বোধ হয় সংখ্যা কেহ বলিতে পারিবে না। জীবনে যত অর্থ হাতে পাইয়াছি, কেবল ডাক-টিকিটেই খরচ করিয়াছি।

যুবক-সমাজের মধ্যে ব্রহ্মচর্য্য প্রচারের সেই কাজটা এখন স্তিমিত হইয়া পড়িয়াছে। একা আমি হাজার রকমের শ্রমের মধ্যে কতজন নূতন পথিককে পথ দেখাইব? তোমরা যাহারা লেখনী ধরিবার সামর্থ্য রাখ, তাহারা কি এই কাজে মন দিবে? দিবার ইচ্ছা প্রবল হইলে আমাকে জানাইও। আমি তোমাদিগকে অতি

স্বচ্ছ একটী পরিকল্পনা পাঠাইব। যে কাজে মনন করিবে, প্রেমময় মন লইয়া করিতে হইবে। অন্তর খোঁজ, প্রেম আছে কি না।

ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৮)

হরি ওঁ

পুপুন্‌কী

৪ঠা আশ্বিন, ১৩৬৮

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা,—প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

ভিন্ন নারীতে অনুরক্ত স্বামীর সহিত পাশ্চাত্য জগতের মেয়েরা কোনও সম্পর্কই রাখে না। কিন্তু ভারতের আবহাওয়া ভিন্ন। এখানে স্বামীর সহস্র দোষ ক্ষমা করিয়া স্ত্রীরা নীরবে অন্যায় এবং অপমান সহ্য করে। আমি তোমাকে নীরব থাকিতে বলিব না। তুমি বিদ্যার্জ্জন সুরু কর। লেখাপড়া শিখিয়া নিজের পায়ের উপর দাঁড়াইবার যোগ্য হও। কেবল কাঁদিয়া লাভ নাই, চোখের জল মা মুছিয়া ফেল। স্বামী খাসিয়া রমণীর প্রেমমুগ্ধ এবং নিন্দিত-পথাশ্রয়ী, আর শ্বাশুড়ী তাহার সমর্থনকারিণী ও প্রশ্রয়দাত্রী,—এই অবস্থায় তুমি পিতৃগৃহের গলগ্রহ হইয়া কয়দিন থাকিবে? বয়স হইয়াছে হউক, তুমি এই বেশী বয়সেই পড়াশুনা

আরম্ভ কর মা। সময় নষ্ট হইতে দিও না। আজই কাজে লাগিয়া যাও। কেবল হা-হুতাশ করিলে দুঃখের অপনোদন বা দুর্ভাগ্যের অবসান হইবে না। স্বামী বা শ্বাশুড়ীর প্রতি বিদ্বেষ রাখিও না, কিন্তু নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াইবার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্পারূঢ়া হও।

ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৯)

হরি ওঁ

পুপুন্‌কী

৪ঠা আশ্বিন, ১৩৬৮

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা,—প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

অন্তরের ভালবাসাকে কখনো পঙ্কিল হইতে দিও না, যদিও ভালবাসাই জীবনের পরম সম্পদ। পশুরও ভালবাসা আছে কিন্তু তোমার ভালবাসা তাহার ঊর্দ্ধস্তরে বিরাজ করিবে। মানুষ-মাত্রেই ভালবাসে, তাই সে মানুষরূপে বাঁচিয়া আছে কিন্তু তোমার ভালবাসা তাহারও স্তর ভেদ করিয়া ঊর্দ্ধগামী হইবে। দেবতারাও ভালবাসে, কিন্তু পুরাণের দেবতারা ভালবাসাকে তাহার যোগ্য মর্য্যাদায় সকলেই রাখিতে পারিয়াছেন বলিয়া পুরাণোক্ত কাহিনী পাঠে মনে হয় না। তোমার ভালবাসা তাহার ঊর্দ্ধে যাইবে।

ভালবাসাই দেবত্ব, দেবত্বের অর্থ নিষ্কলুষ সর্ব্বজীবকল্যাণকারিত্ব। কুমারীই যদি থাকিতে চাহ, তাহা হইলে এই কথাগুলি কখনও ভুলিও না।

সামান্য স্কুল-মাষ্টারী করিয়া কত আর কি করিবে? নিজের যোগ্যতা বাড়াইবার কাজে লাগ মা। আরও বিদ্যা অর্জ্জন কর। আরও কৃতিত্ব সঞ্চয় কব। দেশ, সমাজ ও জগতের কাছে আরও প্রয়োজনীয় হও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২০)

হরি ওঁ

পুপুন্‌কী

৫ই আশ্বিন, ১৩৬৮

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা,—তোমরা সকলেই আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

অদ্য চিকিৎসকের উপদেশ নিবার জন্য কলিকাতা যাইতেছি। ৫/৭ দিনের মধ্যে পুপুন্‌কী ফিরিব। গতকল্য আমি শিলং মণ্ডলীর কর্ম্মকর্ত্তাদিগকে একখানা বিস্তারিত পত্র লিখিয়াছি। তাহাতে আমার এবারকার গুরুতর ও অপ্রত্যাশিত পীড়ার সংবাদ দিয়াছি। আমি সত্যই পীড়িত হইয়াছিলাম কিন্তু এখন শরীরের উপর

কোন সঙ্কট নাই। তবে সাবধানতার প্রয়োজন আছে। দীর্ঘকাল আমি অত্যধিক পরিশ্রম করিতে বা অনিয়ম সহিতে পারিব না। আমার জন্য তোমরা কেহই চিন্তিত হইও না। প্রত্যেকে নিজ নিজ স্থানে আমার শরীরের সুস্থতার জন্য ভগবানের চরণে প্রার্থনা করিয়াছ জানিয়া আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি। তোমাদের প্রেম তোমাদিগকে অমিতশক্তিশালী করিবে।

মঙ্গলবাঁধের কাজ আশানুরূপ অগ্রসর হয় নাই, যদিও যেটুকু হইয়াছে, সেইটুকুই যে-কোনও লোকের নয়নকে বিস্ময়ে ভরিয়া দিতে পারে। মঙ্গলবাঁধের কাজ উপযুক্ত অবস্থায় আসিয়া না পৌঁছানোর দরুণ আমি মনে মনে দ্বিধার সহিত ভাবিতেছিলাম যে, কোজাগরী পূর্ণিমায় সকল অখণ্ডদের লইয়া মিলনোৎসব করা কি সম্ভব হইবে? আমার সকল দ্বিধাকে আমার অসুস্থতা হরণ করিয়া লইল। ইহাই স্থির হইল যে, কোজাগরী পূর্ণিমায় আমরা পুপুন্‌কীতে আসিব না। ইতিমধ্যে মঙ্গলবাঁধের কাজ যে ভাবে যতটুকু সম্ভব, চলিতেই থাকিবে, এই কাজকে বন্ধ হইতে দেওয়া উচিত হইবে না।

কলিকাতায় যে দিন আমি খুবই পীড়িত হইয়া পড়ি, ঠিক সেই দিনই পুপুন্‌কী হইতে এক টেলিগ্রাম আমার নামে কলিকাতায় পৌঁছিয়াছিল। Mangal Bundh in danger, your presence urgently and immediately necessary. আমার রওয়ানা হওয়া সম্ভব হয় নাই। আমি কার্য্যোপলক্ষে কলিকাতা-গত শ্রীমান

নিত্যসুন্দরকে সকল কাজ ফেলিয়া রাখিয়া অবিলম্বে পুপুন্‌কী ফিরিতে বাধ্য করিয়াছিলাম। ছয় সাত শত টাকা খরচে তৎকালোচিত যে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছিল, তাহাতে এই বৎসরের মত বিপদ পার করা যায়। আমরা যদি যোগ্যভাবে কাজ চালাইয়া যাইতে পারি, তাহা হইলে আগামী বর্ষার আগে নিশ্চয় ভাঙ্গিয়া যাইবার ভয় ও তৎসম্ভাবনা শতাব্দী কালের জন্য দূর হইয়া যাইবে, এরূপ আশা করিতে পারি। তোমরা কেহ কেহ ধারাবাহিক ত্যাগ স্বীকার করিয়া কাজকে চালু রাখিবার জন্য চেষ্টা করিয়া আসিতেছ। তোমাদের এই প্রাণময় দরদের প্রশংসার ভাষা নাই। কিন্তু সামগ্রিক ভাবে তোমাদের ভিতরে এই বিষয়ে কোনও উদ্দীপনাই সৃষ্ট হয় নাই। যত দ্রুত এই অতীব সুন্দর জিনিষটির নির্ম্মাণ শেষ হইবার সম্ভাবনা ছিল, মঙ্গলবাঁধ তত দ্রুত নির্ম্মিত হইতে পারে নাই। তবু তোমাদের একবার মঙ্গল-সাগর দেখিয়া যাইবার প্রয়োজন আছে। এখানে আসিলে তোমাদের আত্মশ্রদ্ধা জাগিবে, তোমাদের আত্মশক্তিতে বিশ্বাস আসিবে, তোমাদের নিজেদের পৌরুষ এবং যোগ্যতা সম্বন্ধে তোমাদের উন্নততর ধারণা জন্মিবে। ইহা যে তোমাদের পক্ষে কত বড় লাভ, তাহা এখানে না আসিলে তোমরা বুঝিবে কি করিয়া? এই জন্যই আমি ইচ্ছা করিতেছি যে, মঙ্গলবাঁধের অত্যাবশ্যকীয় কাজগুলি হইয়া যাইবার পরে তোমরা অবশ্যই

একবার সকলে মিলিয়া এখানে বসিয়া তোমাদের ভাবী কর্ম্মপন্থা সম্পর্কে চিন্তা কর।

পুত্রকন্যাদের শিক্ষা সম্পর্কে আমার একটি অতি গভীর ধ্যান আজ চৌত্রিশ বৎসর ধরিয়া চলিতেছে। তাহা এই যে, (ক) আক্ষরিক শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে চরিত্রের শিক্ষা সম্ভব, (খ) শিক্ষার্জ্জন-কালে নিতান্ত নিরীহ বালকও শিক্ষার বিঘ্ন না করিয়া এতটা পরিমাণ উপার্জ্জন করিতে পারে, যাহাতে শিক্ষার্জ্জনের জন্য আবশ্যকীয় ব্যয়ের অধিকাংশ চাপ সে তাহার পিতামাতার স্কন্ধ হইতে তুলিয়া আনিতে পারে, (গ) যে-কোনও প্রকারে পেট চালাইবার জন্যই শিক্ষা লাভ না করিয়া শিক্ষার গুণে প্রচুর উদরান্ন সংগ্রহের সঙ্গে সঙ্গে পরহিতের জন্য জীবন গঠন করা যাইতে পারে। আমার ধ্যান এই যে, কাব্য, সাহিত্য, শিল্পে অসাধারণত্ব অর্জ্জন করিলেই মানুষ প্রকৃত মানুষ হইল না, তাহাকে সমাজের সর্ব্বস্তরের লোকের অন্তরের শুদ্ধতাবৃদ্ধি ও উন্নয়নের কাজে নিয়ত লিপ্ত থাকিতে হইবে এবং তাহা তাহার আয়ত্ত-ব্যাপার। শিক্ষা যদি দিতে হয়, মনুষ্য-সন্তানকে এই শিক্ষাই দিতে হইবে।

তরুণ কৈশোর হইতে আমি বালকদের মধ্যে ব্রহ্মচর্য্যের প্রচার করিয়া আসিয়াছি। কর্ম্মজীবনে আমি স্বাবলম্বনের মহিমা প্রতিষ্ঠিত

করিতে চেষ্টা করিয়াছি। ধর্ম্মজীবনে আমি সর্ব্বমানবের একত্ব ও মহত্ত্ব স্বীকার করিয়াছি। এই তিনটি সাধনার নিশ্চয়ই একটি ত্রিবেণী-সঙ্গম আছে। তোমরা আমার চিন্তা ও বাণীর সহিত নিজেদের পরিচয়কে ঘনিষ্ঠ কর নাই বলিয়া সেই ত্রিবেণী-সঙ্গমের জলকল্লোল শুনিতে পাইতেছ না। এই জন্যই আমি তোমাদের প্রতিজনকে বারংবার বলিতেছি যে, আমার রচনার সহিত তোমরা ঘনিষ্ঠ পরিচয় স্থাপন কর।

আসামের দাঙ্গার পর আসামের প্রায় সর্ব্ব স্থানেই তোমরা যেন মৃতবৎ অসাড় হইয়াছ। তোমাদের মধ্যে অনেক কর্ম্মী-পুরুষের মস্তকোত্তোলন লক্ষ্য করিতেছিলাম। কিন্তু এখন অবস্থার এক অপ্রত্যাশিত এবং অনুচিত পরিবর্ত্তন দেখিতেছি। সমাজের এক গুরুতর বিপদের দিনে আমি বারংবার নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া আসামে ভ্রমণ করিয়া বিপুল গণচেতনার উন্মেষ-সাধন করিয়াছিলাম। আমার সমান শ্রম ও ক্লেশস্বীকার ইহার পূর্ব্বে সমাজের জন্য আসামে গিয়া অন্য কোনও বাঙ্গালী করেন নাই। আজ সেই আসামের পুত্র-কন্যা-গণের অবসাদগ্রস্ততা দেখিয়া মনে বড়ই বিষাদের উদয় হইতেছে। তবে, বিশ্বাস রাখি যে, ইহা সাময়িক।

ভারতের যেখানে তোমরা যে অবস্থায় আছ, তাহাদেরই এখন প্রচার এবং সংগঠনে মন দেওয়া কর্ত্তব্য। মঙ্গলবাঁধ সম্পূর্ণ

হইবার আগে পর্য্যন্ত ত' আমি ইচ্ছানুযায়ী প্রচার-কার্য্যে মনোনিবেশ করিতে পারিতেছি না। আমি যদি সুস্থ থাকিতাম, তথাপি মঙ্গলবাঁধের বিপজ্জনক অবস্থা পার করিতে না পারা পর্য্যন্ত ভ্রমণে বাহির হইতাম না। আমাকে দিয়াই সমগ্র পৃথিবীতে আদর্শ প্রচার করাইতে হইবে, এই অনুচিত কল্পনা ছাড়িয়া দিয়া তোমরা প্রত্যেকে প্রতিস্থানে নিজ নিজ প্রতিবেশীর মধ্যেই কাজ সুরু করিয়া দাও। ভুলিয়া যাইও না যে, যে সময়টুকু চলিয়া যাইতেছে, তাহা জীবনে আর ফিরিয়া আসিবে না।

তোমরা প্রত্যেকে সাধন-পরায়ণ হও। অসাধনে থাকিলে জীবনে মহৎ কর্ম্মের রুচি বা যোগ্যতা কোনটাই আসিতে পারে না। প্রতিজনে প্রতিজনকে সাধনের উৎসাহ দিতে থাক। একে অন্যকে দিব্য জীবনের প্রতি আকর্ষণ কর। কেবল লাব্‌ড়া আর খিচুড়ীতেই যেন তোমাদের দামী জীবনের শ্রেষ্ঠ উৎসাহ ব্যয়িত হইয়া না যায়।

আমার যে-কোন পত্রের নকল যাহার হস্তে যখন পতিত হউক, তোমরা প্রতিজনে শত শত জনকে আমার সেই পত্রগুলি পাঠ করিয়া শুনাও। নিজেদের মধ্যে পত্রের বিষয়গুলি নিয়া আলোচনা কর। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(২১)

হরি ওঁ

পুপুন্‌কী
৪ঠা আশ্বিন, ১৩৬৮

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা,—তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা আশিস জানিও।

সম্প্রতি আমার নিকটে আমার স্বাস্থ্যের সংবাদ জানিবার জন্য এত অধিক পত্র এবং টেলিগ্রাম আসিতেছে যে, আমি তাহা পড়িয়াই কুল পাইতেছি না। আমার জন্য সকলের এত দরদ ও ভালবাসার পরিচয় পাইয়া আমি মুগ্ধ, কিন্তু আমার মনে হয়, এই সকল পত্রের জবাব দিবার চেষ্টা করিতে গেলে যে শ্রম হইবে, তাহাতে আমি আরও পীড়িত হইয়া পড়িব। সুতরাং আমার এই পত্রের অনুলিপি যে যেখানে পাও, সকলেই অতি অবশ্য চতুর্দ্দিকস্থ সকল অখণ্ডকে জানাইয়া দিও যে, আমার শরীর উন্নতির দিকে এবং আমার জন্য গুরুতর ভাবে দুশ্চিন্তা করিবার কারণ নাই। নিজের শরীরের প্রকৃত অবস্থাটা এবার আমি এত স্পষ্ট ভাবে বুঝিয়াছি যে, আমার যে এখন পূর্ণ বিশ্রামে থাকিয়া স্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধারের চেষ্টা প্রয়োজন, এই বিষয়ে চিকিৎসক বা হিতৈষীদের কোনও পরামর্শের আর প্রয়োজন নাই। সত্যই এবার আমার শরীরের অতি গুরুতর অবস্থা হইয়াছিল এবং কোনও কারণে

জানিয়া শুনিয়া শরীরকে এই অবস্থার সম্মুখীন হইতে দেওয়া দ্বিতীয়বার উচিত হইবে না।

দ্বিবৎসধি কাল যাবৎ আমি বাধ্য হইয়া সতর্ক ভাবেই কাজ করিতেছি, তবু মঙ্গলবাঁধের ব্যাপারে আমাকে কল্পনাতীত অনিয়মও করিতে হইয়াছে। এই ক্লান্ত শরীর নিয়া ভ্রমণ করা শক্ত কাজ, তবু জরুরী প্রয়োজনে এবার একটি বিদ্যুৎগতি ভ্রমণ-তালিকা দক্ষিণ-ত্রিপুরার জন্য করিতে হয়। এই ভ্রমণে শরীরের উপরে কি চোট পড়িতে পারে, সেই বিষয়ে আমার সুস্পষ্ট ধারণা ছিল। তবু খুব অল্প সময়ের জন্য রাধাকিশোরপুরে ও সাব্রুমে বিশ্রামের একটি কল্পনা রাখিয়াছিলাম। কিন্তু সাব্রুমের ও রাধাকিশোরপুরের বিশ্রামটুকুও ছয়টি গ্রাম মিলিয়া কাড়িয়া নিল। পার্ব্বত্য দুর্গমপথে কাদায় বৃষ্টিতে ভিজিয়া ভ্রমণ করিতে করিতে যদি জিপ হইতে নামিয়া একটু জিরাইবার ফুরসুৎ না পাওয়া যায়, শরীর সহিবে কেন? লক্ষ্য করিয়াছি, আমার কোন ভ্রমণ-তালিকাতে কোথাও এক কণা বিশ্রামের সুযোগ আছে দেখিতে পাইলেই আমার প্রিয় ভক্তেরা সেই সময়টুকুকে কাড়িয়া নিতে চাহেন। তাই গত কয়েক বৎসর ধরিয়া আমাকে বাধ্য হইয়া খুব আটাসাটা প্রোগ্রামের মধ্যে কাজ করিয়া কেবল আয়ুক্ষয় করিতে হইয়াছে। যেখানে কোনও সংগঠন নাই, কোনও কাজ পূর্ব্ব হইতে করিয়া রাখা হয় নাই, এমন কি মণ্ডলী পর্য্যন্ত করা হয় নাই, কাহার বাড়ী আমি উঠিব, তাহার পর্য্যন্ত স্থিরতা নাই, যেখানে খুব কম লোকই

আমার ভাব ও আদর্শের সহিত কর্ম্মীদের চেষ্টায় পূর্ব্ব হইতে পরিচিত হইয়া আছে, এমন স্থানেও জোর করিয়া আমাকে গাধা-খাটুনি খাটিবার জন্য টানিয়া নেওয়া হয়, যদি কোনও প্রকারে আমার প্রোগ্রামের মধ্যে এক কণা অবসরের ফাঁক খুঁজিয়া বাহির করা যায়। আমার এবারকার গুরুতর স্বাস্থ্যভঙ্গ একমাত্র সেই কারণেই ঘটিয়াছে, এবং আমি অনুভব করিতেছি যে, এরূপ অবস্থা দ্বিতীয়বার ঘটিলে এই শরীর ক্ষণকালের মধ্যে পঞ্চভূতে মিশিয়া যাইবে। এই কারণে আমি কাহারও মনে বেদনা দিবার ইচ্ছা না রাখিয়াও তোমাদের সকলকে জানাইতে চাহি যে, আমার তৈরী ভ্রমণ-তালিকা যতই অবিজ্ঞজনোচিত হউক, তোমরা কেহই ভবিষ্যতে তাহার মধ্যে এক কণা নূতন শ্রম বা অভিনবত্ব প্রবেশ করাইবার চেষ্টা করিও না। এবার তোমাদের আসল মূলধন নষ্ট হইতে চলিয়াছিল। এই কথাটী শুনিবার পরেও যাহাদের বিবেচনা আসিবে না, তাহারা সত্যই দয়ার পাত্র।

১৬ই আগষ্ট দমদম্ বিমানঘাটিতে নামিবার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে আমি আমার শরীরের উপরে প্রভুত্ব হারাই। আমাকে কয়েকটি সপ্তাহে দৈনিক ১৪ ঘণ্টা করিয়া বাধ্যকর নিদ্রায় থাকিতে হইয়াছে। এখন ক্রমশঃ আমার শরীর সবলতর হইতেছে বটে কিন্তু কোনও কঠিন শ্রম আমি দীর্ঘকাল করিতে পারিব না, ইহা সুস্পষ্ট। সুতরাং বড়ই অনিচ্ছায় আমি বাধ্য হইয়া ঘোষণা করিতেছি যে, আগামী কোজাগরী পূর্ণিমায় পুপুন্‌কী মঙ্গলসাগরের তীরে যে অখণ্ড

মহাসম্মেলন হইবার কথা ছিল, তাহা নিতান্তই অপ্রত্যাশিত ভাবে বাতিল হইয়া গেল। ইহাতে কত জনের যে মনোভঙ্গ ঘটিয়াছে, বলিবার নহে। কতজন ঐ সময়ে পুপুন্‌কী আসিবার জন্য যোগাড়-যন্ত্র করিতেছিল, ছুটির আবেদন করিয়াছিল, এমন কি উৎসবের প্রদর্শনীতে দিবার জন্য শিল্পদ্রব্য পর্য্যন্ত প্রস্তুত করিতেছিল,—তাহাদের সকলের আশাভঙ্গ হইল

যাহা হউক, মঙ্গলবাঁধকে যদি তাহার নিরাপদ অবস্থায় নিয়া ফেলিতেপারি, যদি কোনও কারণে তাহার কাজ বন্ধ হইয়া না যায়, তাহা হইলে এবং আমার শরীর যে ভাবে ক্রমশঃ সুস্থ হইতেছে, সে ভাবে ক্রমশঃ সুস্থ হইলে মঙ্গলসাগরের তীরে তোমরা এক সময়ে মিলিত হইলেও হইতে পার। যথাকালে চূড়ান্ত সংবাদ জানিতে পারিবে।

এই প্রসঙ্গে তোমাদের জানাইতে চাহি যে, আমার প্রবর্ত্তিত উৎসবগুলি কোনদিনই হুজুগের রূপান্তর হয় নাই। সেগুলি নব প্রেরণা, নব উদ্দীপনা, নবীন জাগৃতি দিয়াছে এবং ভবিষ্যতেও দিবে। বৃহত্তর কর্ম্মের সোপানরূপে তোমরা উৎসবগুলিকে গ্রহণ করিও।

চতুর্দ্দিকে তোমাদের হাজার হাজার ভ্রাতা-ভগিনী পরস্পরের কাছ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া রহিয়াছে। তাহাদের খুঁজিয়া একত্র কর। দীক্ষা নিবার পরে ছেলেমেয়েগুলি যে সাধন করে না, এই লজ্জাজনক অবস্থাটির তোমরা প্রতিকার কর। নূতন দীক্ষার্থী হইয়া

যাহাদের আসিবার সম্ভাবনা আছে, তাহাদিগকে আমার ভাব এবং আদর্শের সহিত পরিচিত কর।

তোমরা প্রত্যেকে সাধনপরায়ণ হও। অল্পবয়স্কদের মধ্যে সংযম ও ব্রহ্মচর্য্যের ভাব প্রচারে প্রতি জনে আগ্রহী হও। এই কাজটি পরিচালনা করিবার জন্য সর্ব্বত্র একটি করিয়া সংগঠন স্থাপন একান্ত প্রয়োজন। বিবাহের বয়স না হইতেই ছেলেমেয়েরা নানা কুক্রিয়ায় আসক্ত হইতেছে, এই পাপ হইতে দেশকে তোমরা রক্ষা কর। আমি গুরুগিরি করিয়া যশস্বী হইতে চাহি না। আমি চাহি, তোমরা প্রতি জনে দেশের আবহাওয়া শুদ্ধতর করিবার জন্য চেষ্টিত হও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২২)

ওঁ শ্রীগুরু

পুপুন্‌কী

৫ই আশ্বিন, ১৩৬৮

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা,—তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

অদ্য আমি শরীর-সম্পর্কে চিকিৎসকের পরামর্শ নিবার জন্য, বিশেষ করিয়া হৃৎপিণ্ডের একস্-রে এবং কার্ডিওরেডিওগ্রাফ

করাইবার জন্য কলিকাতা যাইতেছি। চিকিৎসকের উপদেশ নিয়া ৫/৭ দিন পরে পুপুন্‌কী ফিরিব। পুপুন্‌কী না ফিরিয়া উপায় নাই, কারণ মঙ্গলবাঁধের অত্যাবশ্যকীয় অনেকগুলি কাজ এবারও বর্ষার আগে শেষ হয় নাই। এই দুরন্ত ব্যয়সাধ্য বিরাট কাজটীর গুরুতর অংশ আগামী বর্ষার পূর্ব্বে শেষ করিতে হইলে এখনই পূর্ণ উদ্যমে কাজ চালু রাখা প্রয়োজন। তাই আমাকে আসিতেই হইবে। তবে আগের মত শ্রম করিবার ক্ষমতা এবারকার ১৬ই আগষ্টের অসুখের পরে স্বভাবতই লোপ পাইয়াছে। এখন আমাকে নিজের শরীরের উপর হইতে চোট বাঁচাইয়া কাজ করিতে হইবে।

মঙ্গলবাঁধের কাজ আর এক কারণেও বন্ধ রাখা চলে না। এখন বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছে, তাই স্থির মস্তিষ্কে কাজ করা সম্ভব। হঠাৎ জলোচ্ছ্বাসের ভয় দেখা যায় না। চারিদিকে সরকারী কাজ লাগিয়া গিয়াছে। আমরা আমাদের কাজ চালু না রাখিলে সব কুলী-কামিন সেই সকল দিকে ভিড়িয়া যাইবে। তখন আবার সাধ্যসাধনা করিয়াও কুলী-মজুর পাওয়া যাইবে না। কাজ এখন অর্থাভাব সত্ত্বেও জোর করিয়া চালুই রাখা হইয়াছে কিন্তু কাজ যাহাতে হঠাৎ বন্ধ না হইয়া যায়, তাহার ব্যবস্থা আশু-প্রয়োজনীয় হইয়াছে।

আর একটী কারণও আছে। আমার ১৬ই আগষ্টের পীড়ার দরুণ আর কোজাগরী পূর্ণিমার অখণ্ড মহাসম্মেলন এবার

পুপুন্‌কীতে হইবে না। কারণ মঙ্গলবাঁধের এমন কতকগুলি কাজ আছে, যাহা না হইয়া যাওয়া পর্য্যন্ত তোমাদের পুপুন্‌কীতে আসিয়া মিলিত হওয়ায় কোনও লাভ নাই। সেই কাজগুলিও ইতিমধ্যে শেষ করিয়া ফেলিতে হইবে। শরীরের অবস্থার দরুণ এখন আর আমি কিছুকাল তোমাদের এই কথা শুনাইতে পারিব না যে, যেমন করিয়া হউক, কাজ চালু রাখিবই। এবারকার অসুখে তোমাদের সংঘের প্রাণকেন্দ্র ধরিয়া টান পড়িয়া গিয়াছিল, হয়ত তোমাদের সংঘের জীবন্ত মূলধনটী চিরতরে হারাইয়া যাইতে পারিত। তাই আমি বেশ কিছুকাল শরীর বাঁচাইয়া কাজ করিব। আমার পরিশ্রমের পরিমাণ কমাইয়া দিলাম বলিয়া তোমরা আমার উপরে কেহ রাগ করিও না।

তোমাদের পুত্র-কন্যারা, তোমাদের আত্মীয়-পরিজন, তোমাদের বন্ধু-বান্ধব-হিতৈষীরা অখণ্ড-আদর্শের প্রতি আগহ-শীল ও অনুরাগী হইয়া আগাইয়া আসিতেছে না। এই একটা লক্ষণ আমি কিছুকাল ধরিয়া তোমাদের কাজ কর্ম্মগুলির মধ্যে লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি। দুই একটী স্থান ব্যতীত প্রায় সর্ব্বত্র তোমাদের যাবতীয় চেষ্টার ভিতর হইতে আন্তরিকতা অন্তর্হিত হইয়াছে এবং হুজুগ প্রাধান্য নিতেছে। ব্যক্তিগত যশঃপ্রতিষ্ঠার প্রতি লক্ষ্য কমাইয়া সকলের মধ্যে নেতৃত্ব-চেতনা ও সেবকত্বের ব্যাকুলতা যুগপৎ জাগাইয়া তুলিতে পারিলে তোমরা অতি অল্প সময়ের মধ্যে ঘরে ঘরে নবজীবন লাভের আগ্রহকে

উদ্দীপিত করিতে পারিবে। তোমাদের যাবতীয় আধ্যাত্মিক কৃতিত্ব তোমাদের বংশধারা বাহিয়া প্রবাহিত হওয়া প্রয়োজন, এই বোধ তোমাদের জাগা উচিত। সকলেই গতানুগতিক হইয়া পড়িতেছে, পূর্ণ শক্তি, পূর্ণ উৎসাহ নিয়া প্রত্যেকটী প্রাণী নিজ নিজ পুত্রকন্যাদের সমভিব্যাহারে আত্মগঠন, প্রচার এবং সংগঠন কার্য্যে লাগিয়া যাইতেছ না। এই অবস্থা স্রোতস্বতীর বেগবতী ধারার নহে, ইহা বদ্ধ জলার অবস্থা। তোমাদের এই অবস্থার প্রতীকার প্রয়োজন।

*　　*　　*　　*

তোমাদের হাজার হাজার গুরুভাই গুরুভগিনী মণ্ডলীগুলি হইতে দূরে দূরে সরিয়া আছে। তোমরা তাহাদিগকে টানিয়া কাছে আন। তোমরা তাহাদের দূরত্ব দূর করিয়া দাও। তোমরা তাহাদের সঙ্কোচের বাঁধ ভাঙ্গিয়া দাও। তোমরা তাহাদের অবসাদ ও উদাসীনতা অপনোদিত কর। তোমরা তাহাদিগকে তোমাদের নিবিড় আত্মীয় করিয়া তোল। তোমরা তাহাদের প্রতি জনকে তোমাদের নিজ নিজ অন্তরের উদ্দীপনা দ্বারা প্রভাবিত কর। তোমরা তোমাদের অভিমান ও ঔদ্ধত্য পরিহার করিয়া তাহাদের অভিমান ও ঔদ্ধত্য নাশ কর। কত স্থানে কত কত অখণ্ড একা একা পড়িয়া আছে। একাকিত্বের ফলে তাহাদের কাহারও কাহারও দিগ্‌ভ্রম হইতেছে, কাহারও কাহারও আদর্শচ্যুতি ঘটিতেছে। তাহাদের চারিদিকে হাজার হাজার সমভাবের ভাবুক সৃষ্টিকরিয়া

তোমরা তাহাদের দিগ্‌ভ্রম ও আদর্শচ্যুতি নিবারণ কর। কত জন দীক্ষা নিয়াও দীক্ষার মর্ম্ম অনুধাবনের চেষ্টা করিল না, সাধন করিল না, আমার চেষ্টা, চিন্তা ও আদর্শের সহিত পরিচয়-স্থাপনের কোনও চেষ্টা করিল না। তাহাদের প্রত্যেককে বন-জঙ্গল, কানন-কান্তার, পর্ব্বত- মরুভূমি খুঁজিয়া খুঁজিয়া বাহির করিয়া আন। আর কাহাকেও "একাচোরা" হইয়া থাকিতে দিও না। কলিতে সঙ্ঘশক্তিই শক্তি। তোমরা সকলকে সঙ্ঘের সহিত সংযুক্ত করিবার জন্য চেষ্টাপরায়ণ হও।

আমি চিরকাল ভবিষ্যতের স্বপ্নেই বিভোর হইয়া চলিয়াছি। তাহারই জন্য আমি উড়িষ্যার সুখিন্দায়, কুমিল্লার রহিমপুরে, মানভূমের পুপুন্‌কীতে এবং আরও কত কত স্থানে নিদারুণ অনশন-ক্লেশ সহ্য করিয়াও কাজ করিয়া গিয়াছি। আমার জীবনব্যাপী আচরিত সেই শৌর্য্য তোমাদের প্রতিজনের জীবনে কেন জাগিবে না, ইহাই ত' আমি বুঝিতেছি না। কেন তোমাদের পৌরুষ চরিদিকে সহস্র নেত্রের বিস্ময় আকর্ষণ করিবে না? কেন তোমরা প্রতিজনে এক একটা জীবন্ত আগ্নেগিরির মত চারিদিকে উত্তাপ বিকিরণ করিবে না, ইহা আমাকে বলিতে পার?

এই পত্র মাত্র সাড়ে সাতশত অখণ্ড ও অখণ্ড-মণ্ডলীর নিকটে যাইতেছে। যাহার নিকটে যখন আমার যেই পত্রের অনুলিপি যাউক, তখনই সে তার স্থিতিস্থানের চারিদিকস্থ দশ মাইলের মধ্যবর্ত্তী প্রত্যেকটী করিয়া অখণ্ডকে সেই পত্রখানা পাঠ করিয়া

শুনাইবে, এতটুকু সেবার প্রত্যাশা কি আমি তোমাদের নিকটে করিতে পারি না? এতটুকু সহায়তা তোমরা কি আমাকে দিতে পার না? যাহারা তোমাদের মুখের কথায় বিচলিত হয় না, হয়ত তাহারা আমার লেখনীর দুইটী আখরে পরিবর্ত্তিত হইবে। আর যদি দুর্ভাগ্যবশতঃ এমনও দেখা যায় যে, ইহারা আমার কথাগুলি শুনিতে আগ্রহী নহে, তাহা হইলেও জোর করিয়া ইহাদিগকে আমার প্রত্যেকটী পত্রের প্রত্যেকটী কথা শুনাইতে হইবে। এই লেখনীর পত্রাবলি আর কয় দিন তোমরা পাইবে বলিয়া আশা কর? আজ যাহার পত্রগুলি শুনিতে তোমাদের বিরক্তি বোধ হয়, কাল, পরশ্ব বা তার পরের কোনও একদিন তার এই লেখনী স্তব্ধ হইয়া যাইবে। তখন আর মাথা-কপাল খুঁড়িলেও এই হস্তের একটী অক্ষর পাইবে না।

অবশ্য, তাই বলিয়া মনে করিও না যে, আমি জীবন ভরিয়া যত কথা কহিয়াছি, তাহা মিথ্যা হইয়া গিয়াছে। আমার বাঙ্ময়ী মূর্ত্তিটী "অখণ্ড সংহিতা"তে রহিয়া গিয়াছে। আমার সেই অবিনশ্বর মূর্ত্তি ধ্বংস হইবার নহে। আমার শাশ্বতী প্রেরণা ইহার মধ্য দিয়াই জগতে থাকিয়া যাইবে।

প্রত্যেকে নিজ নিজ ব্যক্তিগত উপাসনা নিয়মিত করিও। প্রতিবেশীদের ঘরে ঘরে অখণ্ড-সংহিতা পাঠ করিয়া শুনাও। সকল ওজর, সকল অজুহাত বিসর্জ্জন দিয়া একবাক্যে গুরুর আদেশ পালন কর। পুত্রকন্যাগুলিকে প্রাণপণে অখণ্ড-আদর্শে

গড়িয়া তোল। নিজ নিজ আত্মীয়-পরিজনদের ভিতরে যত অধিক সংখ্যক লোককে পার, অখণ্ড আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট কর। হরিওঁ-নাম-কীর্ত্তনের বিরাট বিরাট শোভাযাত্রা করিয়া নগর-গ্রাম মথিত কর, নাস্তিকদের কর্ণে ভগবানের নাম প্রবেশ করাও। স্বার্থদগ্ধ তাপতপ্ত দুঃখপীড়িত এই পৃথিবীকে স্বর্গের আনন্দে, তৃপ্তিতে, সুষমায় ভরিয়া ফেল। যাহারা এক এক স্থানে একাকী পড়িয়া আছ, তাহারাও হাল ছাড়িও না। উৎসাহ লইয়া কাজে লাগ। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(২৩)

ওঁশ্রীগুরু কলিকাতা
১০ই আশ্বিন, ১৩৬৮

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা,—প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

যে লোকটী এক হাটু কাদার মধ্য দিয়া দুর্গম পথে জীপ চালাইয়া তাড়াহুড়া করিয়া তোমার বাড়ী আসিল, যাঁহাকে অতি গুরুতর এক ব্যাপারের মীমাংসা করিয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ফিরিয়া যাইতে হইবে সেই দুর্গম পথেই জীপ হাঁকাইয়া, সে ধীর সুস্থির ভাবে তোমাদের জনে জনে ডাকিয়া নাম ধরিয়া সম্বোধন

করিয়া আদর করিয়া স্নেহ-ভাষণ বর্ষণ করিয়া গেল না বলিয়া অভিমান করা এক প্রকারের মূর্খতা। বল ত' মা, মুনি, ঋষি, যতি, ব্রতী, সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারীরা কি গায়ে ধরিয়া বা বুকে টানিয়া কোনও কন্যাকে আদর করেন? তাঁহাদের আদর তাঁহাদের স্নেহদৃষ্টিতে, যেই দৃষ্টি লোকের অন্তস্থলের প্রচ্ছন্ন পাপকেও বিনষ্ট করে, যেই দৃষ্টি দৃষ্ট পুরুষ বা নারীর দেহ-মনের প্রতি অণুতে, রেণুতে, প্রতি পরমাণুতে, প্রতি তরঙ্গে, প্রতি হিল্লোলে স্বর্গীয় সুধা প্রবেশিত করিয়া দেয়, মৃত্যু, পতন, ধ্বংস ও ক্ষয় নিবারণ করে। আমি ত' মা আমার দৃষ্টি দ্বারাই নিয়ত তোমাদের শত শত জনের জীবনের আমূল পরিবর্ত্তন-সাধন করিয়া আসিয়াছি। আমাকে তোমরা একজন সাধারণ গুরুদেবের মত অতিশয় জড়, অতিশয় মূঢ়, অতিশয় স্থূল আচরণের দ্বারা স্নেহ প্রকাশ করিতে দেখিতে চাহ কেন? এতকাল ধরিয়া যে শিক্ষা আমি তোমাদের দিয়া আসিতেছি, তাহার মূলসূত্রটী তোমরা শক্ত করিয়া ধর। আমার সন্তানকে কোনও অবস্থাতেই আমি পরিহার করি না। মুখের ভাষায় অনেকগুলি অন্তরের কথা বলিলাম না বলিয়া কি করিয়া যে তুমি ধরিয়া লইলে যে তোমার প্রতি আমার সুনিবিড় স্নেহ কমিয়া গিয়াছে, ইহা ভাবিয়াই আশ্চর্য্য বোধ করিতেছি। তোমাদের মনের ভ্রান্ত ও গ্রাম্য ভাবগুলি তোমরা দূর করিয়া দাও। গুরু অন্তর্য্যামী, অন্তরবিহারী, সর্ব্বান্তঃকরণ-প্রভু দিব্য পুরুষ। তিনি নিজের স্নেহকে অন্তরের দ্বারাই শিষ্য-শিষ্যাদের মধ্যে বিস্তারিত করিয়া

থাকেন। সাধারণ মানুষ যে ভাবে স্নেহ দেখায় বা জীবজন্তুর মধ্যে স্নেহ দেখাইবার যে সকল রীতি আছে, সেই সকল রীতি লৌকিক ভাবে সত্যই স্নেহ-প্রকাশক হইলেও সিদ্ধগুরু, দিব্যগুরু, নিত্যগুরু তাহা অনুসরণ করিবার প্রয়োজন বোধ করেন না। তোমরা আমাকে কেবলই একটা রক্তমাংস-দেহধারী বলিয়া মনে করিও না। আমি তাহা ত' বটেই, কিন্তু তাহা অপেক্ষাও অনেক-কিছু বেশী, তাহার চেয়েও অনেক যোজন ঊর্দ্ধে। আমাকে যে বিশ্বাস করে, সে আমার এই কথার তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিবে।

তোমার যতগুলি গুরুভাই এবং গুরুভগিনী ওখানে আছে, তাহাদের প্রতি জনকে আমার এই পত্রখানা দেখাও। সকলকে গুরুর প্রতি প্রচলিত গ্রাম্য ভাব দূর করিয়া দিতে বল। আমি প্রচলিত পথে গুরু হই নাই। আমি প্রচলিত প্রথার দাসত্ব স্বীকার করি নাই। আমি পল্লীগ্রামে প্রচলিত গুরুবাদকে কখনো সমর্থন করি নাই। আমি জীবনের প্রতিপাদবিক্ষেপে অভিনব ছন্দে চলিয়াছি, আমার গানের ও জ্ঞানের মধ্যে মিথ্যার ও দুর্ব্বলতার সহিত আপোষ নাই। আমার কর্ম্মচেষ্টার মধ্যে প্রথার দাসত্ব নাই। তোমরা এতদিনেও যদি আমাকে বুঝিতে পারিয়া না থাক, তবে আর কবে বুঝিবে?

তোমার ভক্তিতে আমি তুষ্ট ও প্রেমে আমি মুগ্ধ। তোমার সেবা অতুলনীয়, তোমার ভালবাসা সমুদ্রের মত গভীর। তোমার কাছে যাহা প্রত্যাশা করিতে পারি, অন্য সাধারণ পুত্রকন্যাদের

কাছে কি তাহা আশা করা যায়? তুমি চারিদিকের আবহাওয়ার ভিতরে আমার চিন্তার শুদ্ধতা এবং আমার চিত্তের শুচিতা সংক্রামিত করিয়া দিবার কাজে লাগ। তাহার জন্য তোমারই আগে প্রয়োজন অসাধারণ আত্মসংযমের। তুমি তোমার বাক্যে ও ব্যবহারে সংযম আন। তখন দেখিবে, কত সহজে তুমি কত কঠিন কাজ করিতে পার। তোমার দ্বারা অনেক কাজের আমার প্রত্যাশা। ঐ ক্ষুদ্র জঙ্গলাকীর্ণ পার্ব্বত্য সহরটীর প্রত্যেক গৃহে তোমরা আমার আশা, আকাঙ্ক্ষা, আদর্শ-বাণী ও চিন্তাবলী নিয়া মশালের আলোকের মত প্রবেশ কর, তারপরে সূর্য্যকিরণের মত আত্মপ্রকাশ কর। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(২৪)

ওঁশ্রীগুরু
পুপুন্‌কী
১৪ই আশ্বিন, ১৩৬৮

পরমকল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা,—প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার পত্র পাইয়া বড় ব্যথিত হইলাম। দুঃখের বিষয় যে, বিবাহ করিয়া অনেক স্বামী এই যুগে তোমারই মতন দাবদাহে জ্বলিতেছে। তবে, এই দুঃখে তোমার সমদুঃখী যে আছে, এই টুকুই তোমার এক করুণ সান্ত্বনা।

যে নারীতে যে উপগত হয়, সেই নারীর সে দাস হইয়া যায়। এই একটী নিদারুণ ব্যবস্থা করিয়া ভগবান্ নারীর উপর হইতে অবিচার দূর করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ইহা যদি না হইত, কত পুরুষ যে নারীতে উপগত হইয়া তাহার শাঁসটুকু চুষিয়া খাইয়া শেষে আখের ছোবড়ার মত দূরে ছুড়িয়া চলিয়া যাইত, তাহা বলিবার নহে। নারীকে অবিচার হইতে রক্ষা করিবার জন্য ভগবান যে দুর্ব্বলতা পুরুষের ভিতরে দিয়াছেন, তাহারই সুযোগে বহু নারী পুরুষকে ভেড়া বানাইয়া রাখিতেছে এবং দম্ভের দাপটে দুনিয়াতে তাহাদের স্বামীদের জীবন অতিষ্ঠ করিয়া তুলিতেছে।

কিন্তু ঘাবড়াইয়া যাইবার কিছুই নাই। অন্তরে এক কণা বল সঞ্চয় কর, যৌন-ঘনিষ্ঠতা বন্ধ কর, জোর করিয়া ব্রহ্মচারী হও, আত্মনিগ্রহের মত মনে হইলেও ইন্দ্রিয়-ব্যবহার সংযত কর, আপনি সর্পিনী শান্ত হইবে, আপনি সে তার উদ্যত ফণা গুটাইবে, আপনি সে পায়ে লুটাইয়া পড়িবে।

দাম্পত্য জীবনে শান্তি পাইতেছ না বলিয়া তুমি নিজেকে সামাজিক জীবনের পূর্ণতা ও আনন্দ হইতে দূরে রাখিবে, ইহা আমি বাঞ্ছনীয় মনে করি না। ঘরে তোমার যতই অশান্তি থাকুক, সেই অশান্তি, সেই দুঃখ, সেই দাবদাহ হৃদয়ে চাপিয়া রাখিয়া, তোমার ধর্ম্ম-বন্ধুদের পরমার্থসঙ্গীদের সহিত মিলিত হইয়া জনকল্যাণ-মানসে কাজে বাহির হইয়া পড়। বাহিরের জনসেবা যে বিমল আনন্দ ও বিশুদ্ধ আত্মপ্রসাদ দিবে, তাহার সহায়তায়

প্রাণের শূন্য পাত্র অমৃত দিয়া পূর্ণ কর। হতাশ হইও না। নিজেকে অপদার্থ বলিয়াও জ্ঞান করিও না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২৫)

ওঁশ্রীগুরু   পুপুন্‌কী

১৬ই আশ্বিন, ১৩৬৮

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা,—প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

পৃথিবীকে ধ্বংস হইতে রক্ষা পৃথিবী-পতিই করিবেন, আমাদের তজ্জন্য দুশ্চিন্তা করিয়া লাভ নাই। মানুষের বিজ্ঞানের জ্ঞান আরও বাড়িতে পারে কিন্তু কখনই মানুষ ভগবানের সমকক্ষ হইবে না। মানুষ যতই ধ্বংসের উপায় সৃষ্টি করুক, তাহা নিবারণের প্রয়োজন থাকিলে, সেই উপায় ভগবানই বিধান করিবেন।

জাতিতে জাতিতে বৈর একমাত্র ঐকান্তিক ভগবদ্বিবিশ্বাসের মধ্য দিয়াই দূর হইবে। অহংবুদ্ধি মানুষকে ব্যক্তিগত বা সামাজিক বা জাতিগত ভাবে অপরের প্রতি বিরুদ্ধ-বুদ্ধিসম্পন্ন ও বিদ্বেষী করে। ভগবানে রতি আসিলে সকল জাতি সকল দেশ এক জাতিতে এক দেশে পরিণত হয়। এস আমরা ভগবানের ঐকান্তিক ভক্ত হই।

জনতার মধ্যে মানুষের সহিত মানুষের ভ্রাতৃত্ব-বোধের কথা প্রচার করাই দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের একমাত্র কর্ত্তব্য।

মানব-সভ্যতা এই উপায় অবলম্বনের মধ্য দিয়াই সঙ্কট-মুক্ত হইবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(২৬)

ওঁশ্রীগুরু পুপুন্‌কী
১৭ই আশ্বিন, ১৩৬৮

পরমকল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা,—আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

উদ্বাস্তু-শিবিরের জীবনে কি কি বিচিত্র অবস্থার সৃষ্টি হইতে পারে, তদ্বিষয়ে আমার সুস্পষ্ট ধারণা আছে। সুতরাং বাল-বিধবা তোমার সকল দিকের সকল অসুবিধাগুলি আমি অনুধাবন করিতেছি। ধর্ম্মমত ধম্মপথ লইয়া ভিন্ন ভিন্ন সংঘে ও সম্প্রদায়ে যে মনে মনে বিদ্বেষ, সংঘর্ষ ও কোলাহল চলিয়াছে, অন্তর্ভেদিনী দৃষ্টি পরিচালন করিয়া আমি তাহাও প্রত্যক্ষবৎ দেখিতেছি। এই অবস্থায় তোমাদের প্রয়োজন প্রবলা নিষ্ঠার, অসীমা ভক্তির, অতুলনীয়া সাধন-পরায়ণতার। অন্যে কি বলিল বা কোন্ মত ব্যক্ত করিল, তাহার দিকে কান দিবে না। তোমার নিজের মত

নিজের পথ তুমি কোনও অবস্থাতেই পরিত্যাগ করিবে না। স্বার্থলেশহীন মন লইয়া আমি তোমাদিগকে আমার সন্তানত্বের অধিকার দিয়াছি, ভয়লেশহীন মন লইয়া তোমরা সেই অধিকারকে সম্ভোগ কর। কাহারও বচনে বিচলিতা হইও না। কাহারও যুক্তিতর্ককে আমল দিও না। পারিপার্শ্বিক অবস্থা যতই প্রতিকূল হউক, তোমাকে নিজের মতেই দৃঢ় পদে দাঁড়াইতে হইবে, নিজের পথেই অক্লান্ত বিক্রমে চলিতে হইবে। তোমার ন্যায় আর আর যাহারা একান্ত নিষ্ঠাবতী দ্বিধাহীন সাহসিনী কন্যা আমার আছে, তাহাদের সহিত অন্তরের অন্তরঙ্গতা স্থাপনকর। নানা ভেদবুদ্ধি দ্বারা বিশ্ববাসীকে যুদ্ধপরায়ণ করিবার জন্য নহে, ভেদবুদ্ধির বিলোপ ঘটাইয়া সকলকে সকলের আপন বলিয়া অনুভব করাইবার জন্যই তোমাদের আমৃত্যু সাধনা। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(২৭)

হরিওঁ পুপুন্‌কী
১৭ই আশ্বিন, ১৩৬৮

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা,—আশিস নিও।

যন্ত্রসভ্যতা পশ্চিম হইতে ক্রমশঃ পূর্ব্ব দিকে আসিতেছে

ঘূর্ণীবাত্যার বেগে, পূর্ব্বকে গ্রাস করিবে বলিয়া। বোকারো ষ্টীল-প্ল্যাণ্ট নং ৪ পুপুন্‌কী গ্রামের সম্পূর্ণটুকু সহ আরও অনেকগুলি গ্রামকে গ্রাস করিবে বলিয়া বিহার গেজেটে নোটিফিকেশন হইয়াছে। কাল আমার, সাধনার নিত্যসুন্দরের এবং অযাচক আশ্রমের পক্ষ হইতে প্রেমাঞ্জনের প্রতিবাদপত্র দাখিল করিতে ধানবাদ যাইতে হইয়াছিল। ফল হয়ত কিছুই হইবে না কিন্তু প্রতিবাদ প্রায়োজন। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২৮)

ওঁশ্রীগুরু   পুপুন্‌কী

১৮ই আশ্বিন, ১৩৬৮

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা,—প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার পীড়ার সংবাদে চিন্তিত হইলাম। আশীর্ব্বাদ করি, দ্রুত সুস্থ হও এবং জগৎকল্যাণকর্ম্মের পরিপূর্ণ সামর্থ্য অর্জ্জন কর। কেবল নিজের জন্য বাঁচিয়া আর নিজের জন্য মরিয়া কোনও লাভ নাই। জীবন যাহাতে সার্থক হয়, তজ্জন্য অবিরাম কেবল পরমেশ্বর-স্মরণ চালাও। তাঁহার মঙ্গলময় নামের নিয়ত স্মরণে,

নিয়ত মননে, নিয়ত ধ্যানে শরীর ও মন উভয়ই দিব্যভাব লাভ করিবে। মানুষ থাকিয়াও দেবতা তোমাদের হইতে হইবে,—এমন দেবতা, যাহার জীবনে কোনও কলঙ্ক নাই, যাহার আচরণে কোনও পাতিত্য নাই, যাহার মননে কোনও কলুষ নাই, যাহার চেষ্টায় কোনও মালিন্য নাই। পুরাণের দেবতারা অনেকেই আমাদের দেবত্বের আদর্শ নহেন।

যাহা যাহা রচনা করিতে চাহিতেছ, শরীর সুস্থ হইলেই তাহাতে হস্তক্ষেপ করিও। এখন পরমেশ্বরের কোলে নিজেকে সমর্পণ করিয়া দ্রুত আগে সুস্থ হও। লেখা একটা পেশা নহে, ইহা একটা বাতিকও নহে, প্রকৃত লেখকের কাছে ইহা একটা অসাধারণ সাধনা। ব্রহ্মসাধনার সহিত অভেদ করিয়া এই সাধনা করিয়া যাইতে হয়। লিখিলেই লেখা হয় না। সাধন করিলেই লেখা হয়।

যে স্থানে অন্য কোনও পূজা হইত, সেই স্থানে এক্ষণে ওঙ্কার-বিগ্রহ পূজা করিবার জন্য অনেক সজ্জন আগ্রহী হইয়াছেন জানিয়া সুখী হইলাম। ইহা খুবই শুভ লক্ষণ, তাহাতে সন্দেহ নাই। অদ্যই আমি বাঁকুড়ার অভ্যন্তর হইতে একজনের পত্র পাইলাম যে, আমাদের ভাব ও আদর্শ তাহার অত্যুচ্চতা হেতু সাধারণ লোকের বোধগম্য হইতেছে না। পত্রখানা পাইয়া আমি সাধারণ লোকের বুদ্ধিশক্তির উপরে এককণাও বীতশ্রদ্ধ হই নাই।

আমি বুঝিয়া লইয়াছি যে, সাধারণ লোকের বুদ্ধিশক্তির উপরেই হয়ত অবিচার করা হইতেছে। অশিক্ষিত মুসলমানের ঘরে বৌ-ঝিরা পর্য্যন্ত একেশ্বরবাদ বোঝে, আর হিন্দুর ঘরের শিক্ষিত ছেলেমেয়েরা বুঝিবে না, ইহা আমি ধারণা করিতে পারি না। অশিক্ষিত ইহুদীর ঘরের নিকৃষ্ট ভৃত্যটা পর্য্যন্ত একেশ্বরবাদ বোঝে, আর নিয়ত বেদান্তচর্চ্চাকারী দার্শনিকতার গর্ববকারী মহামহা-পণ্ডিতগণের নিয়ত সংস্পর্শে আসিবার সুযোগ পাইয়াও হিন্দুর ঘরের সাধারণ ছেলেরা এক-ব্রহ্মকে বুঝিতে পারিবে না, ইহা প্রত্যাশাতীত। অথচ সেই সাধারণ লোকদের মধ্যেই তুমি বাস করিতেছ এবং ইহাদিগকে ওঙ্কার-সাধনার প্রতি রুচিমান করিয়া তুলিতে পারিয়াছ, ইহাতে আমি বড়ই পরিতুষ্ট হইলাম।

যেখানে অন্য কোনও মূর্ত্তি, বিগ্রহ বা বস্তু পূজিত হইত, সেখানে জোর করিয়া অখণ্ডবিগ্রহ ওঙ্কার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আমি অত্যন্ত সমদর্শী। যাঁহারা অন্য বিগ্রহ পূজা করিতেন, তাঁহাদের আগ্রহ হইলেই তুমি অন্য বিগ্রহ অপসারণ করিতে পার, তোমার আগ্রহ-গুণেই নহে। কাহারো সহিত যুদ্ধ করিয়া আমাদের ধর্ম্ম প্রচার করিব না। প্রেমে আমরা সকলকে আপন করিয়া লইয়া তাহাদের সুস্মিত সম্মতির মধ্য দিয়া নিজেদের মত, পথ ও বিগ্রহকে প্রতিষ্ঠিত করিব। বাস্তব উচ্চতার দিক দিয়া হজরৎ মহম্মদের ধর্ম্ম তুচ্ছ করিবার জিনিষ নহে কিন্তু তাঁহার অনুচরগণ এই ধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য যে পরিমাণ মঠ, মন্দির,

বিগ্রহ ও মূর্ত্তি আদি ধ্বংস করিয়াছেন, তাহার ফলে এই ধর্ম্ম সহস্র সহস্র লোকের মনে প্রেমসঞ্চারের পরিবর্ত্তে বিভীষিকার সৃষ্টি করিয়াছে। আমরা কাহারও মনে বেদনা দিব না। কাহারও সংস্কারের উপরে রূঢ় আঘাত করিব না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২৯)

ওঁশ্রীগুরু কলিকাতা

২৪শে আশ্বিন, ১৩৬৮

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা,—প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

অদ্য বারাণসী যাইতেছি। কয়দিন থাকিতে পারিব জানি না। কেন না, এইমাত্র পুপুন্‌কী হইতে নিত্যসুন্দরের এক্সপ্রেস্ পত্র পাইলাম যে, ১০ই অক্টোবর হইতে ৩০শে অক্টোবর পর্য্যন্ত আমার পুপুন্‌কী থাকা একান্ত আবশ্যক। আবশ্যকতাটা সৃষ্টি হইয়াছে একটা গুরুতর আইনগত জটিলতায়। সমুদ্র-তরঙ্গ গণিবার জন্যই আমার জন্ম, তাহার উত্তালতা দেখিয়া উদ্‌ভ্রান্ত হইবার আমার অবসর নাই। নিত্যসুন্দর লিখিয়াছে, হাতে টাকা নাই। মহালয়ার দিন কিছু অর্থ কলিকাতায় মিলিয়াছে। আজই ধানবাদ ষ্টেশনে তাহা আমি নিত্যসুন্দরের হস্তে অর্পণ করিয়া যাইব। কাজ এই সময় বন্ধ রাখা মারাত্মক।

চতুর্দ্দিকের বিপদ-আপদে তোমরা উৎক্ষিপ্ত, বিক্ষিপ্ত এবং বিত্রস্ত। তোমাদিগকে বলিবার মুখ নাই যে অন্য প্রয়োজনের কথা ভুলিয়া যাও, এই প্রয়োজনকেই মুখ্য জ্ঞান কর। সুতরাং এই বিষয়ে আমি নিরস্ত রহিলাম। ঈশ্বরের অভিপ্রায় যাহা রহিয়াছে, তাহা হউক। কিন্তু বিনাযুদ্ধে সূচ্যগ্র মেদিনীও আমি শত্রু-হস্তে অর্পণ করিব না। একটা সঙ্কট যায়, আর একটা সঙ্কট আসে। কিন্তু কাজ আমি করিয়া যাইব। অন্তরের দুর্ব্বলতা আমার কখনও আসিবে না। পকেট দুর্ব্বল হইতে পারে, বাহু দুর্ব্বল হইতে পারে, এমন কি, কখনও বা বুদ্ধি পর্য্যন্ত বিকল হইতে পারে, কিন্তু সাহসে আমি নিত্যকাল সবল থাকিব। আমি নিজেকে একটা নিমেষের জন্যও গতানুগতিক বিস্ময়সমূহের সহিত একান্নভুক্ত বলিয়া গণনা করি না। আমার আত্ম-প্রত্যয় আমাকে সদা সৎসাহসে সঞ্জীবিত রাখিবে।

তোমরা সৎ-সাহসী হও। অল্পে মুসড়িয়া পড়া, বাধা দেখিয়া হতাশ হওয়া, বিঘ্ন দেখিয়া ভীত হওয়া, অত্যাচার দেখিয়া থমকিয়া যাওয়া, উৎপীড়ন দেখিয়া সংকল্প পরিহার করা,—তোমরা এই সব পরিত্যাগ কর। জগতে প্রত্যেকেরই বাঁচিবার অধিকার আছে।

ঈশ্বরে যাহার বিশ্বাস নাই, সে কখনও কর্ত্তব্য পালন করিতে পারে না। আমি কি তোমাদের মধ্যে ঈশ্বর-বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়াছি? ইহা আমার নিকটে আমার প্রশ্ন। অনেক নামজাদা লোকদের বক্তৃতা শুনিবার জন্য সভাস্থলে যতগুলি

লোক আসে, আমার দীক্ষা-গৃহগুলিতে কখনো তাহার পাঁচগুণ, কখনো তাহার দশগুণ জন-সমাবেশ হইতে তোমরা দেখিয়াছ। অপরের কাছে ইহা অবাক্ কাণ্ড কিন্তু তিনসুকিয়া, ডিব্রুগড়, শিলচর, আগরতলা প্রভৃতি স্থানের অধিবাসীগণের কাছে ইহা প্রত্যক্ষ-দৃষ্ট সত্য ঘটনা। পাগলের মত দারুণ ভিড় করিয়া লোকেরা দলে দলে দীক্ষা নিয়াছে। লক্ষণে বুঝিতেছি, ইহার পরবর্ত্তী অধ্যায়ে দীক্ষাপ্রার্থীদের সংখ্যাবৃদ্ধি জ্যামিতিক পরিবর্দ্ধনে বাড়িবে কিন্তু আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, তোমাদের ঈশ্বর-বিশ্বাস বাড়িতেছে কি? তোমাদের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কমিতেছে কি? তোমাদের ভয়-ভীতি দূরাপগত হইল ত'? দুর্জ্জয় সাহসে ভর করিয়া বজ্রকণ্ঠে তোমরা বলিতে পারিতেছ কি,—"এই দেখ আমি আছি, এই দেখ আমার ঈশ্বর আছেন, দুঃখে, বিপদে, বজ্রপাতে আমার ভয় নাই, আমার মৃত্যু নাই?"

গ্রামে গ্রামে মণ্ডলী স্থাপন বিষয়ে তোমরা সকলে আগ্রহী হও। এই কার্য্যে আগ্রহের অভাব, তোমাদের আত্ম-প্রসারে রুচির অভাব সূচিত করিতেছে। গৃহের একটা কোণে রাজা হইয়া বসিয়া থাকিবে,—প্রজা হইয়া সমগ্র সাম্রাজ্যে ছড়াইয়া পড়িবার গৌরব তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী। যে যত প্রাণবান্, সে তত বিশ্বতোবিস্তারিত। অফুরন্ত প্রাণোচ্ছলতায় দিকে দিকে তোমরা ছড়াইয়া পড়। তোমার মুখের একটি শব্দ বুঝিবার মত লোক যে দেশে আছে, সেই দেশেই ছুটিয়া যাও তোমার আদর্শের বাণী

শুনাইতে। কূপ-মণ্ডুকের সঙ্কীর্ণ জীবন-ধারা তোমার অনুসরণীয় নহে। তুমি চলিবে পাহাড় ভাঙ্গিয়া, পর্ব্বত ডিঙ্গাইয়া, বন ও প্রান্তর ডুবাইয়া, মন ও অন্তর মজাইয়া কল-কল্লোলে দিগ্‌দেশ মুখরিত, সুধায়িত, প্রেম-স্রক্ষিত করিয়া। জীবনের গতিকে তোমরা রুদ্ধ করিয়া রাখিও না। যেখানে আত্মনিরোধ কর্ত্তব্য হইবে, জানিবে, অন্যত্র প্রচণ্ড বেগ বর্দ্ধনের জন্যই উহার প্রয়োজন হইয়াছে। আমার প্রতিটি সন্তানের প্রাণে প্রাণে, কানে কানে, আত্ম-বিস্তারের এই গুহ্য রহস্য শুনাইয়া দাও। একজনকেও ঘুমাইতে, ঝিমাইতে বা পথভ্রষ্ট হইতে দিও না। একজনকেও দ্বিধা, কুণ্ঠা, সংকোচ অথবা আতঙ্কের দ্বারা প্রভাবিত হইতে দিও না। কাজ কর এবং করাও। কর্ম্মী হও এবং কর্ম্মী জন্মাও।

আমার লিখিত পত্রগুলির প্রতি যোগ্য মনোযোগ দেওয়া হইতেছে না। শুধু মুখের কথা মনে করিয়া প্রাণের বারতাকে অবহেলা করা হইতেছে। সকলের মধ্য হইতে এই উদাসীনতা দূর কর। আমি যে তোমাদের কুশলের জন্যই খাটিয়া মরিতেছি, এই বোধটুকু ইহাদের ভিতরে জাগাও। একজনেও যদি কর্ণপাত না করে, তথাপি আমি আমার কথা কহিয়া যাইব, থামিব না। একজনেও যদি না শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে অবলোকন করে, তথাপি আমি আমার কাজ করিয়া যাইব, থামিব না। কিন্তু সব-কিছু যে তোমাদেরই জন্য করিতেছি, ইহা বুঝিতে না পারায় ত' তোমাদেরই ক্ষতি। নিজেদের ক্ষতি নিজেরা নিবারণ কর।

শারদীয় অবকাশের ঠিক পরেই আমি ত্রিপুরা-রাজ্যে যাইতেছি। এই সেদিন অসুস্থ শরীরে ফিরিয়া আসিলাম, তবু পুনরায় যাইতেছি। ইহার তাৎপর্য্য কিছু বুঝিতে পার? আমি সেখানে কাঁচা ঘাস দেখিয়াছি, শ্যামল তৃণ আমাকে আকর্ষণ করিতেছে। সমগ্র জীবন কচি-কিশোরদের মধ্যে কাজ করিয়া আসিয়াছি, সে কাজটি এখনও তোমরা নিজেদের হাতে তুলিয়া নাও নাই। সেই কাজটিই আমাকে ডাকিতেছে। নতুবা এত তাড়াহুড়া করিয়া একই স্থানে মাত্র দুই মাসের ব্যবধানে ভ্রমণ-তালিকা কখনও সম্ভব হইত না। আমার রুচি তোমরা বুঝিতেছ কি? এই রুচির অনুকূলে কিছু কাজ করিবে? তরুণ কিশোরদিগকে আমরা দিগ্‌ভ্রান্ত হইয়া বিপথে চলিতে দিতেছি। একটি অঙ্গুলি-হেলন করিয়াও ইহার প্রতিকার করিতেছি না। ইহা কি আমার বিগত পঞ্চাশ বৎসরের কর্ম্ম-জীবনের ইতিহাসের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ? কেন তোমরা প্রত্যেকটা বিদ্যালয়ের সামনে গিয়া দাঁড়াইবে না? কেন তোমরা প্রত্যেকটি শিশুর পশ্চাতে আসিয়া বসিবে না? কেন তোমরা বজ্রধর হইয়া দুর্নীতির বিরুদ্ধে ইহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য অগ্রসর হইবে না? একথা আজ প্রত্যেকে চিন্তা কর। চিন্তার সুতীব্রতা তোমাদিগকে সময়োচিত কর্ম্মে নিয়োজিত করুক। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩০)

হরিওঁ বারাণসী

২৯শে আশ্বিন, ১৩৬৮

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা,—প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

আজ সপ্তমী পূজার দিন প্রায় সর্ব্বত্র মাতৃভাবে ঈশ্বর-পূজনের ধূম লাগিয়া গিয়াছে। কত জন তন্ময় হইয়া ভগবানকে মা মা বলিয়া ডাকিয়া কাঁদিয়া অশ্রুতে বক্ষ ভাসাইতেছে, আর তুমি তোমার ধর্ম্মপত্নীকে নিয়া দুঃখের দাবদাহে জ্বলিতেছ। তোমার প্রাণের বেদনায় আমি বিচলিত হইয়াছি।

কিন্তু বাবা সাহসী হও। সাহসী কেন, দুঃসাহসী হও। কুমারী জীবনে জঘন্য অনাচার করিয়াও যে তোমার পিতামতার দাক্ষিণ্যে তোমার অঙ্কলক্ষ্মী হইল, বিবাহের মন্ত্রে তাহার অতীতের কুকৃতির স্খলন হইয়াছে, এই সংস্কার বড়ই হৃত্তাপহারী। বিবাহকালীন পবিত্র মন্ত্র সমূহের যদি এই ক্ষমতাটুকু না থাকে, তবে জোড়ায় জোড়ায় মিলিয়া গেলেই ত' হইল! ধর্ম্মীয় অনুষ্ঠানের কোন্ প্রয়োজন, মন্ত্রাদি পাঠেরই বা কোন্ সার্থকতা? উভয়েই মনে এই বিশ্বাসটীকে স্থাপন কর যে, ধর্ম্মতঃ বিবাহানুষ্ঠান করিয়া অতীতের পাপ হইতে মুখ্য ভাবে মুক্তিলাভ ঘটিয়াছে। বিবাহ অতীত পাতিত্যকে নাশ করে। বিবাহ পরমসংশোধক এক শক্তি। বিবাহ পাপক্ষালক এক বিধি। বিবাহ শুধুই লোকাচার নহে, ইহা জীবনের একটা মর্য্যাদা।

তোমার স্ত্রী তোমার নিকটে অকপটে স্বীকার করিয়াছে যে, কুমারী জীবনে সে কৌমার্য্য রক্ষা করে নাই, সে একাধিক যুবকের সহিত অন্যায় অসঙ্গত অধার্ম্মিক সংস্রব করিয়াছে, এবং অতীতের পাপের জন্য সে অনুতপ্ত। তাহার এই স্বীকৃতিকে তাহার দুর্ব্বলতা জ্ঞান না করিয়া তাহার মহত্ত্ব বলিয়া মানিয়া লও। তাহার প্রতি তোমার অন্তরের শ্রদ্ধা স্বত-উৎসারিত না হইতে পারে, কিন্তু তাহার প্রতি তোমার স্নেহ কমিলে ত' চলিবে না। তাহার প্রতি সদাসন্দিগ্ধ ভাব তোমার পরিহার করিতে হইবে। কুমারী মেয়ে বিবাহের আগেই পুরুষ-সংসর্গ করিল, ইহা না কি য়ুরোপের কোনও এক শীতপ্রধান দেশে মোটেই দোষাবহ বলিয়া বিবেচিত হয় না। সংসারী হইবার আগে গূঢ় গুহ্য ব্যাপারগুলি সম্পর্কে অভিজ্ঞতায় একটু পাকা হইয়া থাকা ত' ভালই,—ইহাই নাকি য়ুরোপের কোনও একটা দেশের জন-সাধারণের মনোভঙ্গী। ভারতে তাহা নহে এবং খুঁজিলে জানা যাইবে, অসভ্য যুগ হইতে অদ্য পর্য্যন্ত মানব-সমাজে এই ভাবটীর প্রশ্রয় অধিক সমাজে দেখা যায় নাই। কুমারীর অক্ষত-যোনিত্ব ভারতীয় জীবনের একটা মস্ত বড় আদর্শ।

কুমার জীবনেও তাহাই আদর্শ। কুমারীরা সযত্নে ব্রহ্মচর্য্য পালন করিবে আর কুমারেরা ফুলে ফুলে ঘুরিয়া মধুপান করিবে, ভারতীয় জীবনের ইহা রীতি, প্রকৃতি, প্রথা বা নির্দ্দেশ নহে। ভারতীয় জীবন কুমার-কুমারী উভয়ের মধ্যেই পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্যকে নিষ্কলঙ্ক প্রতিভায় প্রতিষ্ঠিত দেখিতে চাহিয়াছে।

তুমি তোমার কুমার-জীবনে ব্রহ্মচর্য্য পালনের জন্য প্রাণপণ করিয়াছ। অন্য ত্রুটি তোমার যাহাই থাকুক, জীবনে নারীসঙ্গ করিতে চেষ্টা কর নাই। নিজেকে যথাসাধ্য সংযত ও শুদ্ধ রাখিবার চেষ্টা করিয়াছ। এই সদ্‌গুণের জন্যই তুমি বিবাহ করিবার অধিকার অর্জ্জন করিয়াছ। ইহা নিতান্তই স্বাভাবিক যে, তুমি প্রত্যাশা করিবে, যে তোমার সহধর্ম্মিণী হইয়া আসিবে, সেও তোমারই মত কুমারী-অবস্থায় সর্ব্বতোভাবে সংযত জীবন যাপন করিয়াছে। এই প্রত্যাশা প্রত্যেকেরই থাকে। তোমার থাকিলে তাহা দোষের হয় না। কিন্তু এই প্রত্যাশায় তোমার গুরুতর আশাভঙ্গ ঘটিয়াছে। স্বেচ্ছায় যে বহুজনের সঙ্গ করিয়াছে, তাহাকে লইয়া ঘর করিতে তুমি ঘৃণা, দ্বিধা ও ক্ষোভে পীড়িত হইতেছ।

ইহা স্বাভাবিক। কিন্তু স্বভাবের ঊর্দ্ধে তোমাকে উঠিতে হইবে। তোমার ক্ষমা ও প্রেমের বলে ইহাকে শোধন করিতে হইবে। ইহার ভিতরে ঈশ্বর-বিশ্বাস দিয়া জীবনের আকাঙ্ক্ষা এবং উন্নত ভবিষ্যতের আলেখ্য জাগাইয়া তুলিয়া ইহার ভাবান্তর, রূপান্তর, অবস্থান্তর ঘটাইতে হইবে। একাজ শক্ত কিন্তু প্রেমিক কি কখনো শক্ত কাজ দেখিয়া ভয় পায়?

দীক্ষার ফলে কত সুরাপায়ী মদ্যপান ত্যাগ করিয়াছে, ইহা আমি দেখিয়াছি। দীক্ষার ফলে বাজারের বেশ্যা গণিকাবৃত্তি ছাড়িয়াছে, ইহাও আমি দেখিয়াছি। এই সেই দিনও পুপুন্‌কী আশ্রমে একদল লোক দীক্ষার ঘরে বসিয়া এই বলিয়া কাঁদিয়াছে,

—"দীক্ষা নিলাম, আর ত' চুরি-ডাকাতি করিতে পারিব না।" বলিতে কি, আমি সমাজের অতি নিম্নস্তরের বহু নারী ও পুরুষকে দীক্ষাদান করিয়া দেখিয়াছি, দীক্ষার প্রভাবে তাহাদের জীবন-ধারা সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। শতকরা একশত জনেরই যে পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, ইহা বলিতে পারি না। কিন্তু এমন সকল লোকের ভিতরে আমূল পরিবর্ত্তন আসিয়াছে, সমাজ-শাসন, জেলখানা বা পুলিশ যাহাদের কিছুতেই শায়েস্তা করিতে পারে নাই। সত্যই দীক্ষা এক পরমমহতী শক্তি। তোমার স্ত্রীকে সেই দীক্ষা আমি দিয়াছি। তুমি তাহার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে একেবারে হতাশ হইও না। বিশ্বাস কর নামে, বিশ্বাস কর প্রেমে, বিশ্বাস কর ধর্ম্মে, বিশ্বাস কর সংযমে, বিশ্বাস কর ক্ষমায় আর বিশ্বাস কর ঈশ্বরে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৩১)

হরিওঁ বারাণসী
২৯শে আশ্বিন, ১৩৬৮

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা,—প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

কর্ত্তব্য হাতছানি দিয়া ডাকিলে নির্ভয়ে সমরাঙ্গণে ঝাঁপাইয়া

পড়িতে হইবে, ক্ষুব্ধসমুদ্রের ঊর্ম্মিমালাকে তুচ্ছ করিয়া। কর্ত্তব্য বৃহৎ হইলে সকলকে ডাকিয়া নিয়া কাজে লাগাইতে হইবে। কর্ত্তব্য মহৎ হইলে সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগ করিয়া তাহাতে আত্মনিয়োগ করিতে হইবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৩২)

হরিওঁ

বারাণসী
২৯শে আশ্বিন, ১৩৬৮

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা,—প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

গ্রামের লোকেরা উচ্চ তত্ত্ব বোঝে না, এই ধারণা কিন্তু বাবা ভ্রমাত্মক। মুসলমানেরা শিক্ষায় হিন্দুদের অপেক্ষায় অনেক পশ্চাদ্‌বর্ত্তী। তবু তাহারা আবাল-বৃদ্ধ-বনিতায় একেশ্বরবাদ বোঝে কি করিয়া? অল্প বয়স হইতে সদাই বহুদেববাদের সমর্থক হাজার যুক্তি শুনিতে শুনিতে অশিক্ষিত হিন্দুরও মনে শ্লোগানের ছাপ পড়িয়াছে। উচ্চ তত্ত্ব শুনাইলে ইহারা কিছুই বুঝিতে পারিবে না, একথা বলিলে ইহাদের বুদ্ধিশক্তিকে অসম্মান করা হয়। আমরা বুঝাইতে চেষ্টা করি না, আমরা বুঝাইতে চাহি না, ইহাই বলা চলে। না বাবা, হাল ছাড়িলে চলিবে না। সোজা কথাকে বাঁকা

করিয়া বলিতে বলিতে লোকের যে বুদ্ধিভ্রংশ আমরা হাজার বছর ধরিয়া জন্মাইয়াছি, বিপরীত আচরণের দ্বারা তাহার পরিবর্ত্তন সাধিতে হইবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৩৩)

হরিওঁ

বারাণসী
৩০শে আশ্বিন, ১৩৬৮

কল্যাণভাজনেষু ঃ—

স্নেহের বাবা,—প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

ছোট বড় প্রতিটি কার্য্য সংঘবদ্ধ ভাবে সুচারু রূপে সুসম্পন্ন করিবার অভ্যাস তোমাদিগকে আয়ত্ত করিতে হইবে। ব্যক্তিগত উৎকর্ষের অনুশীলন ত্যাগ করিলে চলিবে না, কারণ ব্যষ্টি যদি ব্যক্তিগত ভাবে উৎকৃষ্ট না হয়, তাহা হইলে কেবল সমষ্টিবদ্ধ হইলেই তাহারা অসাধারণ উৎকর্ষের কোনও দৃষ্টান্ত হইতে পারে না। তোমরা এই কথা দুইটী মনে রাখিয়া ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত এই উভয়বিধ কৌলীন্যের সৃষ্টিতে রত হও—তোমাদের চিন্তায়, চরিত্রে আর চেষ্টায়। তোমাদের একজনকেও আমি হেয় বা নিকৃষ্ট বলিয়া গণনা করি না, কারণ তোমাদের প্রতি জনের মধ্যে উন্নতির অশেষ সম্ভাবনা রহিয়াছে। এই সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দিবার

জন্য তোমাদের সুগভীর তপস্যা প্রয়োজন। প্রতিজনকে উন্নতির আকাঙ্ক্ষায় উদ্বেলিত কর, চঞ্চল কর, অধীর কর। নিজের বর্ত্তমান হীন অবস্থায় কেহই যেন সন্তুষ্ট না থাকে। কর্ম্মে বা ভক্তিতে, শিক্ষায় বা জ্ঞানে কেহ যেন তৃপ্ত না হয়। "আরও চাই," "আরও চাই" রব তোল। অভ্যুদয়ের অভিলাষ নাই বলিয়াই ত' ইহারা উপরে উঠিতে পরিতেছে না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩৪)

হরিওঁ

বারাণসী

৩০শে আশ্বিন, ১৩৬৮

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা,—প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার পত্র পাইয়াছি। যত্ন করিয়া লাগিয়া থাকিও। যে সৎকাজটী আরম্ভ করিয়াছ, তাহা মধ্যপথে ছাড়িয়া দিও না। তাহা হইলেই একদা অপ্রত্যাশিত ভাবে সুবিপুল সাফল্য তোমাকে অভিবাদন করিবে। সঙ্গে সঙ্গে আর একটী দিকেও লক্ষ্য রাখিতে হইবে। তাহা হইতেছে ব্যক্তিগত যোগ্যতার বর্দ্ধনে অনুরাগ। পুপুন্‌কীতে তোমাকে যে কয়দিন দেখিয়াছি, তার মধ্যে একদিনও আমার মনে হয় নাই যে, তুমি নিজে আজ যাহা আছ, কাল

যাহাতে তার চেয়ে কিছু উচ্চ, কিছু উন্নত, কিছু অগ্রসর অবস্থায় পৌছিতে পার, তাহার জন্য তোমার খুব একটা প্রবল চেষ্টা বা সুতীক্ষ্ণ লক্ষ্য আছে। আমার এই অনুমান সত্য বা মিথ্যা, তাহা তুমি হিসাব করিয়া দেখিও। সত্য হইয়া থাকিলে উহা তোমার পক্ষে মারাত্মক। চিরকাল এক ভাবে থাকিব, যোগ্যতা বাড়াইব না, নিপুণতর হইব না,—ইহা এক ভয়ঙ্কর অবস্থা। লোকের ভিতরে উন্নত-জীবনের আবেদন যে সৃষ্টি করিবে, তাহার নিজের ভিতরে সেই আবেদন ঝড়ের বাতাসের মত উদ্দাম, বন্যার জলের মত অবাধ্য, গিরিশৃঙ্গের মত বজ্রাঘাতেও নির্ভয়, নিরাতঙ্ক, নিশ্চল হওয়া প্রয়োজন। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩৫)

হরিওঁ

বারাণসী

৩০শে আশ্বিন, ১৩৬৮

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা,—প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমরা ষ্টেশন হইতে ক্ষুণ্ণমনে ফিরিয়া গিয়াছ জানিয়া দুঃখিত হইলাম। আমি তৃতীয় শ্রেণীতে আমার নির্দ্ধারিত কামরাতেই ছিলাম। অঞ্জনকে দুর্গাপুরের প্লাটফর্ম্ম দেখিতেও বলিয়াছিলাম। কিন্তু দারুণ ভিড়ের দরুণ সে গাড়ী হইতে নীচে নামিতে পারে

নাই। নামিতে পারিলে হয়ত তোমাদের সহিত দেখা হইত কিন্তু আর সে উঠিতে পারিত কিনা সন্দেহ আছে। দেখা হইল না বলিয়া দুঃখ করিও না। ধ্যানটা ত' আমাতেই লাগিয়া ছিল। ইহাতে তোমার লাভ ভক্তি, আমার লাভ প্রীতি। দুইটাই অতিশয় মহার্ঘ্য বস্তু।

তুমি যেই প্রতিষ্ঠানে আছ, সেই প্রতিষ্ঠানের কাছে তোমার ঋণ যাহাতে কেবলই বাড়িয়া যাইতে না থাকে, তার দিকে প্রখর লক্ষ্য রাখিও। যতটা পার, প্রতিষ্ঠানটীকে কেবলই সেবা দাও। দিয়া যে সুখ, নিয়া সেই সুখ হয় না। দেওয়ার ভিতরে যে আনন্দ, পাওয়ার ভিতরে তাহা নাই। প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা ও কর্ম্মীদের মধ্যে কোনও প্রকারের অশান্তি-সৃষ্টি কোনও সময়েই তোমার দ্বারা না হয়, সেই বিষয়ে সর্ব্বদা সজাগ থাকিও। ইচ্ছাকৃত অপরাধই দোষের, তাহা নহে, অসতর্কতাকৃত ক্ষতিও ক্ষতি। তোমার অসতর্কতায় যেন কাহারও মনে অযথা বেদনার সঞ্চার না হয়, সেই বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য দিও। চিন্তার সংযম, বাক্যের সংযম, কার্য্যের সংযম,—সর্ব্বপ্রকার সংযমের অনুশীলন কর। চিরকাল কেহ একই স্থানে থাকে না বা থাকিতে পারে না কিন্তু স্মৃতির সুরভিটুকু যেন কটু-তিক্ত-কষায় রসে বিস্বাদ না হইয়া যায়, তাহা করিতে পারে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩৬)

হরিওঁ

বারাণসী

৩০শে আশ্বিন, ১৩৬৮

কল্যাণীয়েষু.ঃ—

স্নেহের বাবা,—প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

সময় মত পত্র পাও নাই বলিয়া ট্রেণে দেখা করিতে পার নাই। দেরীতে পাইয়া মনের দুঃখে ম্রিয়মান হইয়াছ। চখে দেখ নাই কিন্তু আমি কি তখন তোমার অন্তরে ছিলাম না? এস আমরা অন্তর দিয়া অন্তরকে স্পর্শ করিতে শিখি, হৃদয় দিয়া হৃদয়কে আবরিয়া ধরি। সমগ্র বিশ্ব অন্তরে অন্তরে মিলিয়া যাউক, বাহিরের বিরহ বা বিচ্ছেদ কতক্ষণ টিকিবে?

এস ভগবানের মঙ্গলময় নামে আমরা ডুবিয়া যাই। নামে যে মজে, জগতের সব প্রার্থনীয় সে পায়। নামে প্রেম জাগে, প্রেমে প্রাণ জাগে। সত্যিকারের প্রেম একজনের মধ্যে জাগিলে সে পরশমণি হইয়া হাজারটী প্রাণে দীপান্বিতা করে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩৭)

হরিওঁ

বারাণসী

১লা কার্ত্তিক, ১৩৬৮

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা,—প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

নূতন করিয়া কাজে হাত দিয়াছ জানিয়া সুখী হইয়াছি, প্রাণপণ

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

উৎসাহে লাগ। চেষ্টার ভাবী সাফল্যের কথা নিমেষের জন্যও অবিশ্বাস করিও না।

ঐ সব অঞ্চলে ধর্ম্ম-বিষয়ে সাধারণ লোকের মনে যে সব সংস্কার প্রচলিত আছে, আমাদের চিন্তা তাহা অপেক্ষা অনেক স্বচ্ছ। এই কারণেই আমাদের বিশ্বাস করা প্রয়োজন যে, আমাদের আদর্শের জয় অবশ্যম্ভাবী। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩৮)

হরিওঁ

বারাণসী

১লা কার্ত্তিক, ১৩৬৮

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা,—প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তুমি তারিখ জানিতে চাহিয়াছ যে, কবে আমি আগরতলা যাইব। লিখিয়াছ, ভিক্ষা করিয়া হইলেও আমার সহিত দেখা করিবে। এই সঙ্গে ছাপান একখানা ভ্রমণ-তালিকা দিতেছি। আগরতলা, বিলনিয়া ও সাব্রুম এই তিনটী সীমান্ত-সহরের

যেটিতে তোমার সুবিধা, আসিয়া দেখা করিও। তোমাকে দেখিলে আমি আনন্দিত হইব।

লোকের অত্যধিক ভিড় হওয়ার বিশেষ সম্ভাবনা আছে। সুতরাং দেখা হইবামাত্র আমার হাতে এই পত্রখানা দিও। তাহা হইলেই আমি তোমাকে আলাপ করিবার সুযোগ করিয়া দিব। সকলকে কথা বলিবার সুযোগ ইচ্ছা থাকিলেও দিতে পারি না। কারণ, অধিকাংশ স্থলেই লোকেরা অতি তুচ্ছ, অতি হেয় বা নিতান্ত নিষ্প্রয়োজনীয় প্রসঙ্গে মূল্যবান্ সময় নষ্ট করে।

তোমার পুত্র মদ্যপ, তোমার পুত্র গণিকাসক্ত, এই সংবাদে ব্যথিত হইলাম। বিবাহ দিলে এসব ছেলের সংশোধন হইতে পারে, এই অনুমান একেবারে অমূলক নহে কিন্তু ব্রহ্মশক্তির সহায়তা পাইলে গুরুতর চরিত্রদোষও সহজে দূর হয়। কত মাতালকে আমি কোল দিয়াছি, তোমরা জান না। কিন্তু মদ্যপান তাহারা ছাড়িয়াছে। এখানে আমার বিরাট আত্মপ্রসাদ। সম্ভব হইলে ছেলেকে সঙ্গে আনিও। ৩০শে কার্ত্তিক প্রাতঃকালে ৭ টায় আমি তাহাকে দীক্ষা দিয়া দিব। নিষ্কাম নিঃস্বার্থ দীক্ষা ব্যর্থ হইতে বড় দেখা যায় না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩৯)

হরিওঁ বারাণসী

১লা কার্ত্তিক, ১৩৬৮

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা,—তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

আমার সন্তানদের মধ্যে তোমাদের সহরে তোমরাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রবীণ। সকল নবীন অখণ্ডদিগকে নিত্য নূতন প্রেরণা দিয়া নিয়ত সৎকার্য্যাভিমুখী রাখিবার কাজটীতে তোমরা নেতৃত্ব নাও, ইহা আমি চাহি।

সৎ হইবার এবং সৎকাজ করিবার শক্তি যে মানুষের কত বিচিত্র, তাহা ইহাদের ভিতরে কিছুদিন কাজ না করিলে বুঝা যায় না। যাহাদিগকে আমরা হেয় বা তুচ্ছ জ্ঞান করিতেছি, প্রায়শই দেখা যায় যে, সৎকার্য্যে রুচি আমাদের অপেক্ষাও তাহাদেরই মধ্যে সহজে জাগ্রত হয়। স্বভাবতই ইহারা হেয় নহে, নিজের ভাবে আসিবামাত্রই ইহারা মহৎ হয়।

সকল ঘুমন্তের প্রাণ জাগাইবার কাজে হাত দাও। তোমার যে সকল ভগিনী এই সহরে আছে, তাহাদের প্রতিজনের হাতে কোনও না কোনও কল্যাণকর্ম্ম তুলিয়া দাও। সকলের উপরে যে

হুকুম জারি করে, সেই নেতা নহে। সকলকে স্বশক্তিতে যে প্রবুদ্ধ করে, নেতা হইতেছে সে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪০)

হরিওঁ বারাণসী

১লা কার্ত্তিক, ১৩৬৮

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা,—প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

প্রাণের সুগভীর ব্যাকুলতা নিয়া মহালয়ার দিন কলিকাতায় দীক্ষা নিতে আসিয়াছিলে। দীক্ষাদানকালে তোমার যা কিছু অসুন্দর, যাহা কিছু অপরাধ, সব আমি অকাতরে গ্রহণ করিয়াছি। যে দুরন্ত রিপুর উত্তেজনায় তুমি তোমার জিতেন্দ্রিয় স্বামীর তপোবিঘ্ন হইতেছিলে, তাহাও আমি তোমা হইতে শুষিয়া লইয়াছি। অবশ্য রক্তমাংসের ধর্ম্মে কাম-ক্রোধাদি শরীরে অল্প হইলেও থাকিবেই। তাহা তুমি এখন সাধন-বলে অনায়াসে দমন করিয়া চলিতে পারিবে। তার চেয়ে বড় কথা এই যে, যাহা তোমার কাম, তাহাকে তুমি সাধন-প্রতাপে প্রেমে রূপান্তরিত করিতে পারিবে। প্রবল আত্মবিশ্বাস লইয়া সাধন করিতে থাক। আর মনকে দশ দিকে ধাবিত হইতে দিও না। একমুখ হইয়া,

একলক্ষ্য হইয়া, একপ্রাণ হইয়া, একমন হইয়া সাধনে দেহ-মন-প্রাণ সমর্পণ কর। সাধনেই সিদ্ধি, বাক্যালাপে বা দার্শনিক আলোচনায় সিদ্ধি হয় না। আমি নিরন্তর তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছি, এই বিশ্বাস অটুট রাখিয়া চল।

গর্ভস্থ সন্তানের মধ্যে আমার উপস্থিতি নিয়ত চিন্তা কর। ইহা শিশুর পক্ষে পরমকুশলপ্রদ হইবে। জগতের প্রতি বস্তুতে গুরুমূর্ত্তি দেখ। জগতের প্রতি শব্দে গুরুমন্ত্র শোন। নিজেকে একেবারে তন্ময় করিয়া দাও। অতীতের ভুল-ভ্রান্তির কথা ভাবিয়া মনকে আর চঞ্চল করিও না। তোমার যে ভ্রম, তাহা নিতান্তই তুচ্ছ ব্যাপার। ঘনকৃষ্ণমসীলেপও আমি কত নরনারীর মাত্র দীক্ষাপ্রভাবে দূর করিয়াছি। তুমি অকারণে নিজেকে অপরাধিনী জ্ঞান করিও না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪১)

হরিওঁ বারাণসী

১লা কার্ত্তিক, ১৩৬৮

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা,—প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

একবার যে সঙ্কল্প করিতে পারিয়াছে,—"দুর্ব্বলতার পথে আর পা বাড়াইব না" সে জগতে অজেয় হইয়াছে। তোমরা জগতে অজেয় হইয়া বিরাজ কর। এই আশীর্ব্বাদ করি।

নিজেকে সর্ব্বদা সৎকাজে লগ্ন করিয়া রাখিবে। যে কাজে ক্ষুণ্ণ মনের ক্ষত শুকায়, রুগ্ন মনের ব্যাধি যায়, বিমর্ষ- ব্যথিত-বিধুর চিত্তে আনন্দের হাসি ফোটে, তাহাই সৎকাজ ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪২)

ওঁ শ্রীগুরু বারাণসী

১লা কার্ত্তিক, ১৩৬৮

পরমকল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা,—আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

সর্ব্বদা মনকে উচ্চে রাখিও, নীচে নামিতে দিও না। সংসারকে স্বর্গে পরিণত করিবার সঙ্কল্প নিয়া প্রতিটি পদ-বিক্ষেপ করিবে। গুরুজনে সম্মান, অনুজনে স্নেহ, সমজনে প্রীতি, সর্ব্বজনে শুভানুধ্যান,—ইহাই হউক তোমার চরিত্রের বিশেষত্ব। ভাবীকালের মানব-সমাজ তোমাদের ক্রোড়ে আসিতেছে, তোমাদের জীবন সাধারণ হইলে চলিবে না।

স্বামী, দেবর ও অন্যান্য পরিজনদের মনে নিয়ত প্রেরণা সঞ্চারকারিণী হও। পরমেশ্বরের মঙ্গলময় নামে নিজেকে নিমজ্জিত

কর। ইহার ফলে তোমার অন্তর্নিহিত সকল দৈবী শক্তি আপনি জাগরিত হইয়া উঠিবে। তখন জগতে তোমার কোনও কাজই অসাধ্য থাকিবে না।

নামজপ, পরমেশ্বরের গুণানুধ্যান ও নিরন্তর আত্মবিশ্লেষণের দ্বারা কি যে অমিত শক্তির বিকাশ ঘটে, তাহার প্রত্যয় কেবল অনুশীলনের অভাবেই হইতেছে না। অভ্যাস কর এবং সৎকর্ম্মের সৎফল প্রত্যক্ষ ভাবে আস্বাদন কর। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৪৩)

ওঁ শ্রীগুরু

বারাণসী
১লা কার্ত্তিক, ১৩৬৮

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা,—প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

নামে লাগিয়া থাকিও। নামের সেবা করিতে করিতে জীবনের নূতন সার্থকতা, জীবন-যাত্রার নূতন তাৎপর্য্য এবং গুরুবাক্যের নূতন অর্থ সব তোমার নিকটে ধরা পড়িবে। যাহা জান নাই, তাহা জানিবে। যাহা বোঝ নাই, তাহা বুঝিবে। যাহা শোন নাই, তাহা শুনিবে। যাহা পাও পাই, তাহা পাইবে।

দীক্ষিত হইয়াও অনেকে সাধন করিতেছে না। ইহা যে কত বড় মূর্খতা আর কত বড় ক্ষতি, অবোধ বলিয়া ইহা ইহাদের

বুঝিবার সামর্থ্য নাই। সৎপ্রেরণা দিয়া ইহাদের প্রতিজনকে সাধনে উন্মুখ কর। নিজে সাধন কর, তাহা হইলে সকলে তোমার ইচ্ছার দাম দিবে, কথার মূল্য স্বীকার করিবে।

যাহারা আমার আদর্শ এখনো বুঝিতে পারে নাই, তাহাদিগকে বুঝিবার সহায়তা করিও। বুঝাইবার জন্য তিনটী অমোঘ উপায় তোমাদের হাতে আছে। একটী অখণ্ড-সংহিতা, একটী সমবেত উপাসনা, একটী হরিওঁ কীর্ত্তন। সাত্ত্বিকী বুদ্ধি নিয়া এই তিনটীর প্রচার প্রসার করিলে অন্ধকার জগৎ আলোকিত হইবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৪৪)

ওঁ শ্রীগুরু

বারাণসী
১লা কার্ত্তিক, ১৩৬৮

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা,—প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

আমি কুচবিহার বা উত্তরবঙ্গ যাইবার এখন সময় করিতে পারিতেছি না, এজন্য ভাবিও না যে আমি তোমাদের ভুলিয়া গিয়াছি। তোমরা যদি তোমাদের কর্ত্তব্যে অবহিত থাক, তাহা হইলে যে-কোনও সময়ে হঠাৎ আমার প্রগ্রাম হইলেও আমি সাধ্যমত কাজ করিয়া আসিতে পারিব। তোমরা নিজ নিজ কর্ত্তব্য করিয়া যাও।

ছোটদের ঘৃণা করিবার মত পাপ নাই। তাই বলিয়া বড়দেরও বিদ্বেষ করার কোনও অর্থ আছে, তাহা নহে। ছোট-বড় সকলকে লইয়া সংসার। আমরা ছোট-বড় সকলকে সেবা দিব। তবে, ছোটদের প্রতি অধিকতর দরদী, তাহাদের মরমের মরমী হইব। কারণ, অবজ্ঞায় অবজ্ঞায় তাহারা একেবারে আত্মবিস্মৃত হইয়াছে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪৫)

হরিওঁ

বারাণসী

১লা কার্ত্তিক, ১৩৬৮

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা,—প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তারকেশ্বরে যে কাজটুকু করিয়া আসিয়াছি, তাহাতে প্রাণে তৃপ্তি হয় নাই। চারিদিকের শত শত পল্লীতে কাজ করিবার রহিয়াছে। মাঝে মাঝে ঐ সব অঞ্চল হইতে দুই চারিজন লোক আসে, যাহাদের প্রেমপূর্ণ কথাবার্ত্তায় অনুভব করি যে, সমগ্র দেশটা আমাদের চষিয়া দিয়া আসা উচিত ছিল। এরূপ আরও অনেক দেশই আছে, যেখানে আমাদের নির্ভীক মনে ব্রহ্মবাণী লইয়া অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন। কতকগুলি অন্ধ-সংস্কারের অনুবর্ত্তনকে ধর্ম্ম বলিয়া মনে করিয়া একটা দেশ, একটা জাতি,

একটা যুগের প্রায় সকল লোক পৌরুষ-বর্জ্জিত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়া থাকিবে, ইহা সহ্য হইতেছে না। তোমরা সকলে চারিদিক হইতে বাহু বাড়াও, আমি সহস্র বাহু হইয়া, শতকোটিভূজ হইয়া কাজ করি।

কোনও এক স্থানে জনসভায় সমাগত কয়েক সহস্র নরনারী স্তম্ভিত বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া ভাষণ শুনিয়াছিলেন বা অধীর আবেগে করতালি দিয়া আমার ও সাধনার বাগ্মিতাকে অভিনন্দন জানাইয়া ছিলেন, আমাদের শ্রমের ঐটুকুকেই সার্থকতা বলিয়া স্বীকার করিব না। একটী প্রাণী হইলেও আমাদের কথা বুঝিয়াছেন এবং যাহাকে সত্য বলিয়া অনুভব করিয়াছেন, তাহাকে জীবনের কল্পনায় না রাখিয়া জীবনের বাস্তবে রূপদান করিবার চেষ্টায় জনমত, গণমত, সর্ব্বজনের বাধা ও বিরুদ্ধ সমালোচনাকে তৃণবৎ অগ্রাহ্য করিয়া সাহসের সহিত চলিয়াছেন, এই সংবাদ যদি পাই, তবে শ্রমকে ধন্য জ্ঞান করিব।

তোমরা প্রত্যেকে ভগবানের নামে বিশেষ ভাবে অনুরাগী থাকিও। আমার কাজ করিবার ভাবী ক্ষেত্রগুলিতে তোমরা আগে হইতেই শ্রম দিতে আরম্ভ কর। আমার শিষ্যসংখ্যা বৃদ্ধি হউক, এই কামনা একজনেও রাখিবে না। শিষ্য বাড়িলে গুরুর তাহাতে কোনও লাভ নাই, যদি সাধক না বাড়ে। দল বাড়াইবার চেষ্টা হইতে সর্ব্বদা বিরত রহিবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪৬)

হরিওঁ বারাণসী

১লা কার্ত্তিক, ১৩৬৮

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা,—প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

* * * *

ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মণ্ডলীগুলিতে নিরন্তর ভ্রমণ করিয়া প্রত্যেক মণ্ডলীর মধ্যে সেবার ভাব অনুপ্রবেশিত করিয়া দিবার জন্য চেষ্টা করিবে। মণ্ডলী ক্ষুদ্র বলিয়া তাহার চেষ্টা, দৃষ্টিভঙ্গী এবং লক্ষ্যও সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুদ্র থাকিবে, এমন কোনও কথা নাই। ক্ষুদ্রায়তন প্রতিষ্ঠান অনেক বড় বড় সম্ভাবনার জন্ম দিতে পারে, যদি থাকে প্রতিটি ব্যষ্টির ভিতরে অহমিকাবর্জ্জিত সেবাবুদ্ধি। প্রত্যেক কর্ম্মীর মনে রাখা উচিত যে, মণ্ডলী তাহার ব্যক্তিগত কর্ত্তৃত্বের ক্ষেত্রকে প্রসারিত করিবার যন্ত্র নহে, তাহার অহংমদমত্ত মনকে সেবাসূত্রে বিনীত করিয়া সমভাবের ভাবুক হাজারটী মনের সহিত যুক্ত করিয়া দিবার পবিত্র লক্ষ্যেই মণ্ডলীর জন্ম।

মণ্ডলীর সভাপতি, সম্পাদক আদি কর্ম্মিগণ কর্ত্তা নহেন, প্রকৃত প্রস্তাবে ইঁহারা সেবক মাত্র। সেবক থাকিবে বিনীত, তার পক্ষে উদ্ধত মেজাজ তাহার পদবীর সহিত সঙ্গতিযুক্ত নহে। সবাই নিজেদের কর্ত্তৃত্ববোধ ভুলিয়া যাউক। সকলে সেবকের

ভাব নিয়া কাজ করুক। সেবকের ভাব নিয়া কাজ করিলে ঈর্ষ্যা, দ্বেষ, নিন্দা, ভুল বুঝাবুঝি ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার অবসান হইবে। যেখানে দেখিবে অহং মাথা চাড়া দিয়া উঠিয়াছে, সেখানেই সকলকে লইয়া নীরব জপযজ্ঞে বসিয়া যাইবে। সবাই মিলিয়া এক সাথে নীরবে ভগবানের মঙ্গলময় নাম জপিতে জপিতে আস্তে আস্তে মনের গ্লানি ও দৃষ্টির ভ্রম দূর হইবে, হিসাবের ভুল ও বিচারের বিভ্রাট কমিয়া যাইবে।

যে নিজেকে যতটা খাঁটি হইতে চেষ্টা করিবে, মণ্ডলীর সেবায় তাহার ততটা যোগ্যতা বাড়িবে। উচ্চ চীৎকারে যোগ্যতা বাড়ে না, নিজেকে অভিজ্ঞ বলিয়া জ্ঞান করিলেও বাড়ে না, বাড়ে কেবল নিজেকে যবনিকার পিছনে টানিয়া নিজের সকল শক্তি পরমপ্রভুর প্রিয় কার্য্যে নিয়োগ করিলে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪৭)

হরিওঁ বারাণসী

১লা কার্ত্তিক, ১৩৬৮

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা,—প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার অভিযোগ-পত্রখানা শ্রীমান্ সু——র নিকট

পাঠাইয়াছিলাম। সে নিজের দোষ স্বীকার করিয়াছে এবং লিখিয়াছে যে কারণ যাহাই থাকুক না কেন, একটী সজ্জন তাঁহার গৃহে মাঙ্গল্য-প্রয়োজনে সমবেত উপাসনা করিতে চাহিয়াছেন, তাহাতে যোগদান না করা অন্যায়ই হইয়াছে। যে নিজের অন্যায় বুঝিয়াছে, তাহার উপরে আর রাগ রাখিয়া লাভ কি? তুমি তোমার মন হইতে সকল ক্ষোভ ও বেদনা দূর করিয়া দাও। ভবিষ্যতে তোমার গৃহে কোনও মাঙ্গলিক প্রয়োজনে ইহাদের ডাকিলে ইহারা সকলেই যোগ দিবে। এই বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাকিও।

তুমি আমার দীক্ষিত শিষ্য না হইলেও আমার জীবনাদর্শের প্রতি অনুরক্ত। তুমি তোমার নবজাত পুত্রের ষষ্ঠী অনুষ্ঠানে প্রচলিত ক্রিয়াকর্ম্ম ত্যাগ করিয়া সমবেত উপাসনা দ্বারা অখণ্ডমতে কাজ করিতে আগ্রহী হইয়াছ। এই অবস্থায় আমার দীক্ষিত শিষ্যদের কেহ কেহ স্বজনগণ সহ তোমার গৃহের উপাসনায় যোগ দিতে বিরত রহিয়াছে, ইহা আমার পক্ষেও গুরুতর লজ্জার কথা। যাহা হউক, যাহারা সমবেত উপাসনাটী বর্জ্জন করিয়াছিল, তাহারা যখন নিজেদের ভুলটী বুঝিতে পারিয়াছে, তখন এই বিষয় নিয়া তুমি আর কোনও আলোচনা বা আন্দোলন করিও না। তাহাদিগকে সসম্মানে নিজেদের ভ্রমসংশোধনের সুযোগ দাও।

পুনরপি আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪৮)

হরিওঁ বারাণসী

১লা কার্ত্তিক, ১৩৬৮

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা,—প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। নিজের দোষ স্বীকারে কাহারও সম্মান কমে না, অনেক ক্ষেত্রে বাড়ে। যে কাজে দোষ বুঝিয়াছ, সে কাজ আর করিবে না।

চারিদিকে তোমাদের কত কাজ করিবার রহিয়াছে। বলিতে গেলে, তোমরা সেই সকল বিষয়ে উদাসীন। যাহারা কর্ত্তব্যে উদাসীন নহে, তাহারা কিন্তু বীরভোগ্যা বসুন্ধরাকে অধিকার করিয়া চলিয়াছে। প্রকৃত কথা তোমরা কবে বুঝিবে, বলিবে? ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪৯)

হরিওঁ বারাণসী

১লা কার্ত্তিক, ১৩৬৮

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা,—প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমাদের সহরে বহু অখণ্ড। প্রতিজনে যাহাতে সাধনপরায়ণ হয়, তাহা কর, ইহা আমি চাহি। প্রত্যেকের নিকটে আমার আবেদন পৌঁছাও।

তোমাদের দীক্ষাগ্রহণ একটা তুচ্ছ ঘটনা নহে। ইহা একটা জাতির ইতিহাস-রচনা। তোমরা গতানুগতিক পথ আশ্রয় কর নাই। নবজীবনের তোমরা বার্ত্তা আনিয়াছ। নবযুগের তোমরা সৃষ্টি করিবে। নিজেদিগকে ছোট করিয়া হেয় করিয়া দেখিও না।

আত্মবিশ্বাস আত্মশ্রদ্ধার জন্ম দেয়। আত্মশ্রদ্ধা আত্মচেতনার বিস্তার সাধন করে, আত্মচেতনা সকলকে আপন করিবার ব্যগ্রতা দেয়, সকলকে আপন করে। সকলকে আপন করিলে বিশ্ব তোমার সহিত অভিন্ন হইয়া যায়। এই অভিন্নত্বই অখণ্ডত্ব।

এত বড় মহনীয় তত্ত্বে তোমাদের জন্ম। তোমরা অখণ্ড-নামের অযোগ্য কেহ থাকিও না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫০)

হরিওঁ

বারাণসী

১লা কার্ত্তিক, ১৩৬৮

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা,—প্রাণঢালা স্নেহ জানিও।

তোমার পত্র পাইয়াছি। কিন্তু ব্যস্ত ছিলাম, তাই এত দেরীতে জবাব দিতেছি।

মণ্ডলীকে শক্তিশালী করিতে হইলে ধনবান বা প্রতিপত্তিশালী

লোককে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতিতে নিতেই হইবে, তাহা নহে। মণ্ডলীর শক্তি বাড়ে সদস্যগণের অকুণ্ঠ সেবা ও ত্যাগের দ্বারা। ধনবলে বা কৌশলে কখনো মণ্ডলীর শক্তি বাড়িতে পারে না। কর্ত্তৃত্বলোভহীন সেবা দ্বারা মণ্ডলীর শক্তি বাড়াইতে হয়। অদোষদর্শী পারস্পরিক সহযোগের দ্বারা মণ্ডলীর উচ্চ শির উচ্চতর করিতে হয়। একে অন্যের জন্য ত্যাগ স্বীকার করিবার মত সুগভীর প্রেম ও সুনিবিড় আস্থা দিয়া মণ্ডলীর ভাঙ্গাচূড়া ইমারতকে দৃঢ়নিবদ্ধ করিতে হয়। তোমরা ত্যাগ সেবা ও প্রেম দিয়া দুর্জ্জয় হও, না—অজেয় হও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫১)

হরিওঁ

বারাণসী

৪ঠা কার্ত্তিক, ১৩৬৮

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা,—আমার বিজয়ার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও। নব-বল, নব উৎসাহ নিয়া কর্ত্তব্যকর্ম্মে আত্মনিয়োগ কর।

তোমার পত্রের এক অংশে আশ্রমাধ্যক্ষের বিরুদ্ধে অমনোযোগিতা এবং সহকর্ম্মীদের অভাব-অভিযোগ সম্পর্কে উদাসীনতার অভিযোগ আছে। এজন্য পত্রের সেই অংশ তাহাকে

পাঠাইয়া দিলাম। কারণ, তাহার দিক্ হইতে কি বলিবার আছে, তাহা না শুনিয়া এক-তরফা একটা রায় দিতে পারি না। পৃথিবীর কোনও বিচারালয়েই এক-তরফা রায় দিবার রীতি নাই। দুই পক্ষের কথা শুনিবার জন্য বিচারে যদি কিছু দেরী হয়, তবে তাহাকে নিষ্ঠুরতা বা হৃদয়হীনতা বলিয়া মনে করা ঠিক হইবে না। স্বেচ্ছাচারী রাজার দেশে অবশ্য এক-তরফাই ডিগ্রী হইয়া যায় কিন্তু আমার আশ্রম সেই তন্ত্রে চলে না। অশন-বসনের দিক্ দিয়া তোমার যাহা অভাব, তাহা সাধ্যমত দূর করিতে আমি আশ্রমাধ্যক্ষকে নির্দ্দেশ দিতেছি। কিন্তু এই সঙ্গে একটা কথা মনে রাখিও যে, আমরা অযাচক বলিয়া আমাদের আয়ের রাস্তা প্রশস্ত নহে। আমাদের পক্ষে ছেঁড়া জামা, ছেঁড়া কাপড়খানাকে কাটিয়া ছাটিয়া বালিশের ওয়াড় তৈরী করিয়া নেওয়া দোষের নহে, প্রশংসার। ছিন্ন বস্ত্রে ত্যাগীর সম্মান কমে না, তবে মলিন বস্ত্রে স্বাস্থ্যহানি হয়। দরিদ্র আশ্রমে থাকিয়া কখনো কখনো ছিন্ন বসন পরিধানকে স্নেহের দৃষ্টিতে দেখিতে হয়, রোষের দৃষ্টিতে নহে। যে প্রতিষ্ঠান অযাচক, তাহার কর্ম্মীরা নিজেদের রুজি দ্বারা নিজেদের ব্যয়-বহনের ব্যবস্থা করিবেন। ইহার ফলে আহারীয় সামগ্রীর অন্যায় অপচয় এবং পরিধেয় বস্ত্রের সমারোহী প্রাচুর্য্য অসম্ভব হইয়া পড়ে। জনসেবীর জীবন স্বেচ্ছাবৃত দারিদ্র্যের জীবন, —কতটা আরামের অভাব হইল, তাহা তাহার বিচার্য্য নহে। বাস্তব অবস্থা পরম সুখে কালযাপনের প্রতিকূল হইতে পারে,

কিন্তু প্রকৃত ত্যাগী অভাব, অনটন ও অপ্রাচুর্য্যের মধ্যেও মনটীকে হৃষ্ট রাখেন। মনটী তার সদা সন্তুষ্ট, কেবল এই গুণেই তিনি ত্রিভুবনবিজয়ী সম্রাটের চেয়ে অধিকতর মান্য এবং সর্ব্বজনের পূজ্য।

মশার উপদ্রবে মশারি ব্যবহার নিশ্চয় প্রয়োজন, নতুবা ম্যালেরিয়া হইয়া গুরুতর স্বাস্থ্যভঙ্গ ঘটিতে পারে। কিন্তু যে পুরাতন মশারি খানা আছে, তাহাকে আর কতদিন ব্যবহার করা সম্ভব, তাহা ত' আগে দেখিতে হইবে। তোমরা কত প্রয়োজনীয় জিনিষ তুচ্ছ করিয়া ফেলিয়া দাও। তোমাদের ওখানে গেলে কেবলি দেখিতে পাই, এই দিকে অপচয়, ঐ দিকে ক্ষতি। নগদ কাঁচা টাকাগুলি সংগ্রহ করিয়া আমি দেই, সেগুলি কত দ্রুত ব্যয় করিয়া দেওয়া যায়, তোমাদের অজ্ঞাতসারে তাহাই তোমাদের প্রায় প্রতিজনের ঝোঁক। যে পরিমাণ তেল দিয়া রান্না করিলে যকৃতের দফা রফা হইবে, তোমরা সেই মাত্রা লঙ্ঘন করিয়া রান্নার সামগ্রী উনানে চড়াও। জনে জনে পাতে ভাত ফেল। এমন অপরিষ্কৃত অপরিচ্ছন্নভাবে খাও যে, উঠিয়া যাইবার পরে বুঝা কঠিন হয় যে, এখানে কেহ আহারে বসিয়াছিল, না, অন্য কোনও ন্যক্কারজনক কাজ করিয়াছিল। এই সমস্তেরই মূল হইতেছে, অপচয়ের মজ্জাগত কদভ্যাস। এক আউন্স জল প্রয়োজন হইলে আমি চেষ্টায় থাকি যেন দেড় আউন্স জল গড়ান না হয়, আর তোমরা বেগুন ভাজিয়া ভাজা তেলটী নিয়া নর্দ্দমায় ফেল। এক

কণা ঘাস পাইলে আমি নিয়া সারের গাদায় ফেলি, আর তোমরা কত দরকারী জিনিষ এখানে সেখানে ফেলিয়া রাখ, কোনটী রৌদ্রে ফাটিয়া নষ্ট হয়, কোনটা জলে পচিয়া নষ্ট হয়, কোনটী উই পোকার খাদ্য হয়। প্রতিজনে নিজ নিজ চরিত্র হইতে এই অপচয়ের অভ্যাস যদি পরিহার না কর, তাহা হইলে তোমরাই বা মানুষ হইবে কি করিয়া, আমাদের জীবনের অধিকাংশ পরমায়ু ব্যয় করিয়া যাহা গড়িলাম, সেই প্রতিষ্ঠানই বা বাঁচিবে কি করিয়া? আমার জীবনের অধিকাংশ গান রচিত হইয়াছে ব্যবহৃত খামের উল্টা পিঠের সাদা কাগজটুকুতে। বারাণসী আশ্রম প্রতিষ্ঠার সময়ে সাধনা ও স্নেহময় আশ্রমটী চালাইয়াছে পুরাতন পোষ্টকার্ড কাটিয়া পাখী বানাইয়া তাহা বিক্রী করিয়া। তুচ্ছ জিনিষের সদ্ব্যবহার না শিখিলে কত কাল চলিবে বল? একটা মশারি বা একটা বিছানার চাদর খুব বড় কথা নহে কিন্তু এখানে আমার ছেঁড়া গেঞ্জীগুলি কাটিয়া যে বালিশের ওয়াড় আজও তৈরী হয়, এই কথাটুকু স্মরণে রাখ।

ওখানে তোমাকে কুলী-মজুর খাটাইতে হয়, মন-মেজাজ খারাপ করিতে হয় এবং শ্রমিকদের দুই-তৃতীয়াংশ স্ত্রীলোক বলিয়া তাহাদের সান্নিধ্যে মাঝে মাঝে চিত্ত-বিকারে কষ্ট পাইতে হয়। এই জন্য তুমি অন্য আশ্রমে আসিতে চাহিতেছ। বেশ কথা। সময় এবং সুযোগ অনুযায়ী তোমাকে অন্যতর কর্ম্মক্ষেত্রে আনিয়া

ফেলিব বৈ কি? কিন্তু কোনও প্রকার মানসিক দুর্ব্বলতা বশতঃই তুমি তোমার বর্ত্তমান কর্ম্মক্ষেত্র ত্যাগ করিতে প্রতিবেশী গ্রামের যুবকেরা একদিন আসিয়া তোমাদের কয়েকজনকে খুবই মারপিট করিয়া গিয়াছে বলিয়াও ভয়ে এ দেশ ত্যাগ করিতে পার না। একদা পূর্ব্ববঙ্গের রহিমপুরে আমার জীবনের উপরে নিদারুণ আশঙ্কার কারণ ঘটিয়াছিল। গ্রামবাসীরা যুক্ত করে আসিয়া এই অনুনয় নিয়া পায়ে পড়িয়াছিলেন যেন আমি আমার প্রাণটীকে অকাল বিয়োগ হইতে বাঁচাইবার জন্য ঐ অঞ্চল ত্যাগ করি। কিন্তু তাঁহারা ভয় পাইলেও আমি ভয় পাই নাই। কিন্তু ভয়ের কারণগুলি সত্য সত্যই প্রত্যক্ষ ছিল, তাই ভগবান্ ইংরাজের বন্দীশালে বিনা বিচারে প্রেরণ করিয়া আমাকে ধর্ম্মান্ধ আততায়ীদের ছুরিকাঘাত হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। দেশত্যাগ যদি পরমেশ্বরের অভিপ্রায় হইয়া থাকে, তবে এভাবেই তিনি তোমাকে বা আমাকে বা আশ্রমের বর্ত্তমান অধ্যক্ষকে ঐ দেশ হইতে সরাইবেন। সরিয়া যে যাইতে হইবে, এমন একটা ইঙ্গিত কি সম্প্রতি তোমরা সকলে পাও নাই? কিন্তু ভয়ে, তাহা উৎপীড়নেরই হউক বা প্রলোভনেরই হউক, কোনও প্রকার ভয়েই তোমরা তোমাদের কর্ম্মস্থল ত্যাগ করিতে পার না এই কথাটি বাবা ভাল করিয়া মনে রাখিও।

চেঁচামেচি না করিলে কুলীরা কাজ করে না, কিন্তু এই কুলীরা

সকলেই ত' তোমার ভাই। মানুষ মাত্রেই তোমার ভ্রাতা, কুলীরা কি অন্য কিছু হইবে? তদুপরি এই সকল কুলীদের মধ্যে অনেকেই সম্প্রতি দুই এক বৎসরের মধ্যে তোমার গুরুভাইও হইয়াছে। কাজের সময়ে দরকার মত রুক্ষ হইতে হয় বলিয়া কর্ম্মস্থল হইতে ঘরে আসিয়াও কি সেই রুক্ষতাকে মনের মধ্যে জাগাইয়া রাখিবে? অভ্যাস কর, যাহাতে তাহা না হয়। আমিও ত' কর্ম্মক্ষেত্রে রুদ্র, কিন্তু তাই বলিয়া ব্রহ্মাণ্ডের কেহ কি বলিতে পারিবে, আমি স্নেহহীন? বাহিরে রুদ্র থাকিয়াও ভিতরে কি করিয়া শান্ত থাকিতে হয়, তাহারই ত' অনুশীলনের ক্ষেত্র পাইয়াছ। এখনই তাহা পরিত্যাগ করিবে?

স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে একটী অব্যক্ত আকর্ষণ ঈশ্বরের বিধানেই সৃষ্ট হইয়া আছে। সেই আকর্ষণকে ঘৃণ্য তামসিকতা হইতে সাত্ত্বিকতায় উন্নীত করিবার পথ তুমি জান। ইহারা তোমার ভগিনী, ইহারা তোমার মা, ইহাদের প্রতিজনের মধ্যে তোমার কামজয়ী জিতেন্দ্রিয় গুরুদেব আত্মারূপে বিরাজ করিতেছেন। একটু চেষ্টা করিলেই এই ভাবে দৃষ্টি-সঞ্চালন করিতে পারিবে। ইহা কঠিন কাজ নহে।

বারাণসী আসিতে চাহিয়াছ। কিন্তু বাবা, বারাণসীতে শৃঙ্খলা একটু কঠোর। এখানে রান্নায় তৈল অতি অল্প ব্যবহার হয়, এখানে তরিতরকারীর অপচয় করিতে দেওয়া হয় না, এখানে এক কণা

ভাত কাহারও থালা হইতে অসতর্কতা বশতঃ মাটিতে গড়াইয়া পড়ে না। এখানে অপচয় নিবারণের দিকে তীব্র লক্ষ্য। ওখানে নিজেদের স্বাধীনমত থাকিয়া খাইয়া কি এখানে টিকিয়া থাকিতে পারিবে? যদি পার, বেশ ত' সময় মত আসিবে। এখন প্রতীক্ষা কর। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫২)

হরিওঁ

বারাণসী

৪ঠা কার্ত্তিক, ১৩৬৮

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা,—তোমরা সকলে আমার বিজয়ার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

নববর্ষে বলীয়ান হইয়া প্রতিজনে নিজ নিজ কর্ত্তব্যে হাত দাও। হারিয়া যাইবে, এই ভয় মন হইতে দূর করিয়া দাও। দুর্ব্বলতার সহিত মিতালি করিও না, অসরলতার সহিত আপোষ করিও না ; ভ্রম-ভ্রান্তিকে প্রশ্রয় দিও না। সরল, সহজ, স্বাভাবিক সততায় জগতের সেবাব্রত গ্রহণ কর এবং প্রকৃত সেবক হইয়া জীবন সার্থক কর। কর্ত্তৃত্বের দ্বন্দ্ব হইতে নিজেকে সরাইয়া নিয়া

যেদিক দিয়া যেটুকু পার সমাজের কল্যাণ কর। কার কত নাম হইল, যশ হইল, ইহাই বড় কথা নহে, কে কত সেবা দিল, ইহাই বড় কথা।

আমার প্রত্যেকটী চিন্তা, বাক্য ও চেষ্টা তাৎপর্য্যপূর্ণ। সেই গভীর তাৎপর্য্য বুঝিবার জন্য তোমাদিগকে সাধন করিতে হইবে। কেহ সাধনে ঢিলা দিও না। সাধারণ বিচার বা ভাসা-ভাসা দৃষ্টি দিয়া আমাকে কেহ বুঝিতে পারিবে না। আমাকে বুঝিতে হইলে সাধনা চাই। আমার প্রতিটি পুত্র-কন্যা সাধনপরায়ণ হউক। ইহাই আমি চাই। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৫৩)

হরিওঁ বারাণসী
৪ঠা কার্ত্তিক, ১৩৬৮

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা,—

বিজয়ার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমাদের সম্মুখে কর্ত্তব্য, পশ্চাতে কর্ত্তব্য, অতীতে কর্ত্তব্য, ভবিষ্যতে কর্ত্তব্য, বিশ্বতোমুখ কর্ত্তব্য পালনের দায়িত্ব নিয়া তোমরা

আমার বুকে আসিয়া ঠাঁই নিয়াছ। সাধ্যমত কাজ করিয়া যাও, আমি তোমাদের প্রাণে দিব আশা, বুকে দিব বল, হৃদয়ে দিব উৎসাহ-সঞ্জীবনা। নিমেষের জন্যও নিজেকে দুর্ব্বল ভাবিও না।

তোমরা কেহ কেহ আমার প্রতিষ্ঠিত শাখা-আশ্রমগুলি সম্পর্কে খুব ভাবিতেছ। ইহা সুখের কথা। কিন্তু মূল ঠিক্ না থাকিলে বাহিরের প্রচেষ্টায় শাখা বাঁচে না। এই জন্য আমি মূলে যাহাতে ভুল না হয়, তাহার দিকে লক্ষ্য দিয়াছি। কি আদর্শের কি যে রূপায়ণ আমি চাহি, চিন্তাশীলতার সহিত তোমরা তাহা অনুধাবন কর। ভাসা-ভাসা দৃষ্টিতে উপর উপর দেখিলে ত' বাবা কিছুই বুঝিতে পারিবে না। আমি জীবনে নিজের প্রাতিষ্ঠা চাহি নাই। চাহিয়াছি মানুষকে নিজ স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত করিতে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৫৪)

হরিওঁ বারাণসী
৮ই কার্ত্তিক, ১৩৬৮

কল্যাণীয়েষু ঃ—

তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা আশিস নিও।

আমি যে তিরস্কার করি, তাহাতে প্রেমের মধু নিশান আছে, তাহা অনুভব করিতে চেষ্টা করিও। দৃষ্টির অন্তর্মুখীনতার অভাবে

তোমরা প্রায় প্রত্যেকেই সত্য বস্তুর প্রকৃত উপলব্ধি হইতে বঞ্চিত হইয়া থাকিতেছ, ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়। তোমার হৃদয়ে প্রেম থাকিলে, তবে তুমি অপরের প্রেমকে উপলব্ধিতে আনিতে পারিবে। তাই বলি বাবা, সকলের আগে প্রেমিক হও। প্রেমিক বুঝিতেও পারে, সহিতেও জানে।

অবোধ, অজ্ঞান, বে-দরদী, বিবেচনাবর্জ্জিত, সহানুভূতিহীন গ্রাম্য সংস্কারের ক্রীতদাসদিগকে শিষ্যরূপে পাইলে গুরুদেবের যে লাঞ্ছনা অবশ্যম্ভাবী, এই কথাটা একেবারে মিথ্যা নহে। ইহারা নিজ নিজ ক্ষুদ্র অভিমান ও অভিযোগ নিয়াই চিরকাল মসগুল থাকে। ঊর্দ্ধের কোনও চেতনা ইহাদের কাছে প্রত্যাশা করা দুঃসাহসের কাজ। সেই দুঃসাহস লইয়াই আমি তোমাদের ভালও বাসি, তিরস্কারও করি।

তোমরা ভাবিতেছ,—"অনেক কাজ। সুতরাং হাতের কাছে যাকে পাই, তাকে দিয়াই কাজ করাইব।" না, যাহাকে পাইবে, তাহাকে দিয়াই কাজ করান চলিবে না। সে কাজে অকাজ হয়। সে কাজের পরিণাম হয় অশুভ। যে ব্যক্তি বিষ্ঠার পাত্র মাথায় নিয়া ঘুরিতেছে, তাহার আচরণ ও রুচির পরিবর্ত্তন না হওয়া পর্য্যন্ত তুমি তাহাকে দেবপূজার পুষ্পাহরণে বা অর্চ্চনান্তে প্রসাদ বিতরণে নিয়োগ করিতে পার না। সে শুদ্ধ হউক, পবিত্র হউক, তবে ত' তাহার সঙ্গে কাজের কথা চলিতে পারে। পৃথিবীর সব লোক যদি কাজ ছাড়িয়া দেয়, তবু আমার কাজ আমি করিয়াই

যাইব। কর্ম্মী কম বলিয়া আমার কাজ ঠেকিবে না, জানিও। আদর্শে যে নিষ্ঠাবান, কর্ম্মী তাহার কম বলিয়া কাজ ঠেকে না। যাকে তাকে কর্ম্মী রূপে সম্মান দানের দ্বারা আদর্শের প্রতি নিষ্ঠাশৈথিল্যের ইঙ্গিত মিলে। একটা রাজনৈতিক দৃষ্টান্ত দিলে ব্যাপারটা বুঝিবে। কংগ্রেসের আদর্শ মহৎ। কিন্তু বিধানসভা ও লোকসভার আসন নিজ দলের অধিকারে রাখিবার জন্য এই রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানটী এমন সকল লোককেও নির্ব্বাচনের মনোনয়ন দিয়াছেন এবং দিতেছেন, যাহারা সমগ্র জীবন বা জীবনের বৃহত্তম অংশ প্রকাশ্যে কংগ্রেসের ঘোষিত আদর্শের ও গৃহীত কর্ম্মনীতির বিরুদ্ধে কাজ করিয়াছে, এখনো করিতেছে এবং ভবিষ্যতে যে করিবে না, এমন কোনও নিশ্চয়তা নাই। ইহা দ্বারা কংগ্রেসের আদর্শ ভ্রষ্টতা সূচিত হইতেছে। আদর্শ ভ্রষ্ট প্রতিষ্ঠান মৃত প্রতিষ্ঠানের কনিষ্ঠ সহোদর মাত্র।

কর্ম্মী কম বলিয়া আমার কাজ ঠেকিবে না জানিও। তোমরা কর্ম্মী পাইবার প্রয়োজনে বিরুদ্ধবাদী, বিরুদ্ধকারী, কুকথা রটনাকারী, কুচক্রী ও কদাসক্ত ব্যক্তিদের সহায়তা নিও না। শুদ্ধচেতা, শুদ্ধমনা, শুদ্ধলক্ষ্য, শুদ্ধসত্ত্ব দুই চারি, পাঁচ জনে কাজ করিলেই যথেষ্ট। কোনও অসাধারণ যোগ্যতার বলে দলে দলে কর্ম্মী সৃষ্টি করিতে পার ত' ভাল কথা। কিন্তু আদর্শের প্রতি আনুগত্যহীন, সঙ্ঘের প্রতি অনুরক্তিহীন, সরল সহজ সততাপূর্ণ

কর্ম্মকৌশলে অবিশ্বাসী পাপাভিসন্ধিপরায়ণ একজনের উপরেও একটী দূর্ব্বাঘাস উপড়াইবার ভার যেন দেওয়া না হয়।

আমি আমার শিষ্যদিগকে কখনও আমার প্রতি আনুগত্যের শিক্ষা দেই নাই। শিক্ষা দিয়াছি মূল লক্ষ্যে স্থির থাকিবার এবং মূল লক্ষ্যের পথে আমাকে বাধাস্বরূপ মনে করিলে তৎক্ষণাৎ এবং বিনা দ্বিধায় আমাকে পরিত্যাগ করিবার। কিন্তু তাই বলিয়া আমি কাহাকেও আমারই সঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত থাকিয়া আমার বিরুদ্ধতা করিবার অধিকার দেই নাই। সুতরাং আমার কোনও কাজের ভার তোমরা এমন একটী প্রাণীর হাতেও দিবে না, যে আমার বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করে, আমার সম্মান, প্রতিপত্তি, প্রতিষ্ঠায় ক্লেশ বোধ করে, আমাকে অপমানিত দেখিলে সুখী হয়, আমার অপমানকারীদের সহিত মিত্রতা করে, আমার আদর্শের দোহাই দিয়া আমার আরব্ধ কর্ম্মগুলিকে পঙ্গু ও পণ্ড করিবার চেষ্টা করে। ইহাদের প্রতিও আমার প্রাণ অফুরন্ত প্রেমেই গতিশীল কিন্তু কলেরা, বসন্ত, প্লেগরোগীকে যেমন হাসপাতালে পর্যন্ত আলাদা স্থানে রাখে, ইহাদের সম্পর্কেও তদ্রূপ ব্যবস্থা প্রয়োজন। কাহাকেও এত প্রয়োজনীয় মনে করিও না যে, তাহার মনের ভিতরে নিদারুণ কুষ্ঠরোগের প্রাদুর্ভাব দেখিবার পরেও তাহাকে দিয়া কাজ করাইতে হইবে। তাহার ছোঁয়াচ লাগিয়া আরও কত নিষ্পাপ, সুন্দর, শুদ্ধ মনে কুষ্ঠের বিস্তার হইবে, তাহা কি হিসাব করিয়া দেখিয়াছ? যে স্বচ্ছ, যে পবিত্র, যে শুচি, যে শুদ্ধ, যে

নির্ম্মল, যে নিষ্কলুষ, যে প্রেমিক, যে দরদী, একমাত্র তাহাকে আমার কাজ করিবার অধিকার দিবে। এই সকল সদ্‌গুণ যাহার আছে, সে কাহার পুত্র-কন্যা, কাহার পৌত্র-পৌত্রী বা কাহার দৌহিত্র- দৌহিত্রী, ইহা বিচারের প্রয়োজন নাই। যাহারা বিরুদ্ধতাকে কর্ত্তব্য বলিয়া জ্ঞান করিতেছে বা বাহিরে আনুগত্যের মুখস পরিয়া ভিতরে ভিতরে বিরুদ্ধতার বীজাণু সঞ্চারণের প্রয়াস পাইতেছে, তাহারা সঙ্ঘের বাহিরে থাকিয়া যত পারে বিরুদ্ধতা করুক। ঘরের ইন্দুর হইয়া বেড়ার বাঁধ কাটিতে কাহাকেও দেওয়া হইবে না।

কাজ শুধু তাহাদের দ্বারাই করাও, যাহারা মনে প্রাণে অনুগত। যাহাদের ভিতরে দ্রোহ ভাব আর গুরুনিন্দার প্রবণতা, নিজেদিগকে গুরুদেব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া যাহাদের অহমিকা, গুরুদেবের আগমন-উপলক্ষ্যে করণীয় কোনও কাজে যেন তেমন একটী লোককেও হাত ছোঁয়াইতে দেওয়া না হয়। তাহাদের অপবিত্র সেবা হইতে সঙ্ঘকে বাঁচান প্রয়োজন। এই কথা তোমরা সর্ব্বদা মনে রাখিও যে, অন্য কেহ কাজ করুক আর না করুক, আমার কাজ আমি করিবই করিব। সুতরাং "কাজ বুঝি হইল না" এই মিথ্যা আশঙ্কার বশবর্ত্তী হইয়া তামসিক ও দ্রোহপরায়ণ লোকদের কাজ করিতে দিয়া অনুষ্ঠানের কৌলীন্য তোমরা নষ্ট করিও না। আমার প্রতি দ্রোহ যে-কেহ করিতে পারে, সেই অধিকার আমি প্রত্যেককে দিয়াই রাখিয়াছি কিন্তু দ্রোহকারীকে

সঙ্ঘের বাহিরে থাকিতে হইবে। ভিতরেও থাকিব, দ্রোহও করিব, ইহা হইতে পারে না।

দিন আর নাই। যাহারা কাজ করিবে, তাহাদের এখন আর অবসর নাই বলিব। তোমরা কে কি কাজ করিতেছ, জানি না কিন্তু সব চেয়ে বড় কাজ হইতেছে, নিজেকে চরিত্রবান্, ভক্তিমান, বিনয়ী ও বিশ্বাসী করা। একাজটীতে তোমরা কেহই অবহেলা করিও না। তোমাদের প্রত্যাসন্ন পরিকল্পনা ব্যর্থ হইয়া যায়, যাউক, তবু এমন একজন লোকের হাতে কার্য্যভার অর্পণ করিও না, যে আনুগত্যহীন। তোমাদের মণ্ডলীর ভিতরে এবং ইহার সংস্রবে এমন অনেক বর্ণচোরা আম আছে, যাহারা নিজ নিজ প্রতিষ্ঠা রক্ষার জন্য খুব উপাসনা করে, তুমুল কীর্ত্তন করে কিন্তু আনুগত্য নাই। প্রচ্ছন্ন দ্রোহভাব নিয়া ইহারা উপযুক্ত সুযোগের প্রতীক্ষায় সন্তর্পণে বিচরণ করিতেছে। ইহাদের অন্যায়কে শাসন করিবার লোক সহরটীতে নাই বলিয়া অনেক অন্যায় করিয়াও ইহারা সহরের রাজপথে বুক ফুলাইয়া বিচরণ করে। তোমাদের অনুষ্ঠান যদি অসফল হয়, তাহা হইলে অকপট সমাজসেবী স্বরূপানন্দের তাহাতে কোন্ ক্ষতি হইবে? তোমাদের সহরে আমার আগমনের তারিখটী যদি ঐ সহরের জীবনে ব্যর্থই হইয়া যায়, বরং ব্যর্থই হউক, ইহাতে কি যায় আসে? অমুককে চটাইব না, তমুককে ঘাটাইব না, সুতরাং ইহাদিগকে তুষ্ট রাখিবার জন্য কাজের এক একটা দায়িত্ব দিতেই হইবে,—তোমাদের এই সকল সতর্কতামূলক

মনোভাব মনের দৈন্য, সাহসের অভাব এবং নিদারুণ ক্লীবতা ব্যতীত আর কিছুই নহে। তোমরা মনে করিয়া থাক যে মহত্ব দেখান হইতেছে কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে প্রমাণিত করিতেছ তোমাদের নপুংসকতাকে। কাপুরুষতার সহিত কেন আপোষ করিবে?

তুমি ভিন্ন দেশ হইতে আসিয়াছ। তুমি বুঝিবে না যে এই নোংরা সহরটীতে কত নোংরামি আছে। তুমি ইহাও বুঝিবে না যে, এই মহান্ সহরটীতে কত মহত্ত্ব আছে। যাহাদের নোংরা মন, নোংরা মুখ, নোংরা কর্ম্মচেষ্টা, তাহাদের সংস্রব হইতে নিজেকে সযত্নে দূরে রাখিয়া তোমার সুনির্ম্মল স্বভাবটীকে অক্ষত রাখিও। যেখানে দেখিবে, ক্লীবতার সহিত আপোষ নাই, মিথ্যার প্রশ্রয় নাই, দুর্ব্বলতার সহিত মিতালী নাই, ছলনা কপটতা, ষড়যন্ত্র নাই, মাত্র সেখানেই মিশিবে, মাত্র সে হাতেই কাজের ভার অর্পণ করিবে। আমি চাহি না যে, এই নির্দ্দিষ্ট অনুষ্ঠান সম্পর্কে কোনও কাজের ভার এমন হস্তে অর্পিত হউক, যে হস্ত গুরুদ্রোহে কলঙ্কিত। যাহারা বাহিরে আনুগত্যের ভান করিয়া গুরুদ্রোহীদের বাহবা দেয়, তাহাদের হাতেও কোনও কাজ দিও না। ইহাদের হাতে কাজ দিলে ইহারা অকারণে কৌলিন্য পায়, বিনা শ্রমে প্রতিষ্ঠা পায় এবং সেই কৌলীন্য ও প্রতিষ্ঠার গৌরবকে প্রতিটি বাঁশের ঝাড়ে ঘৃণের চাষে ব্যবহার করে। ঐ নির্দ্দিষ্ট তারিখটী ঐ নির্দ্দিষ্ট সহরের জীবনে মিথ্যা হইয়া যাউক, তাহাতে অগৌরব

নাই, কিন্তু বিরুদ্ধবাদী, বিরুদ্ধকারী, বিরুদ্ধভাবী ব্যক্তিদের সহায়তায় সাফল্য লাভ করিবার ভিতরে রহিয়াছে অসহনীয় অপমান। সেই অপমানের আস্বাদন লইতে তোমরা আমাকে বাধ্য করিও না। তুচ্ছ সাফল্যের লোভে পাপের কাছে নতজানু হইতে আমি আমার একটী প্রিয়জনকেও দিব না। যে আমার কাজ করিবে, সে শুদ্ধ মনে করিবে, শুদ্ধ প্রাণে করিবে, শুদ্ধ রসনায় কথা কহিবে। আনুগত্য, বিশ্বস্ততা, শ্রদ্ধা, ভক্তি ও অনুরাগ যাহার নাই, সে উপাসনার সুর বা কথার জিম্‌নাষ্টিক্‌স্‌ ভাল জানে বলিয়াই বরণীয় হইতে পারে না।

যাহারা সত্তহীন বিশ্বাসী, দ্বিধাহীন অনুরাগী, কাজের ভার পাইলে তাহারা জগতে অসাধ্য সাধন করিবে। যাহারা দ্রোহভাবাপন্ন ও আনুগত্যহীন, তাহারা কাজকে করিবে কলঙ্কিত। কাজের মর্য্যাদা রক্ষা যদি তোমাদের অভিলষিত হয়, তবে অপাত্রে কার্য্যভার অর্পণে বিরত থাকাই শ্রেয়ঃ পন্থা। ইহা কর্ত্তব্য-সম্পাদনের প্রয়োজনে অবশ্য-গৃহীতব্য কর্ম্মপন্থা। ইহার সহিত অপ্রেমের কোনও সম্পর্ক নাই। আমি আমার প্রতি, আমার কর্ম্মের প্রতি, আমার আদর্শের প্রতি দ্রোহকারী, অনাস্থাকারী, অনিষ্ট-সম্পাদনকারীকেও ভালবাসি। তাহার প্রতি আমার প্রেমের অপ্রাচুর্য্য নাই। তাহাকে আমি বিদ্বেষের দৃষ্টিতে দেখি না। সে যে আমার মুখের উপরে আমাকে দুকথা শুনাইয়া দিতে পারে, সে যে আমার চোখের উপরে আমার কার্য্যক্ষতিকর প্রয়াস চালাইতে

পারে, সে যে আমার কাছে আধ্যাত্মিক ভাবে সত্য সত্য ঋণী থাকিয়াও আমার পায়ে কুঠার হানিবার যোগ্য দুঃসাহস ও দুশ্চেষ্টা রাখে, ইহার মধ্যে মন্দ কিছু থাকিলেও ভালও কিছু আছে। সেই ভালটুকুকে আমি প্রশংসার দৃষ্টিতেই বরং দেখি। মরিচাপড়া তীরধনু অপেক্ষা খাপখোলা তলোয়ার আমি বেশী পছন্দ করি। কিন্তু আমি যখন কর্ম্মী, আমাকে যখন নির্দ্দিষ্ট কতকগুলি কাজ জনহিতকামনায়ই অন্তরের সরল বিশ্বাসে সম্পাদন করিতে হইবে, তখন এমন লোকদের সম্পর্কে আমার অকুণ্ঠ প্রশংসা থাকিলেও তাহাদিগকে কর্ম্মভার আমি অর্পণ করিতে পারি না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫৫)

হরিওঁ বারাণসী

৮ই কার্ত্তিক, ১৩৬৮

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা,—আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তুমি শিলচর আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলে কিন্তু অত্যধিক ভিড়ের জন্য দুই একটীর বেশী কথা বলিতে পার নাই। তাই পত্রে সমস্ত হৃদয় উজাড় করিয়া সব কথা লিখিয়াছ। তোমার পত্রে তোমার সরলতা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা দর্শনে আমি অত্যন্ত সুখী হইয়াছি।

শিক্ষাক্ষেত্রে যে অনাচার চলিয়াছে, আদর্শ-চরিত্র শিক্ষকের যে পরিমাণ অভাব ঘটিয়াছে, ছাত্র-সাধারণের চরিত্রের যে নিদারুণ অবনতি ঘটিয়াছে, তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয় তোমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতেই পাইলাম। কিন্তু বাবা, এজন্য ত' রাগ করিয়া পড়া ছাড়িয়া দিতে পার না। এই সকল বিঘ্ন-বিপত্তির মধ্য দিয়া দুর্ব্বার সঙ্কল্পের বলে তোমাকে সাফল্যের চূড়ান্ত সীমায় উপনীত হইতে হইবে। পড়া বন্ধ করিও না।

জ্ঞান লাভের আশায় বিদ্বান আত্মীয়ের বাড়ী গিয়াছিলে। লাভ করিলে কি? পাপ, মনস্তাপ ও কুজ্ঞান। এখন হইতে সঙ্কল্প কর যে, অন্যের ভরসা না করিয়া তুমি নিজের বলেই জ্ঞানী হইবে। জ্ঞান লাভের নাম করিয়া কাহারও কদাসক্তির ক্রীতদাস হইবে না।

বিনয় ও আনুগত্য বিদ্যা দান করে। কিন্তু অন্যায়ের আনুগত্য আর মহাপাতকের সম্মুখে বিনয় আত্মনাশা ও সর্ব্বনাশা ব্যাপার। তেমন বিনয় ও তেমন বাধ্যতা পরিহার করিতে হইবে। গ্রামে গ্রামে অনেক ধর্ম্মব্যবসায়ীরা আনুগত্য শিক্ষাদানের নাম করিয়া পাপের প্রবেশিকার দ্বারোদ্‌ঘাটন করেন। সে পথ তোমার নয়।

তোমার পিতৃদেব যখন দীক্ষা নিতে সম্মতি দেন নাই, তখন প্রতীক্ষা কর। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৫৬)

হরিওঁ

বারাণসী
৯ই কার্ত্তিক, ১৩৬৮

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা,—প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমরা কালবিলম্ব না করিয়া তরুণ কিশোরদের মধ্যে কাজ আরম্ভ কর। ইহাদের জীবনের ভিত্তি যদি গড়িয়া দিতে না পার, তাহা হইলে আর যত কাজই ইহাদের বা অপরের কল্যাণার্থ কর না কেন, কতকটা গোড়া কাটিয়া আগায় জল ঢালার মতনই হইবে।

তরুণ, কচি, কাঁচা কিশোরদের মধ্যে আমি আবাল্য কাজ করিয়া আসিয়াছি। এ কাজের জন্য খ্যাতি, প্রতিপত্তি, প্রতিষ্ঠা আমি পাই নাই, নাম-যশ-সমাদর আমার হয় নাই, কিন্তু এক একটা অতি তুচ্ছ, অতি সাধারণ, অতি নগণ্য জীবনে যখন বিরাট, মহান্, অবিস্মরণীয় ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটিয়াছে, তখন আমি সুদূর হইতে সে দৃশ্য দেখিয়া আত্মপ্রসাদ, চিত্ত ভরিয়া লইয়াছি। দাবী করি নাই আমি তাঁহার মহত্ত্বের অংশ, পরিচয় দেই নাই আমি আমার কৃতিত্বের। নীরবে দূরে দূরে সরিয়া দেখিয়াছি বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ আসনগুলিতে, বিচারালয়ের পবিত্রতম প্রকোষ্ঠে, রাজ-সিংহাসনের চতুর্দ্দিকে আর দেশহিতার্থে

জীবনোৎসর্গকারীর পূত-পুণ্য-পবিত্র শেষ দেহাবসানের পানে। বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখিয়াছি, নিজেকে তাহাদের নামের সহিত যুক্ত করিয়া গৌরবী হইতে চাহি নাই। অমন গৌরবকে আমি অগৌরব মনে করি।

তোমরাও প্রতিজনে কচি, কাঁচা, কিশোরদের মধ্যে ডুবিয়া যাও। প্রাণভরা প্রেম, মনভরা পবিত্রতা, বাক্যভরা আশ্বাস, কার্য্যভরা বিশ্বাস এবং দেহভরা সংযম লইয়া তোমরা ইহাদের ভিতরে ঢোক। সময় নষ্ট করিও না। বর্ত্তমানের যুবক-যুবতীরা অতি দ্রুত জাহান্নমের পথে ছুটিয়া গিয়াছে। তাহাদের ধ্বংসোন্মুখ গতি প্রতিরুদ্ধ করার ক্ষমতা তোমাদের আছে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫৭)

হরিওঁ

বারাণসী

১৩ই কার্ত্তিক, ১৩৬৮

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা,—তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তুমি তোমার সহধর্ম্মিণীকে দীক্ষিতা করিবার জন্য এতদিন

ধরিয়া অনুনয়-বিনয় করিতেছ। কিন্তু আমি কর্ণপাত করিবার অবসর পাই নাই। এখন হয়ত তাহার দীক্ষার সময় কাছাইয়া আসিতেছে। আমি জিজ্ঞাসা করিতে চাহি যে, আমার ভাব ও আদর্শের সহিত তাহার পরিচয়টী তুমি স্থাপন করিয়াছ কি? না কি কেবল হাতের জল শুদ্ধ করিবার জন্যই দীক্ষাকার্য্যটী সারিতে চাহ?

এই প্রশ্নটী জিজ্ঞাসা করিলে প্রায় প্রতিটি দীক্ষার্থীই মনে মনে বিরক্ত হয়। ভাবে, বাবার কাছে দীক্ষা নিতে আসিলাম, তিনি দীক্ষাটী দিয়া দিবেন, অতিরিক্ত কথার প্রয়োজন কি?

দীক্ষাদান যেখানে ব্যবসায়, দীক্ষাদানের উদ্দেশ্য যেখানে কেবল শিষ্য-সংগ্রহ, শিষ্য-সংগ্রহের অর্থ যেখানে অন্ধবৎ নীয়মান একদল বশংবদ ক্রীতদাসের সৃষ্টি, সেখানে এই প্রশ্নের কোনও ক্ষেত্র নাই। কিন্তু দীক্ষাদান যেখানে দীক্ষিতের প্রকৃত উদ্ধার, দেশের কল্যাণ, জাতির উন্নতি ও জগতের মঙ্গল, দীক্ষাদান যেখানে উন্নততর জীবনে আরোহণের সুনির্দ্দিষ্ট ও সুনির্ভরযোগ্য সোপান, সেখানে এই প্রশ্নের যথেষ্ট অবসর আছে। তাই আমি এই প্রশ্ন করিতেছি।

জমি না চষিয়া বীজ বুনিলে কি গাছ হয়? বটের বীজে হয়। কিন্তু সকল অবস্থাতেই চষিয়া নিলে বীজ সহজে অঙ্কুরিত হয়।

যাহারা নামকেওয়াস্তে দীক্ষা নেয়, তাহাদের জমি চষিবার দায় নাই, অন্যের আছে।

দীক্ষা নিবার পরে জীবনকে আদর্শানুগ করিবার চেষ্টা করিতে হয়। এই জন্যই দীক্ষা নিবার আগে আদর্শের সহিত অন্তরঙ্গ পরিচয় স্থাপন করা আবশ্যক। কথাটাকে মূল্যহীন জ্ঞান করিও না।

আমি সুবৃহৎ এক সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা, এই কথা দ্বারা আমার পরিচয় হউক, এই কামনা আমি করি না। আমার সংস্পর্শে আসিয়া অসংখ্য মানব-মানবী জীবনকে অবনত হইতে উন্নত, অনাদৃত হইতে সমাদৃত, ব্যর্থতার বেদনা হইতে সার্থকতার আনন্দে আরোপিত করিয়াছে, একথা সত্য হইয়া উঠিলে তাহাই আমার গৌরব। তোমরা শিষ্য হইতে চাহ, সাধক হইতে চাহ না, দল বাড়াইতে চাহ, বলের দিকে লক্ষ্য নাই, ইহা আমার নিকটে এক পরম অসহনীয় দুঃখ হইয়াই কি চিরকাল থাকিবে?

আদর্শের আহ্বানে যাহারা দীক্ষা নেয়, আদর্শকে জানিয়া ও বুঝিয়া যাহারা শিষ্য হয়, জীবনে কখনো তাহাদের নিষ্ঠাচ্যুতি ঘটে না। তোমরা একথা কখনও ভুলিও না যে, বরং কখনও দীক্ষা নিবে না বরং কাহারও শিষ্য হইবে না, তবু যেন নিষ্ঠাহীন সাধকের জীবন যাপন করিয়া ধর্ম্মের কেবল অভিনয় করিতে না

হয়। সাধনেই বল বাড়ে, ভানে নহে। সাধনেই প্রেম জন্মে, ভানে নহে। সাধনেই ত্যাগের শক্তি আসে, ভানে নহে। সাধনেই আত্মশক্তিতে শ্রদ্ধা আসে, আত্মবল আর ব্রহ্মবল অভেদ অভিন্ন বলিয়া উপলব্ধি হয়, ভানে নহে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫৮)

হরিওঁ — বারাণসী

১৩ই কার্ত্তিক, ১৩৬৮

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা,—আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

এই সঙ্গে ছোট্ট পত্রখানা দিলাম, তাহার প্রতিটি অক্ষর মনোযোগ সহকারে পাঠ করিও। সেনাধ্যক্ষের আদেশ সুদীর্ঘ হয় না, গুরুমন্ত্র চিরকালই অতি সংক্ষিপ্ত হয়। পত্রখানা ছোট বলিয়া ইহার মর্ম্মকে ছোট মনে করিও না।

অনুরাগী এবং উদাসীন এই দুই শ্রেণী হইতে অনুরাগীদিগকে আলাদা করিয়া বাছিয়া নাও। প্রতিটি কল্যাণ কর্ম্মের ভার তাহাদের উপরে দাও, উদাসীনরা অলস হইয়া রহিল বলিয়া আফশোষ করিও না। হয়ত বিরুদ্ধবাদী এবং বিরুদ্ধচারী কতজন মিলিবে,

—তাহাদিগকেও গণনায় আনিও না। হাজার উদাসীন নরনারীর মধ্যেও যদি একটীকে আগ্রহী দেখিতে পাও, তবে তাহার সাত্ত্বিক মনোভাবটুকুর পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিয়া যে-দিক দিয়া যতটুকু পার কল্যাণ কর্ম্ম করিয়া লও। জোয়ার-জলে নৌকা ভাসাইয়া দাও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৫৯)

হরিওঁ
বারাণসী
১৪ই কার্ত্তিক, ১৩৬৮

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা,—তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিবে।

কৃতসঙ্কল্প হও যে, তোমরা মরার মত পড়িয়া থাকিবে না, জীবন্ত যে আছ, তাহার প্রমাণ প্রতিপদে দিবে। ভয়হীন, দ্বিধাহীন, দুর্ব্বলতাহীন হইয়া তোমরা কাজে লাগ। সেই কাজে লাগো, যে কাজ পরের অকল্যাণ না করিয়াও আত্মহিতের সুনিশ্চিত সহায়ক, যেই কাজে সর্ব্বজনের নিঃশ্রেয়স-লাভ। তোমরা ঘুমাইয়া থাকিও না এবং সুসময় বৃথা বহিয়া যাইতে দিও না।

কাজ করিবার সুযোগ প্রত্যহ আসে না। কর্ম্মী দুর্যোগের মধ্যেও কাজ করে কিন্তু সুযোগে চরম চেষ্টা ও পরম অধ্যবসায় করে পরিচালিত। সুযোগের সময়ে পড়িয়া ঘুমান আফিংখোরেই সাজে, কর্ম্মীতে নহে।

ব্যাপক কাজ বিস্তীর্ণ স্থান জুড়িয়া দীর্ঘকাল চালাইতে হইলে শৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্ত্তিতা, নির্দ্দেশের প্রতি আনুগত্য, জনে জনে কর্ত্তা সাজিবার দুস্প্রবৃত্তি পরিহার একান্ত প্রয়োজন। তোমরা প্রতিজনেই নেতা হইও না, স্বাভাবিক ভাবে যাহার হাতে নেতৃত্ব আসিয়াছে, তাহার নির্দ্দেশের প্রতি অকুণ্ঠ আনুগত্য দিয়া কাজ করিলে দেখিবে কত দ্রুত, তোমরা কত অসাধারণ কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে পার। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৬০)

হরিওঁ
বারাণসী
১৪ই কার্ত্তিক, ১৩৬৮

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা,—প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

আশিসে আমার কার্পণ্য নাই, স্নেহেও আমার কুণ্ঠা নাই।

যখন যাহা দেই, প্রাণ ঢালিয়াই দেই। কিন্তু তাহা সত্যি সত্যি উপলব্ধি করিতে হইলে তোমাদের ত' বাবা একটু আধটু সাধনা চাই। অসাধক কি করিয়া গুরুর আশীর্ব্বাদকে উপলব্ধি করিবে? কোন্‌টা মুখের বুলি মাত্র, কোন্‌টা অন্তরের অন্তঃস্থল হইতে উৎসারিত শত-সমুদ্র-মন্থনোত্থ অমৃতাধিক বস্তু, তাহার কি ভাষার মারপ্যাঁচ আর কথার কারিকুরি দিয়া বিচার চলে? আমার আশিসকে উপলব্ধিতে আনিতে হইলে, ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তে যখন আমি জগতের সর্ব্বচিন্তা পরিহার করিয়া একমাত্র আশীর্ব্বাদই করিতে থাকি, তখন নামযোগে আমার প্রাণের সহিত প্রাণ মিলাইও। সুদূর আমেরিকায় বসিয়া কত ছেলেমেয়েরা ইহা করিতেছে আর ভারতে বসিয়া মাত্র দুই শত আর চারি শত মাইল দূরে থাকিয়া তোমরা তাহা করিতে পারিবে না?

আমি অনুক্ষণ তোমাদের সঙ্গেই আছি। উপলব্ধি হইবে সাধন করিতে করিতে। সাধন করিব না, কেবল যুক্তি-শাস্ত্রের জের টানিব,—উপলব্ধি ইহাতে আসে না। উপলব্ধি সহজে জাগিবার সরল কৌশল হইল প্রথমে নিজেকে শিশুর মত সরল করা, মনের আনাচ কানাচ হইতে সঞ্চিত দ্রোহভাব আর সন্দেহ-পরায়ণতা দূর করা। সঙ্গে সঙ্গে যে যতটা পার, ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন কর। পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্য যে পালিতে পারে না, সে সীমিত, খণ্ডিত,

অসম্পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্যই পালুক। তিন দিনের ব্রহ্মচর্য্যও ব্রহ্মচর্য্য, এক রতি সোনাও সোনা। যে কয়দিন ব্রহ্মচর্য্য পালিতে পারিবে, সেই কয়দিনেই তোমার মধ্যে ঐ সময়ের অনুযায়ী মহাবীর্য্য সঞ্চিত হইবে, অন্তরের বল বাড়িবে, অন্তর্দৃষ্টি খুলিবে, বন্ধন-মুক্তির উপায় সঞ্চিত হইবে। যে পূরা ব্রহ্মচারী, যে পূর্ণবীর্য্যবান্। যে ভাগ্যদোষে বা কর্ম্মফলে মাঝে মাঝে ভুল করিয়া বসে বা যাহার ক্ষতি অজ্ঞাতসারে ঘটিয়া যায়, তারও, যতটুকু সময় ব্রহ্মচর্য্য ছিল, ততটুকু সময়ের কৃতিত্ব জমার ঘরেই থাকে। ব্রহ্মচর্য্য সম্পর্কে হতাশাবাদী হইবার প্রয়োজন নাই।

তোমাদের হাতে এখন কাজ পড়িয়াছে। এক সঙ্গে সমান গুরুত্বের দুইটী বিরাট কাজ একই কর্ম্মক্ষেত্রে পড়িলে কর্ম্মবিভাগ ও কর্ম্মিবিভাগ উভয়ই করিয়া লইতে হয়। সব দিকেই এক সঙ্গে যাহারা কাজ করিতে চাহে, তাহারা অনেক সময়েই কোনও কাজই করিয়া উঠিতে পারে না। কর্ম্মকে তপস্যা বলিয়া মনে করিয়া তাহাতে আত্মনিয়োগ কর।

সর্ব্বদা ভগবানের নামে মন রাখিও। যাহারা ভগবদ্বিদ্বেষী বা নামে অবিশ্বাসী, সুকৌশলে তাহাদের কাছ হইতে দূরে থাকিবে। যাহাকে এড়াইয়া চলিতেছ, সে যদি বুঝিতে পারে যে, তুমি তাহাকে বর্জ্জন করিতেছ, তবে কিন্তু তাহার ক্ষতি হইবে। অহমিকা

তাহাকে ক্রুদ্ধ করিবে, তাহার ভগবদ্-বিদ্বেষ বাড়িবে এবং একদা তাহার মনে যে ভগবৎ-প্রেমের শুভ অরুণোদয় নিশ্চিত হইবার, ইহার ফলে তাহা বিলম্বিত হইয়া পড়িবে। চিরকাল কেহ ভগবানের সহিত বিরোধ করিতে পারে না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬১)

হরিওঁ

বারাণসী

১৭ই কার্ত্তিক, ১৩৬৮

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা,—তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিবে।

১৬ই আগষ্ট ভ্রমণ হইতে ফিরিয়াই কলিকাতায় মৃত্যুসঙ্কট পীড়ায় পড়ায় এবং এখনো শরীর যথেষ্ট সবল না হওয়ায় আমি আসন্ন ভ্রমণ-তালিকায় খুব "টাইট" প্রগ্রাম বরদাস্ত করি নাই। তোমাদের জায়গাটী সেই জন্যই বাদ পড়িয়া গিয়াছে। ক্ষুদ্রভাবে আয়োজন হইবে বলিয়া আমি কাহাকেও অবজ্ঞা করি না। দরিদ্রের পর্ণকুটীরে আমার অনুরাগের অভাব নাই। কিন্তু এবার শরীরকে অসঙ্গত ক্লেশ দিয়া কাজ করিব না। আমার নিজের বিবেচনার ও

ব্যবস্থার উপরে এখন কোনও জিদ তোমরা চাপাইও না। আমার স্বাস্থ্যের উপরে আমার শিষ্যদের নির্ম্মমতা অনেক সময়ে নিষ্ঠুরতার পর্য্যায়ে পড়ে। তোমরা তেমন শিষ্যদের দলে ভিড়িও না।

আমার ভ্রমণ-তালিকা এতদিনে পাইয়া গিয়াছ এবং আশা করি চারিদিকে বিতরণও করিয়া দিয়াছ। সংগঠন ও প্রচারকে তোমরা তোমাদের ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠা লাভের উপায়রূপে বা আমার পূজা প্রবর্ত্তনের সহায়করূপে পরিচালন করিও না। আমাকে প্রচার করা, আমার অবতারত্ব প্রতিষ্ঠা করা, আমার পূজা প্রচলন করা, আমাকে জগতের শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষরূপে পরিগণিত করিবার চেষ্টা করা কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে অপপ্রচারই করা,—ইহা মনে রাখিও। আমাকে শত শত লোকে স্বতঃস্ফুর্ত্ত ভক্তিতে অবতার বলিয়া ভক্তি করে, ইহা সত্য কিন্তু সেই পূজা আমি চাহি না। আমি নিশ্চয়ই ব্রহ্ম, ব্রহ্ম ব্যতীত আমার স্বরূপ আর কি হইতে পারে? কিন্তু তথাপি আমি একটা বিশেষ ভাবের প্রতিনিধি, আমি একটা বিশেষ আদর্শের প্রতিচিত্র,—আমি রক্তমাংসহীন শূন্যও নহি, আবার রক্তমাংসের একটী ঢেলাও নহি। আমার প্রতি এই ভাব রাখিয়া তোমরা আমাকে প্রচার করিতে পার। আমি মৃন্ময় নহি, চিন্ময়, আমি কেবল চিন্ময়ই নহি, ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত মৃন্ময় আমারই প্রতিমূর্ত্তি। আমি আমার পূজা চাহি না। আমি তোমাদের প্রতি জনের ভিতরের ব্রহ্মকে জাগাইতে চাহি।

সংগঠন বলিতে প্রাণে প্রাণে সদ্ভাবের বিস্তৃতি-সাধন বলিয়া জানিও। প্রচার বলিতে সঙ্কুচিত, সীমাবদ্ধ, কূপমণ্ডূক মনগুলির দিগন্তব্যাপী প্রসার-সাধন বুঝিও। সর্ব্বজীব সর্ব্বজীবের আত্মীয়, এই কথাটীকে অন্তরে অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিবার চেষ্টাকে ক্ষেত্র-নির্ম্মাণ বুঝিও। জগতে একজনও যেন আমার শিষ্য না হয়, তবু তাহারা মানুষ হউক, ইহাই তোমাদের যেন লক্ষ্যের বিষয়ীভূত হয়। জগতে কতই ত' সম্প্রদায় বাড়িল, মানুষের অন্তরে ব্রহ্ম জাগিলেন কৈ?

পুনরায় শীঘ্রই তোমাদের দেখিতে পাইব ভাবিয়া মন পুলকিত হইতেছে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬২)

হরিওঁ বারাণসী

১৭ই কার্ত্তিক, ১৩৬৮

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা,—প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমাদের ওখানে ধর্ম্মপিপাসু লোক আছেন অথচ প্রকৃত ধর্ম্মালোচনা নাই শুনিয়া সুখী এবং দুঃখী যুগপৎ দুইটীই হইলাম। দল বাড়াইবার বুদ্ধি-বর্জ্জিত যে ধর্ম্মদেশনা, তাহাই উপদিষ্ট

ব্যক্তিদিগকে স্বাধীন ভাবে নিজের পন্থা নির্ণয়ে সহায়তা করিয়া থাকে। তাহা না হইয়া যেখানে কেবল নিজের মতাবলম্বী ব্যক্তিদের সংখ্যাবৃদ্ধিই লক্ষ্য হয়, সেখানে ধর্ম্মের নামে কুসংস্কার, কদাচার, অসহিষ্ণুতা ও একদেশদর্শিতারই আবাদ করা হয়। দেশকে এই দুরবস্থা হইতে রক্ষা করা প্রয়োজন। * * * ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬৩)

হরিওঁ বারাণসী

১৭ই কার্ত্তিক, ১৩৬৮

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা,—প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার পত্র পাইলাম। তোমার কথা সত্য। গোঁড়ামি কথাটীর মানে যখন নিষ্ঠা, তখন বলিব, গোঁড়ামি ছাড়া সাধনে অগ্রসর হওয়া যায় না। গোঁড়ামির মানে যখন হইবে অন্যের মত ও পথের প্রতি অবজ্ঞা, তখন তাহা ক্ষতিকর। তাহা বর্জ্জনীয়। তোমরা সাধনপথে কেবলই অগ্রসর হও কিন্তু অন্য মতের অন্য পথের প্রতি বিদ্বেষ রাখিও না।

তোমাদের নির্ব্বিদ্বেষ ভাবকে অনেকে ভুল করিয়া দুর্ব্বলতা মনে করিতে পারেন। কিন্তু উদারতাকে দুর্ব্বলতা বলা ভুল। নিজের

মতে বিশ্বাসের ন্যূনতাই প্রকৃত দুর্ব্বলতা। তোমারা নিজেদের চিন্তায়, বাক্যে বা আচরণে এক কণা বিশ্বাস-ন্যূনতা থাকিতে দিও না।

নিষ্ঠায় আর প্রেমে গলাগলি সম্পর্ক। নিষ্ঠা আর প্রেম কোলাকুলি করিয়া চলে। নিষ্ঠা আর প্রেম একত্র হইলে অসাধ্য-সাধন হয়। তোমরা জনে জনে অসাধ্যসাধনকারী হও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৬৪)

হরিওঁ বারাণসী
১৭ই কার্ত্তিক, ১৩৬৮

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা,—তোমরা সকলে আমার বিজয়ার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

আমার দ্বিতীয় বার দক্ষিণ ত্রিপুরা ভ্রমণকে চূড়ান্ত সফলতা দিবার জন্য প্রতিস্থানে তোমরা সর্ব্বশক্তি লইয়া কাজে লাগ। প্রত্যেক অখণ্ডকে যোগ্যভাবে কাজে লাগাও। পাহাড়ে পাহাড়ে কর্ম্মী পাঠাও। প্রতিটি পার্ব্বত্য বস্তিতে নূতন প্রেম নূতন উদ্দীপনা

জাগরিত কর। যাহারা চিরকাল অবহেলায় অবজ্ঞাত হইয়াছে, তাহাদিগকে বুকে তুলিয়া আনিবার আয়োজনে প্রতি জনে আগুয়ান্ হও।

মনে রাখিও, আমাদের ভিতরে সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা নাই। আমরা অন্য কোনও সম্প্রদায়ের শ্রীবৃদ্ধি দেখিলে ঈর্ষ্যায় কাতর হই না। অন্য লোকের গৃহীত মত ও পথকে নিন্দিত হইতে দেখিলে আমাদের কোনও আনন্দ নাই। অপরের অপযশে আমরা তৃপ্তি কুড়াই না। তবে নিজ মতে আমরা সুস্থির। লোকের কাছে সস্তা বাহবা পাইবার জন্য আমরা আমাদের খাঁটি ঘৃতে ভেড়ার চর্ব্বি মিশাইতে প্রস্তুত নহি। এই নিষ্ঠা আত্মরক্ষার জন্য প্রয়োজন, সাধন-পথে অগ্রগতিকে অবারিত রাখার জন্য প্রয়োজন।

আমাদের উদার অসাম্প্রদায়িকতা সত্ত্বেও ধর্ম্মান্ধ অপপ্রচারের দ্বারা আমাদের কাজের ক্ষতি করিবার চেষ্টা হইয়া থাকে। বিলনিয়া এবং উদয়পুরেও তাহা নিশ্চিত হইবে। কিন্তু সেই বিরুদ্ধতাকে যে তোমরা শক্ত জবাব দিতে জান, তাহা তোমাদিগকে প্রমাণ করিতে হইবে। সকল বিরুদ্ধতার মোকাবিলা তোমাদিগকে করিতে হইবে।

যাহারা ভুল বুঝিয়া তোমাদের বিরুদ্ধতা করিবে বা যাহাদিগকে ভুল বুঝাইয়া বিরুদ্ধতা করিতে প্রবৃত্ত করান হইবে, তাহাদের প্রতি বিদ্বেষভাব রাখিও না কিন্তু অন্যায়কে ন্যায় বলিয়া চলিতেও

দিও না। তোমাদের সত্য মত সত্য পথ অন্য মত অন্য পথের নিন্দা ছাড়াই নিজের রাস্তা নিজে করিয়া নিতে পারিবে। তোমরা সাধনশীল হও এবং প্রতি জনে সত্যের সংগ্রামী সৈনিক হও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬৫)

ওঁ শ্রীগুরু বারাণসী

১৮ই কার্ত্তিক, ১৩৬৮

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা,—প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

ম—র স্ত্রী মরিয়া বাঁচিল। চিন্তাশীল, কবি, ভাবুক ও প্রেমবান্ স্বামীর ঘর করিয়া যে দুইটী ছেলে আর একটী মেয়ের মা হইল, সে যে স্বামীর নিরুদ্দেশের পরে বিপথে চলিতে পারে, ইহা কাহার ধারণায় ছিল? তোমরা তাহাকে ভরণ-পোষণের আশ্বাস দিয়াছিলে, সে কর্ণপাত করে নাই। নির্লজ্জ পাপের পথই সে দম্ভের সহিত বাছিয়া লইল। এমন নারীর মৃত্যুর পরে শবদাহ করিবার লোকের অভাব হওয়া কিছু অস্বাভাবিক ব্যাপার নহে। তবে তোমরা দুই চারিজন যে সৎসাহস দেখাইয়া ইহার শব দগ্ধ

করিয়াছ, ইহাতে আমি সুখী হইয়াছি। পাতকী বলিয়া কল্যাণবুদ্ধিতেই যাহার সংস্রব হইতে তোমাদের দূরে থাকিতে হইয়াছে, তাহারও মৃতদেহের সহিত কলহ কেন করিবে? কৃপার পাত্রকে কৃপা করিয়া প্রেম-বিগলিত হৃদয়ে তোমরা তাহার আত্মার উদ্ধার কামনা কর। প্রচলিত মতে তাহার শ্রাদ্ধ করিতে সমাজ বাধা দিলে অখণ্ডমতে হইলেও তাহা করিও। তোমাদের কাছে মহাপাতকীরও মৃত্যুর পরে ক্ষমা আছে। তাহার শিশুগুলিকে রক্ষা করিও। তাহাদের জন্য আর কি করা যায়, তদ্বিষয়ে আমি ভাবিতেছি।

তোমাদের সঙ্ঘের মধ্যে নিষ্ঠা, একতা ও প্রেম বাড়িতেছে কি না, ইহা জানিবার জন্য আমার অত্যুৎসুক কৌতূহল ব্যগ্র ভাবে অপেক্ষা করিতেছে। প্রত্যেকটী নির্জ্জীব প্রাণে বিদ্যুৎ-সঞ্চার কর। বিশাল মানব-জাতির প্রতিটি স্তরে ইহাদিগকে প্রেমের-বার্ত্তা লইয়া ছুটিয়া যাইতে প্রেরণা দাও। তোমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মণ্ডলী সমগ্র জগৎ লইয়া এক মহামণ্ডলীতে পরিণত হউক। সকল সঙ্ঘ, সকল দল, সকল প্রতিষ্ঠান মিলিয়া একটি সর্ব্বব্যাপী সঙ্ঘের রূপ ধারণ করুক। এমন উচ্চ আকাঙ্ক্ষা তোমাদের মনে কেন জাগে না? ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬৬)

হরিওঁ বারাণসী

১৮ই কার্ত্তিক, ১৩৬৮

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা,—প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

ছেলেমেয়েদের মনে সর্ব্বদা উচ্চাকাঙ্ক্ষা যোগাইবে। বড় আকাঙ্ক্ষা, বড় হইবার আগ্রহ ও চেষ্টা দিবে। সৎপ্রেরণা প্রদানই পিতামাতার প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য।

তুমি আসিয়া স্থানীয় ভাইবোনদের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়া সমবেত উপাসনায় যোগদানে তাহাদের রুচি বৃদ্ধির চেষ্টা করিতেছ জানিয়া সুখী হইলাম। আমি আরও আনন্দিত এই জন্য যে, তাহারা তোমার এই চেষ্টাকে সাদরে অভিনন্দন দিতেছে। সৎকাজের সৎফল আছেই। তুমি কাজে লাগিয়া থাক। কতকগুলি লোক অকারণ উদাসীনতায় কর্ত্তব্য কার্য্যে অবহেলা করে ত' করুক, যাহারা করে না, তাহারাই তোমার দক্ষিণ হস্ত হউক। তুমি মানুষের অন্তর্নিহিত মহত্ত্বে বিশ্বাস রাখিও এবং আজ যে উদাসীন আছে, কাল যে সে আগ্রহী হইতে পারে, এই আশ্বাসে ভরপুর থাকিও। হতাশা লইয়া কাজ করিলে সে কাজে ক্রুটি থাকে।

গৌহাটীর স্মৃতি তুমি ভুলিতে পারিতেছ না। কেমন করিয়া ভুলিবে? যেখানে দরদী সহকর্ম্মী আছে, সেখানেই কাজ হয়।

তুমি বদরপুরেও দুই একটী দরদী কর্ম্মী নিশ্চয়ই পাইবে বা পাইয়াছ।

সাহস এবং বিশ্বাস নিয়া কাজ কর। সন্তোষ ও সরলতা সহকারে কাজ চালাও। নিজের আস্থাকে দিনের পর দিন দৃঢ়তর কর, সকলের আস্থা আপনিই আসিবে।

নাম কখনো ভুলিও না। নামের সেবককে আত্মীয় বলিয়া জ্ঞান করিবে।

পুত্রকন্যাদের উপরে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিবে কিন্তু কড়া শাসন করিও না। শাসন মৃদু হওয়া প্রয়োজন। নতুবা শাসন অর্থহীন হইয়া যায়। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬৭)

হরিওঁ বারাণসী

১৮ই কার্ত্তিক, ১৩৬৮

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা,—প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও। তোমার পত্র পাইয়াছি।

দীক্ষা নিয়াছ বলিয়াই তুমি শিষ্য হইয়াছ? না, তাহা হও নাই। যে উদ্দেশ্যে দীক্ষা নিয়াছ, যে উদ্দেশ্যে দীক্ষা দিয়াছি, তাহার দিকে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিতেছ কি? তাহা করিলে

তুমি শিষ্য, নতুবা "শিষ্য" কথাটা একটা অর্থহীন শব্দ মাত্র।

এদেশে লোকে গুরু করে নরপূজা করিবার জন্য, শিষ্য করে নিজে পূজিত হইবার জন্য। সেই প্রথার সহিত আমার কোনও সংস্পর্শ, সংস্রব, সহানুভূতি বা সমর্থন নাই। তোমরা আমাকে গুরু করিয়াছ, আমাকে পূজা করার চাইতে মহত্তর কিছু করিবার জন্য, আমি তোমাদের শিষ্য করিয়াছি নিজে পূজিত হওয়ার চাইতেও বড় কিছু পাইবার আশায়। তোমরা আসল লক্ষ্য ভুলিয়া যাইও না। বহু শতাব্দী ধরিয়াই এ দেশে লক্ষ্য অপেক্ষা উপলক্ষ্য বড় হইয়া আসিতেছে। আমি সেই গতানুগতিকের অনুবর্ত্তনে উৎসাহীও নহি, ইচ্ছুকও নহি।

আরও ত' কত লোকপূজ্য গুরু তোমার দীক্ষাকালে জীবিত ছিলেন। তাঁহাদের কাহারো কাহারো শিষ্যসংখ্যা আমার শিষ্যকুলের সংখ্যাপেক্ষা দ্বিগুণ, ত্রিগুণ, চতুর্গুণ বেশী। তাঁহাদের অনেকের শিষ্যদের মধ্যে কত জজ, ব্যারিষ্টার, ম্যাজিষ্ট্রেট আছেন, কত লক্ষপতি, ক্রোড়পতি রহিয়াছেন। তাঁহাদের কেহ কেহ আমার অপেক্ষা হয়ত পঞ্চাশ খানা বেশী বহি লিখিয়াছেন। তাঁহাদের কেহ কেহ এমন সব শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, যেই সকল শাস্ত্রে আমি একটী বিস্ময়-বিমুগ্ধ দ্বারপাল মাত্র। তাঁহাদের যে-কাহারও নিকটে গিয়া তুমি দীক্ষা নিতে পারিতে। সেই সুযোগ তোমার ছিল। তোমার পিতৃদেব নিজে তাঁহাদের মধ্যে এক জনের দীক্ষাগৃহে তোমাকে জোর করিয়া ঢুকাইতে গিয়াছিলেন। তবু তুমি ছুটিয়া

আসিয়াছিলে আমারই নিকট। কেহ সেদিন আমাকে চিনিত না, আমার কোন স্থায়ী আশ্রম ছিল না, আমার ভাষণমঞ্চের বাগ্মিতার সেদিন প্রকাশ ঘটে নাই, একখানা ছিন্ন কম্বল আমার একমাত্র সম্পত্তি ছিল, একটী লোককে উপকার দিবার আমার সামর্থ্য ছিল না, তবু তুমি আমারই কাছে আসিয়াছিলে। এমন আরও সহস্র সহস্র আসিয়াছে এবং আসিবে। কিন্তু কি জন্য তোমাদের এই আসা, তাহা নিজেদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে ভুলিও না।

তোমার ভিতরের ব্রহ্ম জাগুক, তবে ত' তোমাকে শিষ্য ভাবিয়া আমার গৌরব। তোমার জীবন জগতের কল্যাণে লাগুক, তবে ত' তোমার পিঠে লোকে আমার পাঞ্জা দেখিতে পাইবে। তোমার জীবনে শুচিতা, তোমার রুচিতে পবিত্রতা, তোমার কর্ম্মে প্রাণ, তোমার প্রাণে উদ্যম, উৎসাহ ও অপরাজেয় নিষ্ঠা জাগুক, তবে ত' তুমি আমার শিষ্য হইবে? ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৬৮)

ওঁ শ্রীগুরু বারাণসী
১৮ই কার্ত্তিক, ১৩৬৮

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা,—প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার কার্ডখানা পাইলাম। আশা করি আগরতলাতে তোমার সহিত আমার সাক্ষাৎকার হইবে। তখন আমি তোমার ঘটনাটি সম্পূর্ণ শুনিব।

শ্রীমান্ হী—র পত্রে যাহা অবগত হইয়াছি, তাহা এই। কাছাড়ের যে অঞ্চলে তুমি চাকুরী করিতে, সেখানে তোমার ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারী অন্য এক আশ্রমের শিষ্য বিধায় তোমাকে, তোমার ধর্ম্মমতকে, তোমার গুরুদেবকে, তোমাদের সংঘকে লোকচক্ষে অপ্রতিভ ও হেয় করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতেন। তোমার পত্রেও এই অদূরদর্শী ব্যক্তির সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের অনেক পরিচয় পাইয়াছি। ক্রুদ্ধ হই নাই, তাহাকে কৃপা করিয়াছি, চাহিয়াছি যেন তাহার দুর্ম্মতি দূর হয়।

আজ তোমাদের কোম্পানীর মালিকের শ্যালক বা এইরূপ একটী ঘনিষ্ঠ আত্মীয় কোম্পানীর তহবিল ভাঙ্গিয়া হাজার পঁচিশ টাকা সরাইয়াছেন এবং উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে দিয়া মালিক নিজ আত্মীয়কে রক্ষা করিবার জন্য এই ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া মামলা দায়ের করিয়াছেন। একমাত্র সাক্ষী হইতেছ তুমি, যাহার সাক্ষ্যের উপরে নির্ভর করিয়া বিচারক দণ্ড বা নিষ্কৃতি বিধান করিবেন। তুমি যদি মিথ্যা সাক্ষ্য দাও, মালিক খুশি হইবেন, তোমার চাকরীর উন্নতি হইবে, কিন্তু নির্দ্দোষ ব্যক্তি দণ্ডিত হইবেন। তুমি যদি সত্য সাক্ষ্য দাও, মালিক বিরক্ত হইবেন, তোমার চাকরী

যাইবে কিন্তু নির্দ্দোষ ব্যক্তি মুক্তি পাইবেন। আমি তোমাকে শেষ পথটীই বাছিয়া নিতে নির্দ্দেশ দিতেছি। তুমি ধর্ম্মপথেই থাক। চাকরী যায় যাইবে, তবু নির্দ্দোষ ব্যক্তিকে দণ্ডিত হইতে দিতে পার না। যে তোমার ধর্ম্মের নিন্দা করিয়াছে, তোমার ধর্ম্মানুষ্ঠানের বাধাসৃষ্টি করিয়াছে, তোমার মতপথকে হেয় প্রতিপন্ন করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিয়াছে, তাহার উপরে প্রতিশোধ লইবার প্রকৃত রাস্তা হইতেছে তাহাকে অনুচিত বন্দিদশা হইতে মুক্ত করিবার জন্য নির্ভয়ে নিঃসঙ্কোচে সত্য কথা বলা। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬৯)

হরিওঁ

বারাণসী

১৮ই কার্ত্তিক, ১৩৬৮

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা,—তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমরা একটী অখণ্ডমণ্ডলী স্থাপন করিয়াছ জানিয়া সুখী হইয়াছি। বর্ত্তমান কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতিকে এক বৎসরের জন্য অনুমোদন করিতেছি। তোমরা যে পঁচিশ জনে মিলিয়া মণ্ডলী-পত্তন করিলে, তাহারা আজীবন মণ্ডলীর ঐক্যদ্বারা চতুর্দ্দিকে শতবিধ

লোককল্যাণে ব্রতী থাকিও। আত্মকলহ, আত্মদ্রোহ, নিজেদের মধ্যে অকারণ তর্কাতর্কি পরিহার করিয়া প্রেমবান্ তোমরা দিনের পর দিন অগ্রগতি লাভ কর।

নিজেদিগকে সেবক জানিয়া কাজ কর। কেহ কর্ত্তার মনোভাব পোষণ করিও না। কেহ অপরের শ্রমের যশ নিজে নিতে চাহিও না। প্রত্যেককে জন-কল্যাণে শ্রম করিতে সুযোগ দাও এবং প্রতি জনের তুচ্ছ তুচ্ছ সেবাকেও ঈর্ষ্যাহীন প্রশংসায় নিরীক্ষণ কর। এভাবেই কর্ম্মীদের বাহুতে বল-সঞ্চার হয়।

সম্মুখে তোমাদের বিরাট কর্ত্তব্য, বিশাল দায়িত্ব। তাহা স্মরণ করিয়া সকলে অতি দ্রুত ঐক্যবদ্ধ হইয়া যাও। তোমরা ইচ্ছা করিলে অসাধ্য সাধন করিতে পার। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৭০)

হরিওঁ বারাণসী
১৮ই কার্ত্তিক, ১৩৬৮

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা,—প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার বিজয়ার প্রণাম ও পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। কিন্তু বাবা কেবল পত্র লিখিয়াই ক্ষান্ত হইও না। আমাকে প্রণাম করার

অর্থ যে আমার জীবনাদর্শকে নিজ জীবনে এবং পরিজনবর্গের জীবনে রূপায়িত করিবার চেষ্টা, এই সহজ কথাটী ভুলিয়া থাকিও না।

চারিদিকে তোমার বহু ভ্রাতাভগিনী দূরে দূরে সরিয়া আছে। সমদীক্ষিত হইলেই ভ্রাতাভগ্নী হয়, অন্যেরা হয় না, তাহা নহে। ইহাদের সকলের মধ্যে হৃদ্যতা ও প্রেম সঞ্চারণের জন্য চেষ্টায় নামিয়াছ কি? না নামিয়া থাকিলে জীবনের মূল্যবান্ সময়ের শুধু অপচয়ই হইতেছে। ইহাদের দ্বারা সর্ব্বসাধারণের মধ্যে প্রেমের প্রসার তোমার লক্ষ্য হউক। সমগ্র বিশ্বকে আমরা এক করিতে কেন পারিব না? অ্যাটম ব্যোম আর নিউট্রোণিক রশ্মির বিষয় ভাবিয়া দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইও না,—তাহার চেয়েও শক্তিশালী তোমাদের অন্তরের অকপট অকৃত্রিম নির্ভেজাল প্রেম। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৭১)

হরিওঁ বারাণসী
১৮ই কার্ত্তিক, ১৩৬৮

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা,—তোমরা সকলে প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

অতি বৃহৎ ব্যাপারেই শৃঙ্খলার প্রয়োজন হয়, ক্ষুদ্র বা মাঝারি গোছের অনুষ্ঠানে প্রয়োজন হয় না, এই জাতীয় ভ্রান্ত ধারণা তোমরা কেহ রাখিও না। যখন যে কর্ত্তব্যের দায় তোমাদের স্কন্ধে পড়িবে, তখনি তাহাকে একটা শৃঙ্খলার মধ্যে নিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিবে। যাহাদের স্বভাবে বাচালতা বেশী, তাহারা প্রায়ই কাজে শৃঙ্খলা আনিতে পারে না। শৃঙ্খলার সহিত নীরব কর্ম্মশীলতার বড় ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। তোমাদের প্রতিটি সহকর্ম্মীকে এই বিষয়ে বিশেষ ভাবে সতর্ক করিয়া দেওয়ার সময় হইয়াছে। কারণ, সত্য সত্যই গুরুত্বপূর্ণ কাজের ভার তোমাদের উপরে পড়িতেছে।

তোমরা সর্ব্বদা ঈশ্বরে নিবিড় বিশ্বাস রাখিও। তাঁহারই শক্তিতে শক্তিমান্ হইয়া তোমরা কাজ করিতেছ, এই উপলব্ধিকে অন্তরে জাগাইয়া রাখিও। ভগবানের হাতের যন্ত্ররূপে ভগবানের কাজ করিতে যাইতেছ, অহমিকার বা হতাশার কোনও কারণই তোমাদের নাই বা থাকিতে পারে না। আমিত্বকে ভগবানের সেবায় বিলীন করিবার সাধনায় তোমরা সিদ্ধকাম হও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৭২)

হরিওঁ বারাণসী

১৮ই কার্ত্তিক, ১৩৬৮

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা,—তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

কর্ত্তব্যের ডাক আসিলে নিঃশব্দে তাহা পালিতে হয়, অনেক তর্ক, অনেক যুক্তি, অনেক বাগ্মিতা দ্বারা তাহার ব্যাখ্যা করিয়া সময় নষ্ট করিতে হয় না। এই একটী কথা যাহারা বুঝিতে পারিয়াছে, তাহারাই জগতে সত্য কাজ করিতে পারিয়াছে। কাজকে বুঝিয়া লইবার জন্য বিচার-বিবেচনার প্রয়োজন আছে কিন্তু কেবল টীকা-ভাষ্য-টিপ্পনী দিয়া তত্ত্বকে আয়ত্ত করা যায় না। তাহার জন্য চাই সুতীব্র সাধন, একাগ্র সাধন, কঠোর সাধন। তোমরা কর্ম্মী হও, সাধক হও, কর্মিসাধক হও, সাধক কর্ম্মী হও, বাক্যবিশারদ হইও না। কর্ত্তব্যব্যপদেশে মিলিত হইয়া একটী সাধারণ সূত্র লইয়া দুই তিন চারি ঘণ্টা অতিবাহিত করা প্রকৃত প্রস্তাবে কাজ না করিবার ইচ্ছা সূচিত করে। তোমরা অতিরিক্ত কথার দাপট হইতে নিজেদের সর্ব্বদা রক্ষা করিয়া চলিও। সেনাপতির আদেশ দুই তিনটী শব্দেই প্রচুর, সৈনিকেরা নিঃশব্দে জীবন-দান করিয়াই কৃতার্থ, এই দৃষ্টান্ত হইতে ইঙ্গিত সংগ্রহ কর।

তোমাদের আমি প্রাণাধিক ভালবাসি, তাই এ কথা বলিতে চাহিতেছি। কাজ কর, কথা কমাও, অন্যকে কাজ করিতে বাধ্য কর, অন্যকে কথা কহিবার বাতিক ত্যাগ করিতে বাধ্য কর। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৭৩)

হরিওঁ বারাণসী

১৮ই কার্ত্তিক, ১৩৬৮

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা,—প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তুমি তোমাদের মণ্ডলীর সম্পাদক-পদে বৃত হইয়াছ জানিয়া সুখী হইলাম। আশীর্ব্বাদ করি, নিজ কর্ত্তব্যে নিষ্ঠার দ্বারা সকলের প্রীতি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ কর।

সম্পাদকত্ব বা সভাপতিত্ব কোনও কর্ত্তৃত্ব নহে, স্বেচ্ছাকৃত সেবকত্ব। সভা যাহা নির্দ্দেশ করিবেন, আপ্রাণ প্রয়াসে সম্পাদককে তাহা সুসম্পাদন করিতে হইবে। সভা যখন নির্দ্দেশ-রচনায় বসিবেন, সভাপতিকে তখন সমাজের বৃহত্তম স্বার্থের দিকে তাকাইয়া অপক্ষপাতে পথ-নির্দ্দেশ অথবা সকলের বিভিন্নমুখী মতের মধ্যে সামঞ্জস্য-বিধান করিয়া সর্ব্বসম্মত সুসঙ্গত সিদ্ধান্ত দিতে হইবে। দুইটী কাজই সেবকের কাজ, কর্ত্তার কাজ নহে, যেখানে কর্ত্তামি আসে, সেখানে কর্ত্তব্যচুতি ঘটে।

তোমাদের নূতন নির্ব্বাচনের সঙ্গে সঙ্গেই মণ্ডলীর প্রতিটি সদস্যের উপরে একটা বিশেষ কর্ত্তব্য পালনের ভার পড়িয়াছে, যাহা ধর্ম্মের মহিমা বর্দ্ধনের উদ্দেশ্যে আমি তোমাদের স্কন্ধে তুলিয়া দিয়াছি। এই অনুষ্ঠানটীর সাফল্য-বৈফল্যের মধ্য দিয়া তোমাদের প্রত্যেকের সেবকত্বের পরিচয় পরিস্ফুট হইবে। যে খাঁটি সেবক, পরীক্ষায় তাহার ভয় নাই। যে মেকী, সে ধরা পড়িয়া যাইবে। তোমরা সতর্ক হও এবং নিরভিমান চিত্তে কাজে লাগ। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৭৪)

হরিওঁ বারাণসী

১৯শে কার্ত্তিক, ১৩৬৮

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা,—প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তুমি ধনী নহ আমি জানি। তাই বলিয়া তোমার প্রতি আমার স্নেহ কম নহে। যে প্রেমধনে ধনী, সে-ই প্রকৃত ধনী। আমি এমন ধনী নিয়ত খুঁজিয়া বেড়াই। টাকার বস্তার উপরে সিংহাসন পাতিয়া যাহারা বসিয়া আছে, তাহাদের ঘরে আমি উঁকি মারিয়াও

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

তাকাইয়া দেখি না। দিনান্তে যার অন্ন জোটে না, তারই গৃহে আমার নিয়ত নিবাস। তোমরা প্রেমধনে ধনী হও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৭৫)

হরিওঁ বারাণসী

১৯শে কার্ত্তিক, ১৩৬৮

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা,—প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমাদের অখণ্ডমণ্ডলীর দশম বার্ষিক সাধারণ সভার নূতন কার্য্যকরী সমিতি বিনা ঝঞ্ঝাটে নিরুপদ্রবে গঠিত হইয়া গিয়াছে জানিয়া সুখী হইলাম। বিনা ভোটাভুটিতে নির্ব্বাচন হওয়া খুবই সুখের ব্যাপার। এই সকল প্রতিষ্ঠান জনকল্যাণের জন্য, রাজনৈতিক ক্ষমতাধিকার ইহাদের লক্ষ্য নহে, ইহাদের বার্ষিক অধিবেশনে সাত্ত্বিক আবহাওয়া বিদ্যমান থাকাই বাঞ্ছনীয়।

এখন কর্ত্তব্য হইবে, প্রতিটি পদাধিকারীর নিজ নিজ দায়িত্ব পালনে আপ্রাণ প্রয়াসী হওয়া। কর্ত্তব্য করিব না, কেবল পদাধিকার করিয়া বসিয়া থাকিব, ইহা কোনও কাজের কথা নহে।

প্রত্যেককে নিজ নিজ ব্যক্তিগত সাধনে বিশেষ ভাবে

রুচিসম্পন্ন হইতে প্রেরণা দাও। সমবেত উপাসনাগুলিতে প্রত্যেকের আগ্রহ বাড়াও।

এবার শারদীয়া উপাসনায় বাঙ্গালীদের সহিত অসমিয়া সজ্জন ও মহিলারা প্রভূত সংখ্যায় যোগদান করিয়াছেন শুনিয়া সুখী হইলাম। ভাষাগত জাতিবিদ্বেষ চিরকাল স্থায়ী হইতে পারে না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৭৬)

হরিওঁ বারাণসী

১৯শে কার্ত্তিক, ১৩৬৮

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা,—তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

বহুদেবতায় তোমার রুচি কমিয়া গিয়া একমাত্র অখণ্ডদেবতা পরমেশ্বরে রতি আসিয়াছে জানিয়া আনন্দের অবধি নাই। সাধন করিতে থাক। সাধন-বলে আস্তে আস্তে সকল পূর্ব্বসংস্কার দূর হইয়া যাইবে। সংস্কার-মুক্ত মন যেন বোঝাহীন মাথা। ঘাড়ের

উপরে সংস্কারের বোঝা থাকিলে মেরুদণ্ড সোজা করিয়া দাঁড়ান যায় না। ভগবানের সঙ্গে তোমার সম্পর্কের জটিলতা যত কমিবে, তত দ্রুত তুমি সাধনমার্গে অগ্রসর হইতে পারিবে। সাধন করিতে করিতে যে সংস্কারবিমুক্তি, তাহাই বাঞ্ছনীয়। জোর করিয়া চির-প্রচলিত প্রথার উপরে হস্তক্ষেপ করিতে গেলে ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া আবার অনাবশ্যক বিক্ষেপ আনে। কেবল সাধন করিয়া যাও মা, কেবল সাধন কর। সাধন করিতে করিতে আপনিই উচ্চাবস্থা লাভ হইবে।

তোমার এক কৃতবিদ্য গুরুভ্রাতা বাঁকুড়ার এক পল্লীগ্রাম হইতে আমাকে পত্র লিখিয়াছে যে, আমাদের উচ্চাঙ্গের ধর্ম্মতত্ত্ব সাধারণ লোকে বুঝিতে পারে না। সত্যই কি পারে না? তোমরা ত' কাছাড়ের কোন্ কোণে পড়িয়া আছ, বিদ্যার জাহাজও নহ, তবু তোমাদের ভিতরে উচ্চ তত্ত্ব আস্তে আস্তে স্থান করিয়া লইতেছে, আমি তোমাদের উপরে কিছু চাপাইয়া দিয়াছি বলিয়াই তোমরা উচ্চ গ্রামে উঠিয়া চিন্তা করিতে বাধ্য হইতেছ, কথাটা তাহা নহে। তোমরা কেহ কেহ সাধন করিতেছ। সাধন করিলে তাহার অমৃতময় ফল পাইতেই হইবে। সাধন না করিয়া কেবল বদ্ধ সংস্কারের গোঁড়ামিতে দাঁড়াইয়া তর্ক করিলে ত' উপলব্ধি আসিবে না। বিনা উপলব্ধিতে ধর্ম্মাচরণ হইতেছে বলিয়াই ধর্ম্মের নামে নানা অনুষ্ঠান অতিশয় নিম্ন স্তরের বস্তু হইয়া রহিয়াছে। তোমরা

সাধন করিয়া যাও এবং উপলব্ধি লাভ করিবার জন্য আরও আগ্রহশীল হও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৭৭)

হরিওঁ

বারাণসী

১৯শে কার্ত্তিক, ১৩৬৮

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা,—প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

বিশ্বপতির মঙ্গলশঙ্খ বাজিয়া উঠিয়াছে। তোমরা কি শুনিতে পাইতেছ না? তুচ্ছ মান-অভিমান ভুলিয়া যাও। বৃহত্তর ও মহত্তর কাজে লাগ। জীবনকে মান-অভিমানের মাপকাঠি দিয়া মাপিও না। সেবাই জীবনের সার্থকতা। কতটুকু সেবা করিলে ভগবানের, কতটুকু করিলে বিশ্বজনের, ইহাকেই কর সার্থকতার মাপকাটি। ভুল করিয়া রাগ-রঙ্গ, মান-অভিমান, ক্রোধ-দ্রোহ, হিংসা-দ্বেষে পাদচারণা করিও না। নামের সেবা কর। ভগবানের নাম করিতে করিতে ক্ষুদ্র তুচ্ছ হেয় বিষয়গুলিকে অগ্রাহ্য করিবার শক্তি অর্জ্জন কর। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

(৭৮)

হরিওঁ

বারাণসী
১৯শে কার্ত্তিক, ১৩৬৮

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা,—প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

বিপর্য্যয় দেখিয়া ভয় পাইও না। উহাও ভগবানেরই একটী রূপ। বন্ধুরাও শত্রু হইয়াছে, হউক। তাহাদের ঐ শত্রুতার মধ্যেই ভগবানের করুণা প্রত্যক্ষ কর।

শত্রুরাও শত্রু নহে, বন্ধুরাও বন্ধু নহে, একমাত্র ভগবানই সত্য। অন্য কাহারও অস্তিত্বই স্বীকার করিও না।

গ্রহের কোপ হইতে উদ্ধারের পথ গ্রহের পূজা নহে, সকল গ্রহের স্রষ্টা শ্রীভগবানের পূজা। সর্ব্বমনঃপ্রাণ ভগবানে অর্পণ কর।

নিষ্কাম নিরহঙ্কার মনে ভগবানের নামের সেবার জন্য নিজেকে প্রস্তুত কর। নাম-সেবার চাইতে সুখকর কার্য্য জগতে আর কিছু নাই।

পুনরপি আশিস নিও ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৭৯)

হরিওঁ

বারাণসী
২০শে কার্ত্তিক, ১৩৬৮

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা,—আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার ২৪শে আশ্বিনের বিচিত্র পত্রখানা পাইলাম। পূর্ব্বে আমার নাম শুনিলে ক্রোধান্বিত হইতে, ১৩৫৯ সালে তিনসুকিয়ার বী—তোমাকে আমার নিকট দীক্ষা নিতে বলিয়াছিল বলিয়া তাহাকে তুমি মাল-সরবরাহ বন্ধ করিয়া দিয়াছিলে এবং তাহাকে তিরস্কার করিয়াছিলে। তারপরে ১৩৬০ সালের ফাল্গুনে রাত্রি ১২ টার পরে সেই তুমিই আমার নিকটে দীক্ষা নাও এবং ১৩৬২ সালের বিজয়া দশমীর দিন নিজেকে সম্যক্ সমর্পণ কর। তোমার এসব কথা এবং দীক্ষাকালীন অনুভূতিগুলি অবগত হইয়া আনন্দিত হইলাম। তোমার নিষ্ঠা, তোমার ভক্তি, তোমার সাধনানুরাগ দিনের পর দিন বর্দ্ধিত হইতে থাকুক, এই আশীর্ব্বাদ করি। সূক্ষ্ম অনুভূতির কথা কখনো বাহিরে প্রকাশ করিও না, কেন না তাহাতে অহমিকা আসে। অহমিকা আসিলে অনুভূতির জোয়ারে ভাটা পড়ে।

একই গৃহে পূজার স্থানে দুইখানা বিগ্রহ রাখা বিধেয় নহে। সুতরাং তোমার হাতে আঁকা ও প্রেসে ছাপান বিগ্রহ দুই খানার

মধ্যে একখানা তুলিয়া অন্যত্র রাখিয়া দাও নতুবা অন্য কোনও আগ্রহী ব্যক্তিকে দান কর। আগ্রহী ব্যক্তিকে বিগ্রহ দান পুণ্যজনক।

বর্ত্তমানে তোমার ব্যবসায়-সম্পর্কিত কাজকর্ম্মের তোড় বাড়িয়া গিয়াছে বলিয়া নাম করিবার সময় পাও না, লিখিয়াছ। সময় বাবা চেষ্টা করিয়া করিতে হইবে। জীবনে নাম-সাধনই তোমার মুখ্যকর্ম্ম। সংসারের অন্যান্য দশ দিকের কর্ত্তব্যের ত্রুটি না করিয়া এই মুখ্য কর্ম্মটীকেও সম্পাদন করিতে হইবে। ইহাকে একেবারে বাদ দিলে বা নিতান্ত দায়সারা গৌণকর্ম্মে পরিণত করিলে চলিবে না। নিয়মিত উপাসনা করিতে করিতে ক্রমে এমন কৌশল আয়ত্ত হইয়া যাইবে যে বিপুল কর্ম্মোচ্ছ্বাসের মধ্যেও ভগবানের মঙ্গলময় নামের সাধন চলিবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৮০)

হরিওঁ

বারাণসী

২০শে কার্ত্তিক, ১৩৬৮

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা,—আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমাকে যখন নগদ পঁচিশটী নয়া পয়সা বায়না দিয়া আসিয়াছি, তখন তোমার জীপখানা নিয়াই এবারেরও দক্ষিণ

ত্রিপুরা ভ্রমণ সারিব। তুমি গাড়ীখানাকে যোগ্যভাবে মেরামত করাইয়া রাখ। তোমার জীপ আর তাহার চালক ও সহ-চালক ছেলে দুইটীর মায়া কাটাইতে পারিতেছি না।

আগরতলায় অবস্থান ও কর্ম্মসূচী সম্পর্কে আমার যাহা অভিরুচি হইয়াছে, তাহার উপরে এক কণা আপত্তিও যখন তোমার নাই, তখন বুঝিতেছি, তোমাকে দিয়া আমার কাজ হইবে। কাজ করিবার শক্তি, সুযোগ এবং আগ্রহ অনেকের থাকে না, কাহারো কাহারো থাকে। তাহাদের মধ্যে আবার সকলেই কাজের ভার পাইবার যোগ্য হয় না। অকপটে যে অনুগত, দ্বিধাহীন চিত্তে যে বশংবদ, কাজের ভার পাইবার যোগ্য সে-ই হয়। আমি দুনিয়ার সমস্ত লোককে আমার আজ্ঞাবহ দেখিতে চাহি না। কিন্তু যাহারা আমার কাজ করিবার নাম করিয়া আমার সন্নিহিত হইবে, তাহাদের নিকটে পূর্ণ আনুগত্য নিশ্চয়ই দাবী করিব। আমার মতের বিরুদ্ধতা করিবার লোকেরা জগৎ হইতে মুছিয়া যাউক, ইহা আমি চাহি না। বরং চতুর্দ্দিকে যত জন যত দল যত সম্প্রদায় যত ভাবে পারে, বিরুদ্ধতা করুক। তাহাদের বিরুদ্ধতার ভিতরেও আমি আমাকেই, আমার কর্ম্মপরায়ণ-হস্তকেই দর্শন করিব, বিরুদ্ধতা করিতেছে বলিয়া কেহ আমার পর হইয়া যায় নাই বা যাইবে না। কিন্তু আমারই কাজ করিবার ছলে আমার পরিকল্পনার ভিতরে প্রবেশ করিয়া যাহারা বিরুদ্ধতা করিবে, মনে হউক, ইঙ্গিতে হউক, মুখে হউক, কাজে হউক, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ সৃষ্টি

করিবে, তাহাদের জন্য প্রাপ্য পুরস্কার একমাত্র বহিষ্কার। তিনটী, পাঁচটী বা দশটী অনুগত কর্ম্মী দিয়াই আমি জগজ্জয় করিব, সন্দিগ্ধ কর্ম্মী হাজার, লক্ষ, কোটি চাহি না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৮১)

হরিওঁ বারাণসী

২০শে কার্ত্তিক, ১৩৬৮

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা,—প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

কর্ম্মব্যস্ততা ও শারীরিক অপটুতা, এই দুই কারণে তোমার পত্র এতদিন পড়া হয় নাই। অদ্য পাঠ করিলাম।

দুর্গোৎসব, কালীপূজা, লক্ষ্মীপূজা বা সরস্বতীপূজা ইত্যাদি সবই ভাল। তার পক্ষে ভাল, যে ঐ ঐ দেবতার বীজে দীক্ষিত হইয়াছে। যে অখণ্ডমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছে, তার পক্ষে তিনদিন-ব্যাপী শারদীয়া অখণ্ডোপাসনাই শ্রেষ্ঠ এবং কামনীয়।

দেবতার পূজার আয়োজন করিয়া তাহাতে ওঙ্কার-বিগ্রহ স্থাপন যে ইচ্ছা সে করিতে পারে কিন্তু আমার শিষ্যেরা পারে না। সর্ব্বেশ্বর ওঙ্কার বিগ্রহ যেখানে বসিবেন, সেখানে অন্য কোনও পূজ্য মূর্ত্তি বসান চলিবে না। এমনকি একই পূজা-মণ্ডপে ওঙ্কার

বিগ্রহও দুইখানা বা তিনখানা রাখা চলিবে না। ইহা গুরুবাক্য, ইহাকে লঙ্ঘন করা চলে না।

দেবী দশভুজার পূজাও করিয়াছ, আবার পূজামণ্ডপে সমবেত অখণ্ড-উপাসনাও করিয়াছ, এই খিচুড়ি, এই পাঁচ-মিশালি নিয়ম রক্ষার চেষ্টা অশোভন হইয়াছে। নিজের পূর্ব্বসংস্কারকে চরিতার্থ করিবার জন্য অথবা ধনাগম-হেতু সমারোহ দেখাইবার জন্য যে অনুষ্ঠান করিয়াছ, তাহার রাজসিকতার মাঝখানে ওঙ্কার বিগ্রহ এবং সমবেত উপাসনার আমদানী কেবল মনকে ফাঁকি দেওয়া মাত্র এবং নিষ্ঠাবান্ অখণ্ডোপাসকদিগকে আহত করিবার জন্য। যাহাদের নিষ্ঠা নাই, তাহারা নিশ্চয়ই প্রচুর আমোদ এবং মিষ্টান্ন আহরণ করিয়াছে। নিশ্চয়ই বহুলোকের নিকটে তুমি যশস্বী হইয়াছ, কিন্তু এই যশ ক্ষণস্থায়ী।

তোমার চ'খের সামনে তিনসুকিয়ার সুরেন্দ্র ভাওয়ালের দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। তাহার যশ কল্পকাল-স্থায়ী হইবে। ইহা আমার ভবিষ্যদ্বাণী। দৃষ্টান্ত দেখিয়া শিখিবার লোক নাই, জগৎটা কি এমনই হইয়া গেল?

সাধনা না করিলে পূর্ব্বসংস্কার কাটে না। তোমরা দীক্ষা নিয়াছ, সাধন কর না। সাধকের যে নিয়মে চলা উচিত, যে সংযম-পালন উচিত, পানাহার সম্পর্কে যে দৃঢ়তা থাকা উচিত, তাহার ধার অল্পই ধার। তোমাদের পূর্ব্বসংস্কার দূর হওয়া সহজ কথা নয়। কিন্তু সাধন করিলে পূর্ব্বসংস্কার দূর হয়। তোমরা

সাধনে মনোনিবেশ করিবে কি? আমাকে প্রণামীর টাকা দিয়া খুশী করা যায় না, সাধন করিলে আমি খুশী হই। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৮২)

হরিওঁ
বারাণসী
২০শে কার্ত্তিক, ১৩৬৮

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা,—প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

আমি কয়েক জনের পত্রেই তোমার পিতৃদেবের শ্রাদ্ধীয় কার্য্যের বিবরণ শুনিয়াছি। তোমার মনোবল তোমাকে নিষ্ঠার পথে চালাইয়াছে। তোমার এই নিষ্ঠা তোমার পিতার আত্মার শান্তির কারণ হইবে। কতকগুলি শব্দের উচ্চারণে নহে, ব্রাহ্মণ-ভোজনের দধি-সন্দেশের চাকুম-চকুম আওয়াজে নহে, শ্রাদ্ধাধিকারী পুত্রের মনের একাগ্রতাতেই পিতার আত্মার কল্যাণ।

ব্রাহ্মণেরা খাইতে আসেন নাই, ভাল করিয়াছেন। তাঁহারা তাঁহাদের নিজ সংস্কারের গণ্ডীর ভিতরে থাকুন। তোমার সম্পর্ক বিশ্বের আর বিশ্বাত্মার সহিত। ইঁহাদের সঙ্কোচ ও সঙ্কীর্ণতা তোমার কোনও অমঙ্গল করিতে পারে না। ইঁহাদের প্রতি দ্বেষ রাখিও না। ইঁহারা প্রত্যেকেই বিবেকবান্ নহেন, অনেকে অন্ধ কুসংস্কারের দাস মাত্র। বিবেকবান্ পুরুষ হইয়াও যাঁহারা তোমাদের বাধা

দিয়াছেন, তাঁহারা আত্মপ্রসাদের বদলে আত্মতিরস্কারই পাইয়াছেন। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৮৩)

হরিওঁ
বারাণসী
২০শে কার্ত্তিক, ১৩৬৮

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা,—প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

আমার পরবর্ত্তী কাছাড়-ভ্রমণে তোমাদের ঐ প্রত্যন্তবর্ত্তী ক্ষুদ্র চা-বাগিচাটা যে থাকিবেই না, এমন ধারণা করিয়া বসিয়া থাকিও না। হরিনামের ব্রহ্মাস্ত্রে তোমরা চারিদিকের অসুরগুলির জন্মান্তর ঘটাও। তখন আমার আগমন শতগুণ সুখদায়ক হইবে।

শ্রীমান প — র পিতৃশ্রাদ্ধের ব্যাপারটীকে তোমরা জয়-পরাজয়ের দিক দিয়া বিচার করিও না। নিষ্ঠা পূর্ব্বক তোমরা পরলোকগত আত্মার শান্তি কামনা করিয়াছ। ইহারই শুভফল বিশ্বময় হইয়াছে। বিশ্বাত্মার সঙ্গে যোগ রাখিতে গিয়া প্রচলিত সমাজের সহিত যদি কোথাও একটু অমিল হইয়া যায় ত' গেলই বা। তোমরা নিজেদিগকে অপ্রতিভ জ্ঞান করিও না।

অধিকাংশ ব্রাহ্মণ-সন্তান নামে মাত্র ব্রাহ্মণ কিন্তু ওঙ্কার জপ করেন না। তাঁহারা অপরের প্রণবাধিকারে ক্লেশ-বোধ ত'

করিবেনই। তোমরা সেই সকল মায়িক ও সাময়িক ক্লেশবোধকে মহৎ মূল্যায়নে টানিয়া নিও না। নিজেরা প্রাণপণে সাধন কর। সাধন করিয়া সিদ্ধমন্ত্র প্রণবের শক্তি ও মহিমা নিজ জীবনে নিজের চোখে প্রত্যক্ষ কর। তারপরে পিছন ফিরিয়া তাকাইয়া দেখিও যে, যাহারা ঢিল ছুঁড়িতে আসিয়াছিল, তাহারা এখন কোথায়?

মনটীকে দ্বেষহীন ঈর্ষ্যাহীন কর। প্রাণটাকে সরল, উদার, সহিষ্ণু কর। হৃদয়টীকে সহানুভূতিশীল ও সংবেদন-মধুর কর। বাগিচার গায়েই পাহাড়, সেই পাহাড়ে কত অজ্ঞাত জাতি রহিয়াছে। তাহাদের মধ্যে বৈদিক যুগের ব্রহ্মসাধনাকে প্রাগ্রসর কর। তোমরা যে সাধনই কর না, তোমরা যে নামে মাত্র শিষ্য, আমি যে অপাত্রে দীক্ষা বিতরণ করিতেছি, আমার ত' বাবা এইটাই জীবনের একমাত্র দুঃখ। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৮৪)

হরিওঁ

বারাণসী

২২শে কার্ত্তিক, ১৩৬৮

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা,—আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও। একতা ও একাগ্রতা থাকিলে তোমরা কোন্ অসাধ্যকে না

সুসাধ্য করিতে পার? দ্রুত ঐক্যবদ্ধ হইয়া যাও। সকলের সঙ্গে সকলে অকুণ্ঠ প্রেমে মিলিত হইবার বিদ্যা আয়ত্ত কর। দশে মিশিয়া যে কাজ করিবে, তাহাতেই পরম গৌরব। অবশ্য, সৎকাজের কথাই বলিতেছি।

ক্ষুদ্র জিনিষেও বৃহৎ কাজ সাধিত হয়। সময় বুঝিয়া তুচ্ছ জিনিষ অতীব মূল্যবান্ বস্তুতে পরিণত হয়। উপেক্ষা কোনও কিছুকেই করিও না, ছোট ব্যক্তিটিকে নয়, ছোট জাতিটিকে নয়, ছোট দলটিকে নয়, ছোট ছোট অনুজীবী, উপজীবী, ক্ষীণজীবীদেরও নয়।

চারিদিকে সদ্ভাবের প্লাবন সৃষ্টি কর। মানুষের মনের ইতর চিন্তাগুলিকে ঝড়ের তোড়ে দূর করিয়া দাও। উড়াইয়া দাও অপচিন্তা, অপকথা, অপকার্য্য। বিনাশ কর অন্যায়ের চর্চ্চা, পাপের অনুশীলন, অধর্ম্মের আরতি।

লক্ষ্যের প্রতি অকুণ্ঠ আনুগত্য, দ্বিধাদ্বন্দ্বহীন সেবাবুদ্ধি, অকপট একাগ্রতা, নির্ভুল দায়িত্ব-বোধ—এই গুণগুলি তোমাদের থাকা প্রয়োজন। প্রতি জনে এগুলি সযত্নে আয়ত্ত কর।

ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধকেরা ভিন্ন ভিন্ন নাম-কীর্ত্তন করেন। নিজ নিজ অবলম্বিত নামের মাহাত্ম্য প্রমাণের জন্য তাঁহারা কেহ প্রাচীন, কেহ অর্ব্বাচীন, কেহ মন-গড়া শাস্ত্রের দোহাই দেন। এই দোহাই প্রকৃত প্রস্তাবে তোমাদিগকে বুঝাইবার জন্য নহে, নিজেদেরই সন্দিগ্ধ চিত্তকে বুঝপ্রবোধ দিবার জন্য। সব নামই ত্রাণ করিতে সমর্থ, সুতরাং সব নামই তারক-নাম। সব নামই

ব্রহ্মের নাম,—খণ্ডিত নাম, এই পর্য্যন্ত। সুতরাং জগতের সকল নামই তারকব্রহ্মনাম। তবু নির্দ্দিষ্ট একটী নামকে কোনও কালে কেহ "তারকব্রহ্ম নাম" এই সংজ্ঞা দিয়াছিলেন, শিষ্যপরম্পরায় ভক্তপরম্পরায়। তাই ঐ একটী নির্দ্দিষ্ট নাম বা ঐ বিশিষ্ট নামাবলি তারকব্রহ্মনামে পরিচিত হইয়াছে। ইহার দ্বারা একথা বুঝায় না বা বুঝা উচিত নহে, এই নাম বা নামাবলি ব্যতীত অপর সকল নাম অতারক, অব্রহ্ম বা অতারকব্রহ্ম নাম। সাম্প্রদায়িক নামকে সম্প্রদায়ের মধ্যে পরমসমাদরে রক্ষা করিবার জন্য নামের মাহাত্ম্য-বর্ণনা প্রয়োজন হইয়াছে। সেই প্রয়োজনের তাগিদেই উহা তারকব্রহ্ম নাম, আত্মার উদ্ধারের প্রয়োজনে জগতের প্রতিটি নামই তারকব্রহ্মনাম। সাম্প্রদায়িকেরা এই উদার মতকে আহত না করিয়া গ্রহণ করিবার অভ্যাস অনুশীলন করেন নাই। সুতরাং তাঁহাদের নিকটে গিয়া তোমরা এই বিচারটীর কথা বলিবার প্রয়োজন দেখি না, কিন্তু নিজের কাছে নিজে খাঁটি থাকিবার জন্য তুমি আমার ব্যাখ্যাই গ্রহণ করিও। তোমার গ্রহণ তোমার জন্য, অন্য নামের সাধকদের মনে বা কর্ণে পীড়া উৎপাদনের জন্য তুমি তোমার উপলব্ধি বা প্রত্যয়কে প্রয়োগ করিও না।

সম্প্রতি একখানা বৈষ্ণবীয় মাসিক পত্রিকাতে একজন অতিশয় ধুরন্ধর বৈষ্ণবশাস্ত্রবিদ পণ্ডিত একটী প্রবন্ধে লিখিয়াছেন যে, রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব গুরুদেবদের নিকটে গিয়া দীক্ষা গ্রহণ করেন নাই, এই কারণে তিনি উপনিষদ সমূহের তত্ত্ব বোঝেনও নাই বা তাহাতে গভীর ভাবে প্রবেশও করিতে পারেন নাই। এই সকল

আচার্য্যদের ধারণা এই যে, একখানা গোপালতাপনী আর একখানা বৃহদারণ্যকের মূল্য এক সমান। এই জাতীয় মনোভঙ্গীসম্পন্ন ব্যক্তিদের সহিত তর্কে প্রবৃত্ত হইও না।

অন্যান্য নাম কবে কে প্রচার করিয়াছিলেন, তাহার ইতিহাসে প্রবেশ না করিয়াও তুমি নিশ্চিন্ত মনে নিশ্চিন্ত ভাবে এই সত্যে প্রতিষ্ঠিত থাকিও যে, ওঙ্কার আদিমন্ত্র, ইহার আগে সম্প্রতি-প্রচলিত কোনও মন্ত্র, কোনও নাম প্রচারিত বা সাধিত হয় নাই। তুমি তোমার নামে মনঃপ্রাণ দিয়া লাগিয়া যাও।

রাধাভাবকান্তি নিয়া যিনি জন্মগহণই করিলেন, তাঁহার আবার লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবীকে বিবাহ কি প্রয়োজন ছিল, দুদিন পরে যাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস-ধর্ম্মই আশ্রয় করিবেন, সেই বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে বিবাহ করিবারই বা তাঁহার কি প্রয়োজন ছিল,—এই জাতীয় যে প্রশ্ন তোমার শ্বশুর মহাশয় আমাকে করিয়াছেন, তাহার উত্তর আমার দেওয়া সাজে না। যিনি গৌড়ীয় বৈষ্ণবমতে দীক্ষিত, তাঁর পক্ষে এই প্রশ্নের উত্তর গুরুমুখশ্রুত ভাবেই ব্যাখ্যাত হওয়া প্রয়োজন। কারণ, তাহাতেই তাঁহার সাধন-ভজনের অনুকূল মনোবৃত্তি ও রুচির সৃষ্টি হইবে। যত ব্যাখ্যা, যত বিচার, সবই নিজ নিজ ভজনের অনুকূল হওয়া প্রয়োজন। এই জন্যই তত্ত্ব জানিবার জন্য জিজ্ঞাসু নিজ সম্প্রদায়ের আচার্য্যদের কাছেই যায়। অন্যেরা নিরপেক্ষ মতামত দিলেও তাহার ফলে সাধনবিঘ্ন ঘটিতে পারে, ভজন-কুণ্ঠা আসিতে পারে।

অবতার-বাদ এ-দেশের প্রায় মজ্জাগত ব্যাপার। কাহাকেও

অবতার রূপে ব্যাখ্যা করিতে না পারা পর্য্যন্ত মনেই যেন শান্তি নাই। কিন্তু সহজ সরল সাধারণ কাণ্ডজ্ঞান লোককে ইহাই বলে যে, ভগবানের যদি ধরাধামে আসিতেই হয়, তবু তাঁহাকে প্রথম একটী অনাথ শিশু অবোধ শিশু রূপেই ভূমিষ্ঠ হইতে হয়। গোড়াতে তিনি সাধারণ মানুষের জীবনই যাপন করেন, সন্দীপনী মুনি বা বিশ্বামিত্র ঋষির কাছে তাঁহাকে পাঠাভ্যাসও করিতে হয়, পরে তাঁহার ভিতরে উক্ত আধ্যাত্মিক শক্তির বিকাশ ঘটে। এ ভাবে অবতারদের লীলা ব্যাখ্যা করিলে কোথায় আবার কোন্ অবতার-পূজকের প্রাণে ব্যথা লাগিবে ভাবিয়া বরং ব্যাখ্যা করিতে না যাওয়াই উচিত।

আমার মতে রাম, কৃষ্ণ, গৌরাঙ্গ আদির ন্যায়, তুমি আমি রামা শ্যামা সকলেই ভগবদবতার। আমরা কেহই অবতার ব্যতীত আর কিছুই নহি। এই জন্যই প্রখ্যাতনামা বহু-পূজিত অবতারের তোমার মত বিবাহ করিয়াছেন অথবা আমার মত কৈশোরেই সংসার ছাড়িয়াছেন। তোমার ভিতরের ব্রহ্মকে জাগাও, তুমি যে পরমপুরুষ ব্যতীত কিছুই নহ, জানিয়া আশ্বস্ত হও। তোমার এই জ্ঞান তোমাকে কোটি ব্রহ্মাণ্ডের লক্ষকোটি বৈচিত্র্যের প্রতি সমদৃষ্টিসম্পন্ন ও প্রেমিক করুক। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৮৫)

হরিওঁ

ধানবাদ
২৩শে কার্ত্তিক, ১৩৬৮

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা,—প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

অতীতে ভুল করিয়াছ বলিয়া মনমরা হইয়া থাকিবার কোনও আবশ্যকতা নাই। ভুলের ভিতর দিয়া কি শিক্ষা পাইলে, তাহার প্রতি নজর দাও। সব ভুলই ভুল নহে, যে ভুলে নির্ভুল চলিবার ইঙ্গিত মিলে, সেই ভুলের জন্য অনুতাপ করিবার প্রয়োজন নাই। যে ভুল একবার ধরা পড়িয়াছে, সেই ভুল জীবনে আর করিবে না, এই পণ কর।

মনকে সবল কর। নামকে আশ্রয় কর। ভগবানে বিশ্বাস রাখিয়া পুণ্যপথে চল। গভীর নিষ্ঠা ও প্রবল বিশ্বাস জীবনের দুই মহার্ঘ্য সম্পদ। কেবল ভগবানের নাম কর। নাম করিতে করিতে নিষ্ঠা আসিবে, বিশ্বাস আসিবে।

নাম পাপহর, তাপহর, দুঃখহর। নাম সর্ব্বসংশয়হর। নামের নিজস্ব মহিমাতে তোমার সকল দুর্দ্দৈব সকল দুর্গতি দূর হইয়া যাইবে। নামের গুণে অন্ধতমসাবৃত অমারজনীর অবসান ঘটিবে। কেবল নাম কর বাবা, কেবল নাম কর।

ভগবানকে ভালবাসিলে জগতের সকল অমঙ্গল মঙ্গলে পরিণত হয়। ভালবাসার মত সুখ নাই। ভালবাসায় যে আনন্দ,

সে আনন্দ আর কোথায় পাইবে? ভালবাসার সুখ শতস্বর্গসুখের চেয়ে মহীয়ান্। প্রেমে একেবারে ভরপুর হইয়া যাও বাবা।

সকলের যাহাতে কুশল, এমন বিষয়ে যখন যে সংবাদটী পাও, সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে তাহা জানাইয়া দিও। ইহার ফলে তাহাদের মনে কোনও সাত্ত্বিকী সেবাবুদ্ধি জাগিল কি না জাগিল, তাহার বিচারভার তোমার উপরে নহে। তুমি জ্ঞান পরিবেশন করিবার কাজটুকু নিখুঁত ভাবেই করিও। সত্য উপলব্ধিকে চারিদিকে ছড়ানোর মত পুণ্যকর কার্য্য আর কি আছে? যেখানে যেটুকু ভাল পাও, কেবল ছড়াও, কেবল ছড়াও। বেহিসাবী পাগলের মত কুলুপ খুলিয়া অবিরত সদ্ভাব সত্যচিন্তা সৎসংবাদ চারিদিকে বিলাইয়া যাও।

মনকে ভোগবিলাসের ঊর্দ্ধে রাখিবে। তোমার জীবনের যে একটা মহৎ লক্ষ্য আছে, তাহা কখনো ভুলিও না। নিজের কর্ত্তব্য, নিজের দায়িত্ব, নিজের ব্রহ্মত্ব সর্ব্বদা স্মরণে রাখিবে। নিজেকে ছোট ভাবিয়া ভাবিয়া চিরকাল ছোট হইয়া থাকিয়া লাভ কি?

নূতন জগৎ সৃষ্টির আমরা ব্রত লইয়াছি। পুরাতনের অন্যায় বাধা আমরা মানিব না। পুরাতনের সত্যকেও আমরা অগ্রাহ্য করিব না। কুসংস্কারের সহিত আমাদের আপোষ নাই কিন্তু সুসংস্কারের বিরুদ্ধে খড়্গোত্তোলনও আমাদের কাজ নহে।

সৎকার্য্যে আত্মপ্রসাদই সকলের চেয়ে বড় পুরস্কার। কেবল

সৎকাজ করিয়া যাও। সৎফল, সৎচিন্তা, সৎচেষ্টা কখনো মিথ্যা হয় না।

কর্ত্তব্যের ভার লইয়া যে তাহা পালন না করে, সে নিজের যোগ্যতা বর্দ্ধনের সুযোগ নষ্ট করে। ইহা কাজকে ফাঁকি দেওয়া নয়, নিজেকেই ফাঁকি দেওয়া। যখনি যে ভার পাও, দ্বিধাহীন চিত্তে তাহা সম্পাদন কর।

সর্ব্বজীবে প্রেম কর। প্রেমই সত্য, প্রেমই নিত্য, প্রেমই পরমমঙ্গলনিলয়। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৮৬)

হরিওঁ

পুপুন্কী
২৩শে কার্ত্তিক, ১৩৬৮

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা,—স্নেহ ও আশিস নিও।

চারিদিকে তোমরা সদ্ভাব প্রচার কর। সদ্ভাব প্রচারের যোগ্যতা অর্জ্জনের জন্য প্রতিজনে প্রাণপণে সৎ হও, পবিত্র হও, ধর্ম্মনিষ্ঠ হও, চূড়ান্ত ভাবে সত্যনিষ্ঠ হও।

ব্রহ্মচর্য্য পালনের দিকে প্রখর লক্ষ্য রাখ। ব্রহ্মচর্য্যই বলের উৎস। বিরুদ্ধ যুক্তি যে যতই দেউক, ব্রহ্মচর্য্য পালন করিলে তাহার মহিমা উপলব্ধ হইবেই।

মুখে যাহারা বেশী কথা বলে, কাজে তাহাদের কমতি প্রায়ক্ষেত্রেই অবশ্যম্ভাবী। তোমরা প্রতিজনে কথা কমাও, চিন্তাশীলতা ও কর্ম্মাগ্রহ বাড়াও।

যে কাজে আছ, তার মধ্য দিয়াই জন-সেবার কত বিচিত্র সুযোগ রহিয়াছে। প্রত্যেকে নিজ নিজ অবস্থানুযায়ী জনসেবায় আত্মনিয়োগ কর। ছাত্র পড়া না ছাড়িয়াই, শিক্ষক পড়ানো না ছাড়িয়াই, দোকানদার দোকান না ছাড়িয়াই, সংসারী বনে না গিয়াই, মুচি জুতা সেলাই করিতে করিতেই, মেথর ময়লা পরিষ্কার করিতে করিতেই জনসেবা করিতে পারে। জীবনের প্রত্যেকটা কাজই এক একটা জনসেবা। জনসেবা নামে আলাদা একটা জানোয়ার নাই যে পশুশালায় খাঁচার মধ্যে আবদ্ধ অবস্থায় তাহাকে দেখিতে পাইবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৮৭)

হরিওঁ

পুপুন্‌কী

২৩শে কার্ত্তিক, ১৩৬৮

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা,—তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমাদের যে সৎকার্য্যে উদ্দীপনা স্বল্প সময়ের জন্য থাকে, তাহার দুইটী কারণ। একটী সাধনের অভাব, অপরটী ব্রহ্মচর্য্যের অভাব। সাধন করিলে তার উদ্যম চিরস্থায়ী হয়। ব্রহ্মচর্য্য পালন করিলে তার উৎসাহ কখনো কমে না।

তুমি কল্যাণীয়া মা বা—কে নিয়া এতগুলি দিন সংযম-পালন করিয়া যাইতেছ দেখিয়া আমার আনন্দের অবধি নাই। সংযমে তোমাদের সূক্ষ্মতম শক্তিগুলির বিকাশ ঘটিবে। দাম্পত্য সংযম অসম্ভবও নহে, অসঙ্গতও নহে, ইহা তোমাদের জীবনে প্রমাণিত হইতেছে। তোমরা সংযমে অনিচ্ছুক ব্যক্তিদের হাজার কুযুক্তির জীবন্ত প্রতিবাদ। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৮৮)

হরিওঁ

পুপুন্‌কী

২৩শে কার্ত্তিক, ১৩৬৮

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা,—আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও। নিমেষের জন্যও ভগবানের নাম ভুলিও না। নিজে নাম কর, সকলকে নাম করিতে প্রেরণা দাও। নামে প্রেমে ত্রিভুবন মধুময় হউক। নামের মহিমায় রুগ্না ধরিত্রী সুস্থ হউক, সুন্দর হউক।

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

নামের সেবার মধ্য দিয়া জীবন সার্থক কর। চারিদিকে নামসেবার আবহাওয়া সৃষ্টিকর। নরক-সদৃশ এই পাপ-কলুষিত পৃথিবীকে পুণ্যস্নাত স্বর্গলোকে পরিণত কর।

নিয়ত সাধন কর। সাধন করিতে করিতে সঙ্কল্প সুদৃঢ় হইবে। সঙ্কল্প যাহার অটল অচল, সে সিদ্ধি অর্জ্জন করেই করে। সুতরাং সাধনেই সিদ্ধি, এই কথাটী সাধনের দ্বারাই প্রমাণিত হয়।

নামসেবার মধ্য দিয়া তোমরা পবিত্র হও, সুন্দর হও, নামসেবার মধ্য দিয়া তোমরা ভগবানের সান্নিধ্য উপলব্ধি কর। তিনি যে নিয়ত তোমাকে স্নেহভরে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া রহিয়াছেন, ইহা অন্য কোন্ উপায়ে তুমি জানিবে বা বুঝিবে?

নামকে জীবনের পরম সহায় ও একান্ত অবলম্বন কর। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৮৯)

হরিওঁ

পুপুন্‌কী

২৪শে কার্ত্তিক, ১৩৬৮

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা,—প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। তুমি যে স্তরের সমাজ-সেবা করিতেছ, তাহাতে যুবতী, বিশেষ করিয়া বয়স্কা কুমারী ও

অনতিক্রান্তযৌবনা বিধবাদের সহিত নিত্য ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশিতে হয়। তাহাদের মধ্যে সকলেই সরলা বা নিষ্পাপ নহে, কেহ কেহ প্রলোভনের মরীচিকা বিস্তারও করে। রক্তমাংসের শরীর তোমার তাহাতে বিপত্তি বোধ করে। এই যুক্তিতে তুমি বিবাহ করিয়া সংসারধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছ। তোমার যুক্তিতে কিছু ভুল আছে বলিয়া আমি মনে করি না।

তুমি ত' সন্ন্যাস নাও নাই, নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীও হও নাই, আদর্শের প্রেরণায় ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতেছিলে। তোমার পক্ষে যথাকালে বিবাহ করা কোনো প্রকারেই দোষাবহ হইয়াছে বলিয়া মনে করিবার হেতু নাই। যোগিপুরুষরূপে লোকসমাজে খ্যাতি অর্জ্জন করিয়া তারপরে তিব্বতী যোগ শিক্ষা দিবার নাম করিয়া যাহারা নারীকুলকে ভ্রান্তপথে টানিয়া নিয়া অবৈধ কুকার্য্য করে, তাহাদের তুলনায় তুমি যে কত উচ্চে রহিয়াছ, তাহা বলিবার নহে। তোমার জীবনে তুমি ভণ্ডামিকে প্রবেশাধিকার দিও না।

নারীর সংস্রবে পুরুষ চঞ্চল হয়, তাহার অর্থ এই নহে যে, দেখিবামাত্র তাহাকে নিয়া সম্ভোগ-সুখে প্রমত্ত হইবার বাসনা জন্মে। পুরুষ যে চঞ্চল হয়, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, নারীর সংস্রবে থাকিবার জন্য পুরুষের আগ্রহ জন্মে। তারপরে অত্যধিক সংস্রব করিতে করিতে হঠাৎ একদিন অজ্ঞাতসারে যৌনক্ষুধা অতি প্রবল বেগে উপস্থিত হয় এবং তখন তাহাকে দমন করিয়া চলা নিতান্তই সুকঠিন ব্যাপার হইয়া পড়ে। এইরূপ অত্যুৎকট

সঙ্কট-সময়ে শরীরের স্বাভাবিক প্রয়োজন মিটাইবার পক্ষে বৈধপথ থাকিলে কোনও বিবেকবান্ পুরুষ বিপথে পদার্পণ করে না। বিবাহের ইহাই একমাত্র সমর্থক যুক্তি হইলে বিবাহ জিনিষটা বড়ই তুচ্ছ জিনিষ হইয়া যাইত। বিবাহের স্বপক্ষে এর চেয়েও অনেক বড় কথা আছে। কিন্তু অনেক মহীয়ান্ পুরুষকেও বিবাহের পক্ষে এই যুক্তিটীকে গ্রহণ করিতে হইয়াছে। সুতরাং তুমি বিবাহ করিয়া এমন কোনও অন্যায় কার্য্য কর নাই যে এজন্য আবার অনুতাপ করিতে হইবে।

বিবাহিত জীবনের উচ্চতর আদর্শ যাহা, তাহা অনুসরণ করিলে তুমি দুই দিন পরে দেখিতে পাইবে যে, স্বামিস্ত্রীতে প্রগাঢ় ভালবাসার চর্চ্চা করিয়াও সহবাস হইতে স্বেচ্ছায় এবং বিনা প্রতিক্রিয়ায় বিরত থাকিতে পারিলে তাহার দ্বারা কি অপার্থিব আনন্দ ও শান্তি লাভ করা যায়। তোমার দুই দশটী গুরুভ্রাতা ও গুরুভগিনী নিজ নিজ জীবনে তাহার বিস্ময়কর ও উৎসাহ-সঞ্চারক দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। স্ত্রীপুরুষের দৈহিক মিলনে যে ক্ষণিক সুখ, দুই জনের আত্মার মিলনে তাহার কোটি গুণ সুখ দুই চারিটী ভাগ্যবান দম্পতীর জীবনে লভ্য হইয়াছে। এই সকলকে অসম্ভব ব্যাপার বা অলীক কাহিনী বলিয়া উড়াইয়া দিবার আর রাস্তা নাই। সংযমে এই সুপ্রতিষ্ঠা কেবল ঈশ্বরাবতারদেরই পক্ষে সম্ভব, নিজেদিগকে যাহারা অবতার বলিয়া প্রচার করে না বা বিশ্বাস করে না, যাহাদিগকে অপর লোকেরা অবতারের ধারে কাছে

আছে বলিয়াও সন্দেহ করে না, এমন সাধারণ সাধুচরিত দম্পতীর জীবনেই ইহা সুসম্ভব হইয়াছে কেবল সাধনেরই বলে। তোমরা দুই জনে সাধন-পরায়ণ হও। সাধনের বলে জগতের শ্লাঘ্যতম সম্পদ, সংসারের দুর্লভতম আনন্দ আহরণ কর। তখন দেখিবে, কাম থাকিবে না, সে দূরে পলাইবে, প্রেম তাহার রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করিবে। অথবা সত্যতর করিয়া বলিতে গেলে, অনঙ্গ অস্তিত্ব হারাইবে, সর্ব্বাঙ্গ জুড়িয়া প্রেমই বিরাজ করিবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৯০)

হরিওঁ

পুপুন্‌কী

২৪শে কার্ত্তিক, ১৩৬৮

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা,—আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

চারিদিকের তরুণ কিশোরগুলির মধ্যে তোমরা কাজ সুরু করিয়া দাও। আজিকার তরুণেরা আগামী দিনের দেশের প্রধান কর্ম্মী ও নেতাতে পরিণত হইবে। ইহাদিগকে বিপথে যাইবার ছাড়পত্র লিখিয়া দিবার কোনও অর্থ হয় না। অবশ্য, একটা অর্থ যে হয় না তাহা নহে। তাহা হইতেছে, সমগ্র জাতির সামগ্রিক অধঃপাত। তোমরা সেই অধঃপাত নিবারণের জন্য প্রতিজন

প্রতিস্থানে কাজ সুরু করিয়া দাও। নিজের জীবনে যদি কোনও সত্যের সন্ধান পাইয়া থাক, নিজের জীবনে যদি কোনও অমৃতের আস্বাদ লাভ করিয়া থাক, তাহা হইলে তাহার অংশভাক্ যাহাতে এই সকল তরুণেরা হইতে পারে, তেমন ভাবে কাজে লাগিয়া যাও। কেবল জল্পনা আর কল্পনা দিয়া কোনও সুমহতী পরিকল্পনা সফলতার দিকে অগ্রসর হয় না। যাহা প্রয়োজন, তাহা হইতেছে, অবিলম্বে কাজে হাত দেওয়া এবং সর্ব্বশক্তি নিয়া কাজে লাগা। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৯১)

হরিওঁ পুপুন্‌কী
২৪শে কার্ত্তিক, ১৩৬৮

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা,—প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

নিজের ছেলেটীকে মানুষ করিতে পারিলে না, কদাসক্তি, কুরুচি আর কদভ্যাস তাহাকে গ্রাস করিয়া ফেলিল। তাহারই জন্য আজ সকলের ছেলের জন্য তোমার প্রাণ দরদে কাঁদিয়া ওঠা প্রয়োজন। চুতুর্দ্দিকে সকল তরুণের চরিত্রে উন্নতি ও আদর্শের বনিয়াদ পাকা করিবার কাজে লাগিয়া যাও। সংসারে যত

বাধা-বিঘ্ন আছে, তাহার মধ্য দিয়াই কাজে লাগিতে হইবে। সুযোগ হেলায় হারাইও না, কেবল জল্পনা-কল্পনা আর পঁয়তারাতে কার্য্যসিদ্ধি হইবে না। অফুরন্ত প্রেম লইয়া কাজে লাগ, তাহা হইলেই দেখিবে, সমগ্র দিনের সংসারশ্রমে ক্লান্ত দেহ-মনও এই কাজ করিবার সময় পায়। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৯২)

হরিওঁ পুপুন্‌কী
২৪শে কার্ত্তিক, ১৩৬৮

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা,—প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

চাকুরীতে যে স্থানে গিয়াছ, সেখানে ভারত-সরকার আইন দ্বারা ধর্ম্মীয় প্রচার নিষেধ করিয়া দিয়াছেন, একথা আগেও শুনিয়াছি। খ্রীষ্টান ধর্ম্মের প্রচার নাগাদের মধ্যে অভারতীয় ভাব সৃষ্টি করিয়াছে, ইহাই হয়ত কারণ। তাগিন আর আবরেরা মুসলমান হইয়া যাইবে এই ভয়ে বর্ত্তমান ভারত সরকার কাতর, এমন মনে করি না। যাহা হউক, সরকারী নিষেধ অমান্য করিও না কিন্তু নিজেরা ধর্ম্মাচরণ হইতে ভ্রষ্ট হইও না। ইংরেজ আমলে পাহাড়ীদের ভিতরে কাজ করিতে আমি বাধা পাইয়াছি, এখনো উদার অখণ্ড-ধর্ম্মের পক্ষে বাধা সমানই রহিয়াছে। কিন্তু চাকুরী

করিতে গিয়াছ বলিয়া নিজের ধর্ম্ম নিজে আচরণ করিবে না, এমন হইতে পারে না। আবর আর তাগিনরা আপাততঃ তাহাদের আদিম অবস্থাতেই পড়িয়া থাকুক, তুমি নিজে ধর্ম্মভ্রষ্ট হইও না।

ঐ প্রত্যন্ত অঞ্চলেও তোমার একটী গুরুভ্রাতা পাইয়াছ। বেশ, তাহাকে লইয়াই সমবেত উপাসনা কর।

যাহারা মদ্যপানে প্রমত্ত হইয়া রহিয়াছে, বিশ্বাস কর, সেই কেরলী, বাঙ্গালী, পাঞ্জাবী, ওড়িয়া, মাদ্রাজী, নেপালী, আসামী, গুজরাটি সরকারী কর্ম্মচারীরা তোমাদেরই দুই জনের একাগ্র চিন্তার ফলে মদ্যপান পরিত্যাগ করিবে। আমি শুধু একান্ত চিন্তা দ্বারা অনেককে এই কুপথ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়াছি। তোমরা আমার সন্তান, তোমরাও তাহা পারিবে। একমাত্র এই উদ্দেশ্য নিয়াই তোমরা দুই গুরুভ্রাতা মাঝে মাঝে সমবেত উপাসনা করিতে থাক। ধর্ম্ম প্রচারে যে দেশে সরকারী বাধা, সেখানেও নিজ নিজ ধর্ম্মানুষ্ঠানে বাধার কারণ দেখি না। মুসলমানেরা কি ওখানে একত্র মিলিত হইয়া নমাজ পড়ে না? ভারত-সরকারের কি মুসলমান কর্ম্মচারী নাই? নিজ নিজ ধর্ম্মাচরণ করিবার বাধা দিবার অধিকার কাহারো নাই ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

।। চতুর্দ্দশ খণ্ড সমাপ্ত।।

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের আবাল্য সাধনা

তরুণ ও কিশোরদের মধ্যে সংযমের

সাধনাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা।

কারণ,

ব্রহ্মচর্য্য-পরায়ণ, সংযমী, বীর জাতিরই ভিতরে আধ্যাত্মিক ও ঐহিক উভয়বিধ উন্নতি সমভাবে সম্ভব হইতে পারে। তাঁহার রচিত "সরল ব্রহ্মচর্য্য", "সংযম সাধনা", "জীবনের প্রথম প্রভাত", "অসংযমের মূলোচ্ছেদ" প্রভৃতি প্রত্যেক মাতাপিতার কর্ত্তব্য নিজ নিজ পুত্রের হাতে তুলিয়া ধরা। তাঁহার রচিত "কুমারীর পবিত্রতা" প্রত্যেক কুমারীর হাতে দান করুন। তাঁহার রচিত "বিধবার-জীবনযজ্ঞ" প্রতি বিধবার অবশ্য-পাঠ্য। তাঁহার রচিত "সধবার সংযম", "বিবাহিতের জীবন সাধনা" ও "বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্য" প্রতি বিবাহিত নরনারীর অবশ্য পাঠ্য।

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের

শ্রীমুখনিঃসৃত উপদেশ-বাণী সমূহ

"অখণ্ড-সংহিতা"

নামে বহুখণ্ডে প্রকাশিত হইয়া মানবজীবনের ঐহিক, পারত্রিক, আধ্যাত্মিক, নৈতিক, সামাজিক ও পারিবারিক অসংখ্য সমস্যার সমাধান করিয়াছে। ভারতের বিগত কয়েক শত বৎসরের মধ্যে রচিত ধর্ম্ম সাহিত্যে ইহার তুল্য মহাগ্রন্থ বিরল। জীবনের যে-কোনও সমস্যাতেই আকুল হইয়া থাকেন না কেন, পথের সন্ধান ইহাতে পাইবেন।

অযাচক আশ্রম, ডি-৪৬/১৯বি, স্বরূপানন্দ স্ট্রীট,
বারাণসী -২২১০১০

ISBN 978-93-94394-05-6

9 789394 394056

[illegible]

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব

চতুর্দ্দশ খণ্ড